সূচিপত্র ।

নির্ঘণ্ট ৶০ পত্রাঙ্ক

নির্ঘণ্ট ৮০ পত্রাঙ্ক

ভূমিকা

[illegible] শ্রীরামপুর [illegible] গ্রাম [illegible] নদী [illegible] অধিবাসী [illegible] পাঁচ, বহু লোকে বসবাস, [illegible] জমীদার, জমীদারী [illegible] নিজ [illegible] হয় ।। কি কব অধিক আর, [illegible] গ্রামের [illegible] ভূপাল [illegible] ধরে ।। [illegible] বৈষ্ণব আর, কৈবর্ত্ত [illegible] বাগদী হাড়ি, [illegible] আর আর যত ।। তন্মধ্যে [illegible] জমীদারী [illegible] চারি সহোদরে ।। [illegible] চৌধুরী [illegible] মজুমদার, দুই ভাই [illegible] চরাচরে ।। জমীদারী [illegible] ভাগ, ধন্য ধন্য অনুরাগ, জ্যেষ্ঠ তার শ্রীরামগোপাল । তাঁর পুত্র হরে কৃষ্ণ, যার দুঃখ হরে কৃষ্ণ, পাঁচ পুত্র প্রসন্ন কপাল ।। প্রথমে গোকুলচন্দ্র, পশ্চাৎ গোকুলচন্দ্র, তাঁহার দৌহিত্র মম পিতে । গঙ্গাপ্রাপ্তি কালে তারি, নিজ অংশ জমীদারী, আজ্ঞা দিলেন দৌহিত্রে সঁপিতে ।। সে অবধি শুন সবে, হরিপাল ত্যজে তবে, বসবাস হইল

ভূমিকা ।

বৃত্তান্তে । মম পিতা নাম হরি, হরি বলে কাল হরি, হরি গেল হরিতে মিশাতে ।। পরিহরি পরিবার, বৈকুণ্ঠে গমন তাঁর, তদন্তর শুন বিবরণ । পিতার মরণান্তর, আছি পঞ্চ সহোদর, জ্যেষ্ঠ কালীকুমার সুজন ।। মধ্যম অধম আমি, হয়ে আছি অধোগামী, কেনারাম তৃতীয় সে হয় । চতুর্থ কৈলাস তায়, পঞ্চম শ্রীকৃষ্ণ রায়, কহিলাম নিজ পরিচয় ।। অতঃপর বলি আর, হড়ায় নিবাস যার, মম শিক্ষা ত্রিপুরা বিশ্বাস । যথায় মাতুলালয়, হউক তাহার জয়, রসিকের এই অভিলাষ ।।

জীবন তারা।

ত্রিপদী। নিবসতি নদীয়ায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, যাঁর নাম খ্যাত মহীতলে। রাঢ়ীয় দ্বিজের সার, বরপুত্র অন্নদার, লোকে যাঁরে ধন্য ধন্য বলে ॥ পূজা কৈল অন্নদার, রাজ্যে নাহি অন্ন দায়, অতি প্রশংসীয় রাজনীতি। কিবা পুণ্য ভূপতির, সীমা নাহি সুখ্যাতির, যার যশে পরিপূর্ণ ক্ষিতি ॥ ভবাণীর অনুগ্রহ, রত্নেতে পূর্ণিত গৃহ, কবিরত্ন সভায় সকল। জগন্নাথ বাণেশ্বর, বিদ্যা যুদ্ধে ধনুর্দ্ধর, তর্ক ঘোর সমরে অটল ॥ রাজ সভা মনোহর, সভাসদ গুণাকর, শ্রীযুক্ত ভারত দ্বিজবর। ভারতের মনোনীত, ভারত রচিল গীত, নাম বিদ্যা-সুন্দর সুন্দর ॥ ধন্য খেলা অন্নদার অন্নদামঙ্গল সার, আদি রস আদি প্রেমাচার। সেই গ্রন্থ করে ধরি, কৃষ্ণচন্দ্র দৃষ্টি করি, প্রশংসা করেন বারবার ॥ ভারতে কহেন ভূপ, কি হেরিনু অপরূপ, বিদ্যা-সুন্দরের প্রকরণ। সঙ্গোপনে চুপে চুপে, সুন্দর সুন্দর-রূপে, বিদ্যায় বিদ্যায় জিনে লন ॥ সুড়ঙ্গ কাটিয়ে রঙ্গে, বিহার বিদ্যার সঙ্গে, অনঙ্গ তরঙ্গ মাঝে ভাসে। হেন চাতুরালী আর, কে কোথা দেখেছ কার, সুন্দর কি সুপ্রেম প্রকাশে ॥ দেখি নাই শুনি নাই, সুন্দর করিল তাই, ধন্যবাদ ধরার ধরায়। ধরিয়ে সন্ন্যাসী বেশ, রাজারে ছলিল শেষ, এমন শুনেছ কে কোথায় ॥ ভারত হাসিয়ে কয়, শুন শুন মহাশয়, জীবন তারার উপাখ্যান। সে রস শুনিলে ভাবে, রসেতে

অনলের মাঝে, মহারাজা রসিক সুজন ।। রাজা কন সে কেমন, বায় বলে দিয়ে মন, সাবধানে শুন নরপতি । সিন্ধুপুরে রঘুবীর, গুণসিন্ধু সুগভীর, ছিল রাজা ব্যক্ত বসুমতি ।। রাজ্য তার সুবিস্তার, যুদ্ধে পায় কে নিস্তার, নিস্তারিণী যাহার সহায় । জীবন তাহার সুত, রূপে গুণে গুণযুত, ধন্য ধন্য কালীর কৃপায় । পঞ্চহাটি নগর গ্রাম যার সুপ্রকাশ, রাজা চন্দ্রসেন এ সংসারে । তারামণি তার কন্যা, রূপে গুণে ধরা ধন্যা, জীবন বিবাহ করে তারে ।। শুন পূর্ব্ব সমাচার, দাস দাসী কালিকার, আছিল জীবন তারা তারা । কালিকার খেলা ছলে, শাপে জন্মে মহীতলে, পরে শুন হইল যে ধারা ।। সংসার মায়ার জাল, রমণী কুলের কাল, কাল সাপ প্রায় অবিশ্বাসী । এই কথা লোক মুখে, শুনিয়ে বিমুখ সুখে, হইলেন জীবন সন্ন্যাসী ।। ত্যজিয়া সংসার আশ, করিলেন কাশীবাস, শোকে কান্দে জনক জননী । বহু দিন গত পরে, যৌবনে মদন জ্বরে, জ্বলিয়ে কান্দিছে তারামণি ।। হরিপাল বসবাস, যশশ্চন্দ্র সুপ্রকাশ, কায়স্থ ভুবনেশ্বর রায় । তাহার বংশেতে দীন, রসিক সুরসাধীন, সুজন রসের গীত গায় ।।

পতি বিচ্ছেদ খেদ ।

রাগিণী খাম্বাজ । তাল তেতালা ।

হরিষে হরি সে মধুপুরে যদি রহিল । কে সবে কেশবের বিচ্ছেদ জ্বালায় মনো দহিল ।। সে বিনে অন্য ভাবিনে, লোকে কয় পাবিনে, কিশোরীর কৃষ্ণ বিনে, শরীর কি হইল ।।

পয়ার । ভাবে তারা রসবতী চক্ষে বহে জল । পতির বিচ্ছেদ শরে জীবন বিকল ।। পতি ধ্যান পতি জ্ঞান পতি আরাধন । পতি তপ পতি জপ পতি প্রতি মন ।। হায়

পতি কোথা পতি পতি পাব কবে। পতি লাভ রস লাভ প্রেম লাভ হবে॥ কি করিব কোথা যাব কব আর কারে। কোথা গেলে বিধি নিধি দিবেন আমারে॥ তৃষিত চাতকী আমি না হেরে জলদে। কতই বলিব আর জলদে জলদে॥ কি গরজে সে গরজে বরিষে কোথায়। চাতকীরে কেবা চায় হায় কে বাঁচায়। এই রূপে ভাসে সতী দুঃখের পাথারে। ওখানে জীবন কৃষ্ণ আছে যোগাচারে॥ কেদার কেদার বলি ডাকে সর্ব্বক্ষণ। আনন্দ কাননেতে করে আনন্দে ভ্রমণ এই রূপে কত দিন থাকিয়া কাশীতে। বৃন্দাবনে গেল রায় গোবিন্দ দেখিতে॥ প্রণমিয়া শ্রীরাধিকা প্রভু ভগবান। স্থানে স্থানে দেখি কৃষ্ণ বিহারের স্থান॥ মধু নিধু কুঞ্জ আর নিকুঞ্জকানন। ভ্রমে রায় ভাণ্ডীর তমাল আদি বন॥ কৌতুকে কৌতুক দেখে শোভা স্থলে স্থলে। স্থলে স্থলপদ্ম আর জলপদ্ম জলে॥ সকল বনের মধ্যে সার নিধুবন। সেই বনে কুতুহলে বসিল জীবন॥ অপূর্ব্ব বনের শোভা কি কব কি জানি। কাম বুঝি নির্জ্জনে নির্ম্মিল বন খানি॥ অনুমানি কাম সে বনের ফুল তুলে। ফুলধনু ফুলবাণ গড়ে সেই ফুলে॥ ফুটেছে বিবিধ ফুল নানা তরুবরে। মধুলোভে গুঞ্জে অলি গুণ গুণ স্বরে॥ কোকিল ললিত রাগে সুললিত গায়। তেজস্বী ঋষির মন সে বনে রসায়॥ কাম হানে ফুলবাণ সর্ব্বথা তথায়। ফুটিল কামের শর জীবনের গায়॥ জীবনের জীবন ব্যাকুল কাম বাণে। গেল যোগ তপ জপ কেবা আর মানে॥ উন্মত্ত মদন শরে বাক্য নাহি সরে। কাশীতে অন্নদা দেবী জানিল অন্তরে॥ তারার জীবন তারা হয় দাস দাসী। দাসীরে মিলাতে দাস হৈল অভিলাষী॥ শিবেরে লইয়া শিবা হয়ে কুতুহল। দ্রুত আসি নিধুবনে পাতিলেন ছল॥ কবি প্যারীমোহনের যুক্তি করি সার। কহিছে রসিকচন্দ্র খেলা অন্নদার॥

রাগিণী আলিয়া। তাল কাওয়ালি।

কালী অনন্ত রূপিণীর অন্ত কে জানে। কে চিনে প্রাচীনে, কভু নবীন যোড়শী হস্তেতে শিহরে হাস, নখরেতে হরে শশী কিরণ। কখন শ্রীকৃষ্ণ রূপ গোকুলে, কখন প্রহারে অসুর দনুজ কুলে, কখন হন রামের সীতে, অসীতে হয়ে অসিতে, ধরণীতে বধেছেন শতাননে॥

ত্রিপদী। জীবনের যোগাচার, ঘুচাইতে অন্নদার, কত রঙ্গ বনের ভিতরে। কৌতুকে শিবেরে লয়ে, দোঁহে শুক সারী হয়ে, বসিলা বকুল তরুবরে॥ ছলে পাকশাট মারি, শুকে খেদাইয়া সারী, কত ছল করে কত রাগে। শুন শুন শুন শুন শুকরাজ, জানি পুরুষের কাজ, কামিনী মজায় কামকূপে॥ এই তুমি আছ বশ, কত দিনে ভাঙ্গ রস, হবে নাথ আমারে নিদয়। পুরুষ নিষ্ঠুর যত, রমণী হইলে হত সংসার অপ্রশংসার হয়॥ যাও যাও ওহে শুক, ক হিতে বিদরে বুক, পুরুষের ঘর করা দায়। এ জালা এড়াই মেনে, চলে যাই মানে মানে, যদি কৃষ্ণ অবায় তরায়॥ না বুঝিয়ে করে কর্ম্ম, না জানে নারীর মর্ম্ম, পুরুষের কঠোর হৃদয়। দয়া হীন তনু যার, জীবন বৃথায় তার, দয়া বিনে পুণ্য নাহি হয়॥ সাধে কি হে মন্দ বলি, করিয়াছি পত্রাবলি, ক্রমে বলি শুন এক মনে। তুমি নাথ না জান কি, স্বয়ং লক্ষ্মী সে জানকী, শ্রীরাম দিলেন তারে বনে॥ কৃষ্ণ ত্যজে কিশোরীরে, প্রাণ কি শরীরে, থাক ওহে কান্ত গুণমণি। লয়ে শ্যাম কুবুজায়, রহিলেন মথুরায়, নিদয় হে পুরুষ এমনি॥ অন্য কি কহিব আর, সাক্ষাৎ প্রমাণ তার, চক্ষে দেখ শুক মহাশয়। ঐ বসিয়ে জটাধারী, উহার যুবতী নারী, সত্য মিথ্যা লহ পরিচয়॥ যৌবনে

জীবন তারা।

জ্বলিয়া ধনী, আহা মরি যাহা ধ্বনি, করে প্রাণ পতি বিচ্ছেদে। সে নয়ন জলে ভাসে, এ রহিল তীর্থবাসে কি ব্যবহার করি ঐ খেদে॥ শুক বলে কেন কেন, প্রেয়সী কহিলে হেন, পুরুষ কি নিঠুর এমনি। সারী বলে চল চল, কেমন করিয়া বল, কিছু নাহি জানহে আপনি। তখন বিনয়ে শুক, হৃদে অতি সকৌতুক, বাক্য জিনি সুধায় সুধায়। সত্য বল বল সারি, কেবা এই জীবন ধনী, কার পুত্র নিবাস কোথায়॥ সারী বলে প্রাণেশ্বর, রঘু নামে দলনর, সিদ্ধপুর যার রাজধানী। বড় পুণ্যবান সেই, তাহার তনয় এই, জীবন ইহার নাম জানি॥ অল্পকালে বিভা করি, কামিনীরে পরিহরি, বৈরাগী হইয়ে বেড়ায়। যুবতী থাকে ঘরে, জ্বর জ্বর কাম শরে, মরে সব বিচ্ছেদের দায়॥ এই রূপে ছল করি, ছাড়ি কাশী মহেশ্বরী, শিবেরে লইয়ে অন্তর্দ্ধান। যদি বাঞ্ছা পূর্ণ হলে, কিনা হয় তাঁর ছলে, শুনিয়ে জীবন হত জ্ঞান॥ ভবিপাশে বসবাস, যশশ্চন্দ্র প্রকাশ, কায়স্থ ভুবনেশ্বর রায়। তাহার বংশেতে জীব, রসিক সুরসাধীন, নূতন রসের গীত গায়॥

জীবনের খেদ।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল তেতালা।

তাহার কারণ মনে করে যে কেমন। সে কথা কহিব কারে কে আছে এমন॥ ভাবিতে তাহার রূপ মন জ্বালাতন। না ভাবিলে ভাবনায় যায় যে জীবন॥

পয়ার। অন্নদা দাসেরে ছলি গেলেন কাশীতে। জীবন দুঃখের জলে লাগিল ভাসিতে॥ তারার কৃপায় তারা মনে পড়ে যায়। তারা নামে বহে জল নয়ন তারায়॥

তেমন কামিনী তারা মদনের তারা। তারা বিনে বুঝি আজি বনে থাই মারা॥ বালিকায় তার রূপ দেখেছি যেমন। না জানি যৌবন কালে এখন কেমন॥ কে আছে নিষ্ঠুর আর আমার সমান। সন্ন্যাসী হইয়া বধি যুবতীর প্রাণ॥ না জানি কামিনী কত পাইতেছে জ্বালা। দারুণ কামের শরে সে যে কুলবালা॥ শুনিনু সারীর মুখে দুঃখের সংবাদ। জনক ভবনে ধনী গণিছে প্রমাদ॥ অবলার ধর্ম্ম আর পুরাণ অম্বর। এই দুই রক্ষে পায় যতনে বিস্তর॥ যতনে রতন থাকে বলে সর্ব্ব জনে। আহা মরি মোর যত্ন আছে অযতনে॥ ত্বরায় যাইব তথা করিয়া যতন। কিন্তু যে সন্দেহ আছে কি করি এখন॥ লোক মুখে শুনিয়াছি অবিশ্বাস নারী। কি রূপে পরীক্ষা আমি করিব তাহারি॥ পরীক্ষা নহিলে কভু সুস্থ নহে মন। না হয় বিশ্বাস বিনে লভ্য প্রেমধন॥ এইরূপে সাত পাঁচ ভাবিয়া কুমার। যুক্তি সার করিলেন নারী পরীক্ষার॥ এই সন্ন্যাসীর বেশে পঞ্চহাটী যাব। সমাদরে যেখানে সেখানে বাসা পাব॥ ছলে কলে কি কৌশলে বুঝা যাবে তবে। সতী কি অসতী হলে ছাপা নাহি রবে॥ অসতী হইলে পুনঃ হবে তীর্থবাস। ভ্রষ্টা-নারী কাল সাপে না হয় বিশ্বাস॥ বাঁধা রব প্রেমে তার দেখিলে সুনীতি। সতের সঙ্গেতে সংব্যভার উচিত॥ এই রূপে বিস্তর ভাবিয়ে যুবরায়। দুর্গা বলে সকৌতুকে উঠিল ত্বরায়॥ সঙ্গে এক অশ্ব ছিল নাম তার ঝড়ি। দড়বড়ি গমনে পশ্চাৎ ঝড়ঝড়ি॥ সেই ঘোড়া চড়ি রায় মারল চাবুক। প্রহরে পরগণা পার দিবসে মুলুক॥ কত মত কত রঙ্গ দেখে ভানি গ্রামে। পঞ্চ দিনে উত্তরিল পঞ্চবটী গ্রামে॥ কবি প্যারীমোহনের যুক্তি করি সার। কহিছে রসিকচন্দ্র খেলা অন্নদায়॥

পঞ্চহাটী বর্ণনা

ত্রিপদী। দেখে পুরী পঞ্চহাটী, চারি দিগে পরিপাটী, নদী জিনি দিব্য গড়খান। কটকে সিকাই থানা, সদত দিতেছে হাঁড়া, দ্বারে দ্বারে কোটালের থানা॥ ভূপতির দপদপা, কোটালের ঐ জপা, পাছে রাজ্যে ঘটে কোন দায়। আজ্ঞা যদি পায় উন, করে বেসে চারি গুণ, কার সাধ্য এড়াইয়া যায়॥ ছলে যদি পায় চোর, অমনি মারে ঘোর, উড়ায় জুতায় ফেঁটি। লাঠী বন্দুকের হুড় করে ফেলে হুড়মুড়া, মারিলে ঝাটায় পটপাট॥ কেহ মারে দড়বড়, স্বজোরে মারয়ে চড়, ঝড়মড় দশনে দশন। [illegible] লুকায়ে রয়, কাঁপিতে ভাবিতে যায়, ভয় করে [illegible] স্মরণ॥ কৌতুক হইয়া পার, রাজকীর্ত্তি চমৎকার, স্থানে স্থানে দেখে দেবালয়। কোন স্থানে গুপ্তকাশী, শিব রূপ অন্নরাশি, অন্নদা শঙ্কর শিলাময়॥ কোন স্থানে সুশোভন, দেখে [illegible] বৃন্দাবন, কোন স্থানে গীত বাদ্য রঙ্গ। [illegible] রঙ্গ, [illegible] গায় গীত শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ॥ বাজিছে মধুর বীণে, [illegible] নাই গোবিন্দ বিনে, [illegible] মন হরি। [illegible] বাজিছে মৃদঙ্গ, [illegible] ভজরে মন, মাঝে মাঝে ভব-সিন্ধু তরি॥ এই রূপ রঙ্গ যত, দেখে যায় [illegible] শত শত শঙ্কর স্থাপন। দিবা নিশী ঘড়ি ঘড়ি, বাজে শঙ্খ ঘণ্টা ঘড়ি, দ্বিজ করে বেদ উচ্চারণ॥ যায় ধীরে ধীরে ধীরে, দেখে চারিদিগে ফিরে, নানা জাতি জাতির ভবন। ব্রাহ্মণ কুলীন বড়, পুরাণে নিপুণ দড়, স্থানে স্থানে চৌপাটী শোভন॥ কায়স্থ বিদ্যার ডালি, করয়ে কমল কালী, সৎসদ্বংশেতে উদ্ভব। মালা গাথে মালাকারে, বৈষ্ণবের মালা করে, বাজিকরে বাজি করে সব॥ ভাঁড়ামী করয়ে ভাঁড়, বিক্রী হেতু দুই ভাঁড়, কুমারের কুমারের শিরে। দেখে বেণে গন্ধ স্বর্ণ, স্বর্ণকারে পিটে স্বর্ণ, কর্ম্মকারে লৌহকর্ম্ম করে॥ কৌতুকে দেখিয়া যান, পরেতে দেখিতে পান,

আর যত ছিনালের বাস। লম্পটের আনাগণা, ধূর্ত্ত করে ধূর্ত্তপনা, রাঁড়ি ভাঁড়ে ষাঁড়ের বিলাস ॥ কেহবা নাগর সঙ্গে, পালঙ্কে বসিয়া রঙ্গে, শারাণ্ডায় বাহার দিয়াছে ॥ কেহবা সঙ্গিণী লয়ে, চাতকীর মত হয়ে, কান্ত আশা পথ চায়ে আছে ॥ কেহবা আনন্দ মনে, ভুলাতে পথিক জনে, দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসে। অর্দ্ধ খানি কুচগিরি, বসনে রেখেছে ঘেরি, অর্দ্ধখানি বাহিরে প্রকাশে ॥ এই রূপে রঙ্গ কত, দেখে যায় কত শত, রাজবাটী দেখে গড়হানা শিলাময় বাড়ি খানা, সম্মুখে চিড়িয়া খানা, কাছে নাহি গলি ঘুচি খানা ॥ দ্বারে চৌকি চৌকীদার, বসিয়াছে জমাদ্দার, তার জিম্মা যত বাজে দায়। এড়ি তোলা জুতা পায়, হুজুরে হুকুম পায়, বিপক্ষ বিনাশে পায় পায় ॥ থানে জাত চোপদার, ধরে ঢাল তলোয়ার, সিফাই বন্দুক লয়ে খাড়া। আছে যত রজপুত, সাক্ষাৎ যমের দুত, চোর ধরে আনে খাড় খাড়া ॥ দরবার ঘোরতর, কাঁপে লোক থর থর, কেহ বলে রক্ষা কর বাপ। কেহ বলে হায় হায়, কেহ বলে প্রাণ যায়, রসিক কহিছে একি পাপ।

রাজার বর্ণন।

রা, খাম্বাজ। তা, আড়খেমটা।

দেখিলাম ভবের বাজার বড় মজার মায়ায় ঘেরা মোহকাম ক্রোধ আদি আছে ছয় দ্রব্য ঐ দোকান ভরা। বিকায় না সে পরমাত্ম, পদ্য মধু গুরুদত্ত, অনিত্য বিষয়ে মত্ত, খাব লব আশয় করা ॥

অন্তযমক পয়ার।

এইরূপে নগরেতে ভ্রমেণ জীবন। তারা বিনে কভু নহে সুস্থির জীবন॥ সম্মুখে বাজার রায় দেখিবারে পায়। দেখিতে বাসনা হৈল গেল পায় পায়॥ দেখে রায় পরিপাটী ব্যবসায় নানা। কেহ বলে এই দর কেহ বলে না না॥ কেহ বলে ও দোকানী অগ্রে মোরে দেনা। কেহ বলে অগ্রে দেনা পুর্ব্বকার দেনা॥ এরূপে বাজারে হয় মহা-শব্দময়। গোয়ালিনী বেচে দধি আর ঘোলময়॥ নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে আঁটিং চেলা। মেচনী বেচিছে মাছ পোনা পুঁটি চেলা॥ বেচে কই মাগুর তপ্‌সি দিবা বাটা। কাঁসারি বিক্রয় করে থালা ঘটি বাটী॥ দোকানী বেচিছে ছিট গড়া পাটনাই। কত আছে পাট করা কত পাট নাই॥ বেচিছে রুমাল আর সাল গঙ্গাজলে। বাজারে ঠকায়ে খায় ভাড় গঙ্গাজলে॥ কেহ বা বাসন বেচে আমদানী চীনে। খরীদায়ে লয় তাহা ভাল মন্দ চিনে॥ বিকায় আরশী মিসি মাথাঘসা বালা। সাধ মিটাইয়া লয় যত কুল বালা॥ কর্ম্মকারে বেচিতেছে কাঁচিছুরি জাঁতি। মালাকারে বেচে ফুল জুই জবা যাতী॥ বেচিছে মালতী বক প্রফুল্ল গোলাপ খোটা। লোকে বেচে চুয়া আতর গোলাপ॥ বিকায় বিস্তর পাখী ময়না বাবুই। শ্যামা কাকাতুয়া লয় কেবল বাবুই॥ বেচিছে চন্দনা টিয়া ময়ূর ময়ূরী। গন্ধবেনে বেচে শুঠ এলাচ মউরি॥ ধন্যা বেচে পুয়া পুয়া লঙ্ক তোলা তোলা। কিনে লয় সবে কেহ নাহি লয় তোলা॥ বাজারেতে বাজার কোটাল আছে চৌকী। ছুতার বেচিছে খাট ভাল ভাল চৌকী॥ মেয় পাঁটা মারিয়ে কুরঙ্গ কুরঙ্গিণী। বেচে মাংস ব্যাধ কন্যা যত কুরঙ্গিণী॥ রসিক কহিছে এ বাজার নিশি দিনে। কিনে খায় অদিনে মাগিয়া খায় দীনে॥

উদ্যান বর্ণন।

লঘু-ত্রিপদী। চলে যায় পায়, দেখিবারে পায়, রাজার দিব্য বাগান। করিবে প্রবেশ, দেখি যোগীবেশ, সুশোভিত রম্যস্থান শোভে নানা দ্রব্য, সরোবরে দিব্য, সরোজ ফুটে বিস্তর। চৌদিগে শোভন, পুষ্প উপবন, সুচারু অতি সুন্দর॥ ঘেরেছে বেড়ায়, তন্মধ্যে বেড়ায়, সন্ন্যাসী হর্ষ অন্তরে। কেবা তরু গণে, পুষ্প তরুগণে, দিবসে আন্ধার করে॥ মালতী করবী, ঢাকে শশী রবি, মল্লিকে আর টগর। নানা পুষ্প ফুটে, গন্ধে আসি জুটে, মদনে মদন শর॥ মকরন্দ আশে, মধুকর আসে, বেড়ায় সদা উড়িয়া। বৈসে নানা ফুলে, মন উঠে ফুলে, আমোদ মদে মাতিয়া॥ কোকিল কুহরে, মন প্রাণ হরে, শিহরে লাগে সন্ন্যাসী। হইয়া ব্যাকুল, অমনি বকুল, তলায় বসিল আসি॥ শীঘ্র চলে উঠে, দেখে অশ্ব উটে, ঘেরেছে তার উত্তর। পালিয়াছে করী, লক্ষ সংখ্যা করি, খচ্চর গাধ বিস্তর॥ গণ্ডা গণ্ডা আর, পুষেছে গণ্ডার, পিঞ্জরে ব্যাঘ্র বন্ধন। অসংখ্য বানর, পক্ষি কিন্নর, গোপালে পালে গোধান॥ বসি সারি সারি, পিঞ্জরেতে শারী, শুকেতে সুখে বিহরে। মরি কি বাগান, পক্ষ কিবা গান, করে হরে কৃষ্ণ হরে॥ এ রূপে জীবন, যুড়াতে জীবন, ভ্রমণ করেন রঙ্গে। রসিক ভাষায়, রসিক ভাষায়, নূতন রস তরঙ্গে॥

কালিকার বর্ণন।

কালীচরণ সরোজে মজ ওরে মন। সে চরণ, বিস্মরণ, হয়ে মজেছে কি রসে, শিয়রে শমন বসে, জাননারে আয়ুগ্রাস, প্রতিক্ষণ।

অন্ত্যযমক পয়ার।

বাজারের দক্ষিণে মন্দির কালিকার। রাজার পৈতৃক কীর্ত্তি কীর্ত্তি নির্ব্বিকার॥ সেই স্থানে গিয়া রায় দেখে চমৎকার। মন্দিরেতে দেয় পাক্কা বিবিধ প্রকার॥ পরশ

যতনে পূজা করি অম্বিকার। প্রণাম করিল পদে গিরি বালিকার ॥ কত শোভা শ্রীচরণে জগৎ পালিকার। পাদ-পদ্মোপরে পদ্ম অতি চমৎকার ॥ ক্রমে রায় নিরখে কটির অলঙ্কার। স্বর্ণ করশ্রেণী শোভে বর্ণে সাধ্য কার ॥ অবর্ণন শোভা পর পদ্ম কর্ণিকার। কি কব কর্ণের শোভা শোভা কর্ণিকার ॥ কিবা গজমুক্তা শোভে অধ নাশিকার। স্বর্ণ অসি করেতে অসুর নাশিকার ॥ রসিকের বর্ণিতে বিদায় অধিকার। কিছু নাই কি বলিবে করে অধিকার ॥

তীর্থ মাহাত্ম্য।

রাগিণী সুরট। তাল জৎ।

মনো চলরে সুস্থ মনে, তীর্থ কাশী দরশনে, শিব-শিবসনে, কনকাসনে, নয়নে হেরিব তারা। ব্রজে কমল আঁখির বামে কমলিনী পরাৎপরা ॥ ভক্তি সাগরেতে মন, দেহ দেহ বিসর্জ্জন, ভজরে শ্রীগুরু চরণ, ধরায় ধন্য রবে ধরা ॥

পয়ার। এই রূপে রাজকীর্ত্তি দেখেন সন্ন্যাসী। রবি অস্তে রজনী উদয় হৈল আসি ॥ আইল অনেক লোক কালী দরশনে। সন্ন্যাসীরে দেখিয়া সুধার জনে জনে ॥ বল বল সন্ন্যাসী গোসাঞি সমাচার। কোন কোন তীর্থ দেখা হয়েছে তোমার ॥ কোন তীর্থ কেমন মাহাত্ম্য সুপ্রকাশ। শুনিব তোমার মুখে বল অভিলাষ ॥ সন্ন্যাসী বলেন তীর্থ দেখেছি বিস্তর। কাশী গয়া বৃন্দাবন মথুরা নগর ॥ কাশীর মাহাত্ম্য ব্যক্ত আছে কাশীখণ্ডে। দরশনে শরীরের মহাপাপ খণ্ডে ॥ তথায় করিলে বাস মোক্ষ পদ

পায়। মৃত্যু হৈলে লীন হয় শঙ্করের পায় ।। গয়ার মাহাত্ম্য
তত্ত্ব লিখিছে পুস্তকে ।। কৃষ্ণ পদ চিহ্ন গয়াসুরের
মস্তকে ।। তাহে সুর নর আদি করে পিণ্ডদান ।
নাহি দেখি কোন তীর্থ তাহার সমান ।। ব্রজের
মাহাত্ম্য কথা ব্যাসের রচিত । ভাগবত শ্রবণে পবিত্র হয়
চিত্ত ।। এইরূপে সন্ন্যাসী বিশেষ বিবরিয়া । তীর্থের মা-
হাত্ম্য কথা কহিলা হাসিয়া ।। হেনকালে হজুর হইতে দশ
জন । খোজা আসি কালী বাড়ি দিল দরশন ।। ত্রিলোকে
লোকের ভিড় ভাঙ্গিল সকল । কুল পুরোহিত মাত্র রহিল
কেবল ।। লোকে জিজ্ঞাসিয়া যোগী তত্ত্ব জানে তার । কেন
আসি হইল এ পাহারা খোজার।।সবে বলে শুন ভাই দর্শনে
ভবানী । আসিবেন রাজকন্যা আর রাজরাণী ।। তা সবার
কথা শুনে ভাবে যুবরাজ । এ ভাল সুসার বটে কি করি
উপায় ।। পুরী মধ্যে পুনঃ যদি প্রবেশিতে পারি । তবে
সে দেখিতে পাই সে রাজকুমারী ।। কি করি কি হবে
যোগী ভাবেন বিস্তর । ভাবিতে ভাবিতে পুনঃ গেলেন স-
ত্বর ।। পুরীর দুয়ারে গিয়া প্রবেশিতে যায় । তখন খোজারা
আসি মানা করে তায় ।। আসিতে না পারে সেথা নানা
প্রতিকূলে । আসিবেন মহারাণী কালী দরশনে ।। সন্ন্যাসী
কহিছে অতি বিনয় বচনে । তীর্থ হৈতে আসিয়াছি তারা
দরশনে ।। কোথা গিয়া পথে পথে করিব ভ্রমণ । পথ
ছাড়ি দেহ করি কালী দরশন ।। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম এই এক
পরিস্রাব । জানিবেন রাজরাণী ক্ষতি কিবা তায় ।। প্রবে-
শিতে দেহ দ্বারি হওনা বিরূপ । দুটি টাকা লহ বরং শিরপা-
স্বরূপ ।। কেহ বলে সে হবে না ত্বরায় রাজন । টাকায় কি
করে বল মান বড় ধন ।। কি আছে অধিক পাপ লোকের
সদন । আমাদিকে না পারিলে লোভে যায় প্রাণ ।। আর
এক জন বলে কি কারণ মানা । সোজা পথে কেন ভাই মিছে

দিস হানা ॥ কেবা গিয়া এ কথা জানাবে ভুপতিরে। দুটা টাকা পাওয়া যায় তাহে ক্ষতি কিরে॥ তার কথা শুনিয়ে সকলে দিল সায়। হাতে টাকা পেয়ে দ্বার ছেড়ে দিল তায়॥ প্রফুল্ল অন্তরে পুরী প্রবেশিয়ে রায়। মৃগ চর্ম্ম বিছায় পুরীর আঙ্গিনায়॥ কুড়াইয়া নানা কাষ্ঠ অগ্নিকুণ্ড করি। বসিলেন জটাধারী তারা ধ্যান ধরি॥ তারা যোগ আরাধনা তারা তারা জপ। কতক্ষণে আইসে তারা এই তপ তপ॥ রসিক কহিছে যোগী ধূর্ত্ত চূড়ামণি। পাতিয়াছ ভাল ছল ছলিতে রমণী॥

কামিনীদিগের রূপ বর্ণন।

রাগিণী বাহার। তাল তিওট।

একি রূপ মরি কাম কামিনী গঞ্জিত। খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জনে শোভিত॥ মুখ পূর্ণ সুধাকর, পক্কবিম্ব ওষ্ঠাধর, কেশ নব জলধর, কুসুম জড়িত॥

পয়ার। এই রূপে যোগে বসি আছেন সন্ন্যাসী। হেনকালে মহারাণী উপস্থিত আসি॥ সারি সারি নামাইল মহাপা সকল। উঠিলেন রাজরাণী লয়ে দলবল॥ পরমা সুন্দরী সব কুলের কামিনী। চলিলেন ধীরে২ গজেন্দ্র গামিনী॥ সঙ্গে করি লয়ে যান ভুপতির খুড়ি। আগে২ যান তিনি বয়সেতে বুড়ী॥ পাকিয়াছে কেশ তবু বর্ণ যেন স্বর্ণ। শুনিতে না পান রুদ্ধ হইয়াছে কর্ণ॥ ভুপতির ভগ্নী তার পিছে পিছে যান। বয়েস বত্রিশ বর্ষ রাণীর সমান॥ পীনোন্নত পয়োধর শশধর মুখী। পতি থাকে পরবাসে আছে মনোদুঃখী॥ তার পিছে যান রাণী রূপে যেন রতি।

বাঁকা জিনে সুধায় গজেন্দ্র জিনে গতি ॥ রাণীর পশ্চাতে ধনী চলে তারামণি। টলায় মুনির মন সে হেন রমণী ॥ নয়ন হিল্লোলে হরে চন্দ্রের হিল্লোল। বচনেতে হরে ধনী কোকিলের বোল ॥ কটাক্ষ বাণেতে বধে পুরুষ কুরঙ্গ ॥ ঋষিকে ভুলাতে পারে ঘটাতে কুরঙ্গ ॥ তারার পশ্চাতে চলে নাম চন্দ্রাননী। সে নবীন যুবতী রাজার ভগ্নী ধনী ॥ গুণে গুণবতী প্রায় রূপে যেন শশী। হাসিতে তড়ীৎ যেন পরিতেছে খসি ॥ আসে পাশে চারি দিগে দাসী কুড়ি জন। আনন্দে আনন্দময়ী করে দরশন ॥ ছলো করে যায় তারা রূপের ঘটায়। দেখহ সন্ন্যাসী পরে কি রঙ্গ ঘটায় ॥ দেখি অপরূপ রূপ শিহরিল অঙ্গ। অন্তরে বাড়িল বড় দুঃখের তরঙ্গ ॥ সংসার অসার দ্বারে লাগায়ে কপাট। রমণী প্রেমের হাটে না করিনু হাট ॥ এইরূপে ভাবে আর পুনঃ পুনঃ চায়। চিনিতে আপন নারী না পারিল রায় ॥ হেথা সকলেতে করি কালী দরশন। ধীরে২ চলে সবে নিজ নিকেতন ॥ তখন চাহিয়া দেখে সন্ন্যাসীর পানে। প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় বসিয়াছে ধ্যানে ॥ শিরে ধরা জটাভার গায়ে ভস্ম রাশি। রাণীর পড়িল মনে জামাই সন্ন্যাসী ॥ কান্দিয়া কহেন দুটি চক্ষে বহে নীর। অভাগী তারার ভাগ্য ভাবিয়া অস্থির ॥ মনোমত পেয়েছিনু সুন্দর জামাই। কে জানে সন্ন্যাসী হবে ঘরে রবে নাই ॥ কপালে আগুন তার সন্ন্যাসে কি গুণ। এইমত কোন তীর্থে জ্বালিছে আগুন ॥ আগুন দেখিয়ে মোর জ্বলে মনাগুন। আগুন জ্বালায় তার লাগুক আগুন ॥ ছাই ছাই ছাই মাখে লাজে মরি যাই। তার ছাই মাথায় পড়ুক মোর ছাই ॥ আহা মরি! প্রাণ মোর করে ধড়ফড়। তারা মোর স্বর্ণলতা জামাই ভাঙ্গড় ॥ রসিক কহিছে রাণী গালি দেও নাই। যারে দেখে গালি দেও সেই যে জামাই ॥

সন্ন্যাসী দর্শন।

রাগিণী বারোঁয়া। তাল জৎ।

সই লো সন্ন্যাসীরে কেমন২ দেখি। আর নয়নে ঘন চায় না চায় দুটি খঞ্জন আঁখি।। কেমন কে পারে চিন্তে, কে জানে কি করে চিন্তে, বুঝি ভাব প্রেমের চিন্তে, না জানি কার দুঃখের দুঃখী।।

বিপরীত পত্রী ছন্দ।

অন্ত-যমক।

দেখিয়া যোগীর রূপ, খেদ করে কত ভূপ, সবে বলে দেখ দেব চায়ে। না দেখি সুন্দর আর এ যোগীর চায়ে।। আমরা কুলের নারী, পলক ফেলিতে নারি, এ কষ্ট কাহারে গিয়া কায়। আমা মরি চাই মাথা হেন স্বর্ণকায়।। চন্দ্র বলে হাসি পায়, প্রণাম যোগীর পায়, এ যে যোগী কেমন কেমন। অনুভাবে জানা যায় রয়েছে কেমন।। দেখিয়াছি কত যোগী, তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞান যোগী, আঁখি মুদে রাঙ্গাপদ চায়। এ যে ক্ষণে মুদে আঁখি ক্ষণে ফিরে চায়।। স্ফটিকের মালা করে, ক্ষণে ক্ষণে ধ্যান করে, কোন ধ্যানে আছে কেবা জানে। অই জানে বিধি জানে আর জানে জানে।। রাণী বলে হরি হরি, কোন কুল পরিহরি, সন্ন্যাসী হইল কোন ভাবে। তাই ভাবি উহার জননী কত ভাবে।। নারীরে পরাণে মারি, প্রাণ ধরিয়াছে মারি, আহা মরি কাহার বাছনি। যোগ্য বসিয়াছে যোগে, জ্ঞান হয় নিশিযোগে, প্রকাশ হয়েছে যেন রবি। আহা নিরীক্ষণ করি তিলেক কি রবি।। সন্ন্যাসীর নাহি দ্বেষ, ভ্রমিয়াছে নানা দেশ, আহা মরি বর্ণ বিবরণ। অনুমানি জানে জীবনের বিবরণ।। মুখে বল শুভঙ্করী, চল চল শুভ করি, অই সন্ন্যাসীর সন্নিধানে। সুধাইব সমাচার যদি কিছু জানে।। তাহে

মনে দিল সায়, পরামর্শ হৈল সায়, যায় যায় চারি দিগে চায়। অগ্রেতে রাজার ভগ্নী পরিচয় চায়॥ রসিক কহিছে রায়, বুঝে সুঝে দিও রায়, তোমার বিশেষ কিবা বলে। সুচতুর জানা যাবে স্ববুদ্ধির বলে॥

সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা।

রাগিণী বারুঁয়া। তাল ঠুংরি।

কে তুমি অভিমানে হয়েছ সন্ন্যাসী। আঁখি হৈল
অনিমিখ হেরে তব রূপ রাশি। এত যে মেখেছ
ছাই তবু রূপের সীমা নাই, আহা মরি মরে যাই,
দেখে আঁখি নীরে ভাসি॥

পয়ার। জিজ্ঞাসে তাহার পিসী সন্ন্যাসী গোসাঞি। কোথা হৈতে আগমন থাকেন কোন ঠাঞি॥ দেখিয়ে রূপ তোমার প্রেম মনে ভাসি। কোন কুল ত্যজে বল হয়েছ সন্ন্যাসী॥ কেন তুমি ছাই মাখ হেন সোণা গায়। আহা মরি মার বাছা ত্যজিয়াছ মায়॥ কোন রাগে আসিয়াছ বুঝিতে না পারি। এ নবীন বয়সেতে কেন জটাধারী॥ কি বলে মায়ের প্রাণে দিয়াছ প্রবোধ। অনুমানি খুন করিয়াছ জন্ম শোধ॥ ঘরে যদি থাকে নারী তার কিবা হাল। দিয়াছ অনল তার খুড়িয়া কপাল॥ সে ধনী কি প্রাণে আছে হয়ে তোমা হারা। আহা মরি তার মত দুঃখী মোর তারা॥ শুনিয়া তাহার কথা সন্তুষ্ট জীবন। করিয়া বিস্তর ছল কহেন তখন॥ কি বলিলে বল মায়ী শুনি সমাচার। কেবা তুমি কার নারী তারা কে তোমার॥ আসিয়াছ কত গুলি পরম রূপসী। ভূতলে উদয় যেন পূর্ণিমার শশী। এমন রজনী কালে বড় কল কন্যে। কোথা হৈতে আইলে

স্থল এখানে কি জন্যে ।। কহিলে তাহার কথা সে কেমন আর । কেবা সেই কার নারী কিবা দুঃখ তার ।। সে ধনী কহিছে তবে শুন জটাধারী । রাজকুলে থাকি মোরা রাজকুল নারী ।। প্রত্যহ যামিনীকালে কামিনী সকলে । ব্রহ্মময়ী দরশনে আসি এই স্থলে ।। ভূপতির ভগ্নী আমি শুন যোগীবর । কহিনু তোমার কথা তোমার গোচর ।। কহিতে তাহার দুঃখ আঁখি ভাসে জলে । তার মত দুঃখী আর নাহি ভূমণ্ডলে ।। ভূপতির নাহি পুত্র সবে সে নন্দিনী । তার রূপ হেরে স্থির নহে সৌদামিনী ।। হয়েছিল তার মত সুন্দর জামাই । কে জানে সন্ন্যাসী হবে সন্ন্যাসী গোসাঞি কপালে । শুনেছি তার সন্ন্যাসের কি গুণ । শুনি নাকি জপ করে জ্বালিয়া আগুন ।। ঐখানে ভাবিয়া তার ভার্য্যা হয় সারা । বিবর্ণ হয়েছে মোর স্বর্ণবর্ণী তারা । তেঁই বলি তুমি বুঝি হও সেই মত । তেজিয়া যুবতী নারী এ যোগেতে রত ।। কহিলাম গোসাঞি সকল সমাচার । কহ দেখি পরিচয় শুনি আপনার ।। শুনি মনে মনে হাসি স্বরে যোগীবর । সন্ন্যাসের সঙ্গে কথা কি দিব উত্তর ।। কহিতে সরম হয় আর পরে হাসি । না জানি নিশ্চয় আমি কেমন সন্ন্যাসী । যেমন নির্লজ্জ সব জানিল নিকটে । সমুচিত কল যোগ্য উপযুক্ত বটে ।। প্রকাশ করিয়া ইহা শিখাইব পরে । সংসারে এমন যেন আর নাহি করে ।। এতেক ভাবিয়া রায় কহেন তখন । মোর পরিচয় তবে করহ শ্রবণ ।। রসিক কহিছে রায় পিরেলের মতে । কথা মাত্র ঢেঁকিও অতি সাধধান হয়ে ।।

সন্ন্যাসীর ছল।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল জৎ।

থাকি যোগাচারে কাশীতে। জানে সে কাশী
বাসিতে। আইলাম সুখে পশিতে, তারা প্রেমা-
মৃত পশিতে, রসিকের মনে দুঃখ নাশিতে॥

পয়ার। সন্ন্যাসী বলেন তবে শুন পরিচয়। তারা প্রেমযোগে আমি করেছি আশ্রয়॥ তীর্থেতে তারার কথা করিয়ে শ্রবণ। আসিয়াছি করিতে এ তারা দরশন॥ অতি শুভক্ষণে তারা হেরিনু নয়নে। জীবন যুড়াল আজি তারা দরশনে॥ যোগী দুই অর্থে নিজ পরিচয় বলে। যে কালিকা সেই তারা বুঝিল সকলে॥ সন্ন্যাসী বলেন কহিলাম পরিচয়। রাজনন্দিনীর দুঃখ শুনে প্রাণদয়॥ আহা মরি যে তার পতির শুনি গুণ। সন্ন্যাসী হইয়া করে কামিনীরে খুন। যার ঘরে এমন যুবতী পূর্ণমাসী। সে কেন আপনা খায়ে হইল সন্ন্যাসী॥ এমন যুবতী যদি না হেরে নয়নে। সে নয়নে কি ফল বিফল দরশনে॥ বিচ্ছেদ বেদনা শুনে মর্ম্মে ব্যথা পাই। কেমন সে রাজকন্যা দেখিবারে চাই॥ আপাদ মস্তক তার করিয়ে দর্শন। অদৃষ্টের ফলাফল দেখিব কেমন। শুনে সন্ন্যাসীর কথা প্রফুল্ল অন্তরে। তারায়ে লইয়ে ধনী দেখায় সত্বরে॥ আহা মরি এই দেখ তারা স্বর্ণচাঁদ। হইয়াছে বিবর্ণা ভাবিয়া পরমাদ॥ সন্ন্যাসী তারার রূপ দেখে নিরখিয়ে। ধিক্ মোরে কি করেছি এ ধনে ত্যজিয়ে॥ ভুলেছিনু পায়ে আমি রঙ্গের মেলা। পদ্ম ফেলে হেলায় হেলায় করি খেলা॥ এত ভাবি ধূর্ত্তরাজ বলেন তখন। যত কিছু কর্ম্ম ফলে হয়েছে এমন॥ আমি এক ঔষধি বান্ধিয়া দিব গলে। অবশ্য পাইবে পতি ঔষধের ফলে॥ সেই ঔষধের গুণ কহিতে না

পারি। হায়! পতি পাইতে পারে যত সতী নারী॥ অন্ধ অন্ধ জন্ম-কালা তারা ভাল হয়। অতি শীঘ্রগতি হয় বন্ধ্যার তনয়॥ পতি বশীভূত হয় না রয় অন্তর। পরীক্ষা করিয়া আমি দেখেছি বিস্তর॥ শুনে ঔষধের কথা তাহে অনুরক্তি। টোট্‌কা ঔষধেতে বড় মেয়েদের ভক্তি॥ কহিছে তারার পিসী ঘুচাও প্রমাদ। পরায়ে তারার গলে কর আশীর্ব্বাদ॥ শুনিয়া তারারে চাহি কহেন সন্ন্যাসী। ঔষধি ধারণ কর বসিয়া রূপসী॥ রমণী বসিল কাছে শিহরিল অঙ্গ। অন্তরে বাড়িল বড় আনন্দ তরঙ্গ॥ সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে থাকে এক ঝুলি। লতা পাতা মূল তাহে থাকে কতকগুলি॥ সেই ঝুলি হৈতে যোগী করি অন্বেষণ। মিছে এক শিকড় লইল ততক্ষণ॥ তারারে বলেন কর ভক্তি আচরণ। শীঘ্রগতি খুলে ফেল বুকের বসন॥ তাহা নাহি খুলে বস্ত্র লাজে করি ভর। চন্দ্রাননী খুলে দিল আসিয়া সত্বর॥ কামে মত্ত হয়ে যোগী তারার গলায়। ঔষধি বান্ধিয়া দিল মতির মালায়॥ প্রণাম করিল তারা লোটায়ে ধরণী। আশীর্ব্বাদ করে যোগী ধূর্ত্ত চূড়ামণি॥ শীঘ্র আসি পুত্র হক্‌ করিনু কল্যাণ। রসিক কহিছে আমি হইনু অজ্ঞান॥

রাণীর ঔষধি ধারণ।

রাগিণী সুরট। তাল কাওয়ালি।

বাঁচে কি বিরহী ফুলবাণের বাণে। কোকিল
ঝঙ্কারে সদা স্থানে স্থানে॥ কাম ভরে টল টল,
আঁখি দুটি ছল ছল, কি উপায় বল বল, কানে॥
ত্রিপদী। তখন হাসিয়ে রাণী, বিনয়ে বিনয়ে বাণী,

কহিছেন সন্ন্যাসীর কাছে। শুন শুন জটাধারী, আমি এ রাজার নারী, মোর এক নিবেদন আছে ॥ প্রণমানি পুনঃ পুনঃ, আপনি যদ্যপি শুন, একটী মর্ম্মের কথা বলি। এই যে দাঁড়ায়ে যিনি, হন মোর ননদিনী, ইহার জ্বালায় সদা জ্বলি ॥ প্রবাসে নন্দাই থাকে, বৎসরে দুদিন তাঁকে, ঘরে মাত্র পায় দরশন। তাহে কি রমণী সুখী, সদা জ্বলে বিধুমুখী, অই দুঃখে দুঃখ সর্ব্বক্ষণ ॥ রাখ প্রভু এই যশ, যেন হয় ইহার বশ, দেহ কিছু ঔষধি এমন। আইসহ বঁধু বলে, আদরে পড়িবে ঢলে, হবে চাঁদ চকোর মিলন ॥ রাণী চুপে এত বলে, সে ধনী উঠিল জ্বলে, বলে আই ছিছি কি বালাই। সন্ন্যাসী গোসাঁঞি শুন, শুনে জ্বলে মনাগুন, এমন ঔষধে কায নাই। যৌবন হয়েছে গত, ভাব ভঙ্গি সব হত, বুড়ার কি যুড়ায় মনোরসে। সময়ে সকল মিষ্ট, অসময়ে বিষ দৃষ্ট, বুঝে বল রব কি পৌরষে ॥ বরাং এই নিবেদন, রাণী পুত্রবতী হন, এমন ঔষধি কিছু দেহ। হবে রাজবংশ রক্ষে, মঙ্গল সবার পক্ষে, পুলকে পূর্ণিত হবে দেহ ॥ উভয়ের রঙ্গ দেখে, বহির্বাস দিয়ে মুখে সন্ন্যাসী রাখিতে নারে হাসি ॥ পিসেষে বলেন যোগী, হয়ে তবে মনোযোগী, দুজনে ঔষধি পর আসি ॥ ঔষধের গুণ জানি, তনয় পাবেন রাণী, তব কান্ত নিবাসে আসিবে। বারমাস রবে বশে, অন্তর পুরিবে রসে, সুখে প্রেম তরঙ্গে ভাসিবে ॥ যৌবন হয়েছে গত, তাহে কেন খেদ এত, পুনঃ মায়ি আসিবে যৌবন। সেই হাব ভাব ভঙ্গি, যৌবনের অনুসঙ্গী, সব আসি দিবে দরশন ॥ রাণী বলে ও ননদী, না জানি সে ঔষধি, যৌবন আসিবে পুনঃ ফিরে। আমার বচন ধর, ত্বরায় ধারণ কর, নমস্কার করে সন্ন্যাসীরে ॥ বলি তবে অতঃপরে, আশ্রিত পত্রির পরে, তুমি কুঞ্জ অগ্রেতে ধারণ। শুনিয়ে রাণীর বাণী, সে কহিছে

নাচিছ হাসি, দেখা যাক ঔষধি কেমন ।। এতবলি অকপটে, সন্ন্যাসীর সন্নিকটে, হাসিয়া বসিল রসবতী। অন্তরে গোবিন্দ স্মরি, ঔষধি ধারণ করি, অমনি উঠিল শীঘ্রগতি। তখন মহিষী আসি, বসিলেন হাসি হাসি, করিলেন ঔষধি ধারণ রসিক হাসিয়া কয়, এমন কি আর হয়, জীবনের দিলাম জীবন ।।

চন্দ্রার ঔষধি ধারণ।

রাগিণী মোল্লার। তাল কাওয়ালি।

রাখিতে নারিলে প্রেমধন। প্যারীগো কিসের কারণ। মান সাগরে শ্যাম নাগরে দিলে বিসর্জ্জন। যার গৌরবেতে গৌরবিণী, হয়ে আছিল কমলিনী, সেই কৃষ্ণ তোর মানতরঙ্গে ভাসিছে, ছিগো গোকুলে সকলে হাসিছে, রাধে শুনগো মানিনী, চিন্তামণি ধনের ধনী, কেন সে নীলকান্ত মণির এত অযতন ।।

পয়ার। এইরূপে ঔষধি পরিয়া কুতূহলে। তখন তারার পিশী সন্ন্যাসীরে বলে ।। এই দেখ মহাপ্রভু আমার নন্দিনী। চন্দ্রাননী নাম ধরে রূপ চন্দ্র জিনি ।। সাক্ষাতে দেখিলে রূপ গুণ চমৎকার। জামাই বাসেনা ভাল কি হবে ইহার ।। সন্ন্যাসী ভাবেন ভাল মিলালেন কালী। এতক্ষণে পাইলাম মনোমত শালী ।। ঔষধি পরাতে এই উপযুক্ত বটে। প্রাণ পুলকিত হবে বসায়ে নিকটে ।। হাসিয়া চন্দ্রারে তবে কহিছেন যোগী। ঔষধি পরিতে ধনী হওলো উদ্‌যোগী ।। হস্যা সন্ন্যাসীর কাছে বসিল সুন্দরী। চুপে

রূপে কৌতুক করেন জটাধারী ।। এমন সুন্দরী তুমি তুল্য নাহি যার । কেন সে বাসে না ভাল মর্ম্ম বল তার ।। কিম্বা সাধি তুমি তারে না পার দেখিতে । নতুবা বিবাদ কৈল চন্দ্র চকোরেতে ।। উভয়ের দোষ ইথে আছে কাযে কাযেই একহাতে করতালি কভু নাহি বাজে ।। রাগে চন্দ্রা বলে শুন শুন যোগীরাজ । ঔষধি পরাহ মিছে কথায় কি কায ।। অমনি হাসিয়া যোগী সন্নিধী কয় । তোমাদের মেয়ে গুলা বড় ভাল নয় ।। কেবল জামাই মন্দ মিছে বল আর । যেমন দেবতা যিনি তেম্নি দেবী তার ।। ভাল হৈলে দ্বন্দ্ব কেন হবে রসভাবে । আমি জানি ভালরে সকল ভাল বাসে ।। বুঝি নাহি মিলিয়াছে উভয়ে সমান । আপনি রাখিলে থাকে আপনার মান ।। সে জামাই তীর্থবাসী সেই যেন মন্দ । এ জামাই আছে ঘরে কেন হয় দ্বন্দ্ব ।। এত শুনি চন্দ্রাননী রাগে করি ভর । চাহি না ঔষধ বলে উঠিল সত্বর । রাখিল ঔষধি প্রভু বলিতে তোমার । সন্ন্যাসিনী মিলে যদি গলে দিবে তার ।। বশীভূত হয়ে রবে নয়নে নয়নে । যুড়াইবে প্রাণ দিগম্বরী দরশনে ।। সন্ন্যাসী কহিছে তুমি যে বলিলে রাগে । পরায়ে দিয়াছি মোর যোগিনীরে আগে ।। এই অল্প কথা শুনে মত্ত রাগ রঙ্গে । সেই সে বিবাদ হয় ভাতারের সঙ্গে ।। এই রূপে সন্ন্যাসী হাসিয়া অভ্রুবলে । চন্দ্রাননী চন্দ্রামুখী হুনা ক্রোধে জ্বলে ।। চন্দ্রার জননী আসি কহিছে তখন । প্রভুর সঙ্গেতে কেন বিবাদ এমন ।। যে দেখি তেজস্বী যোগী সূর্য্যের আকার । শাপ দিলে এখনি হইবি ছার খার ।। তক্ষকের লেজে কেন কর কশাঘাত । দংশিলে বাড়িবে কত বিষের উৎপাত ।। পতঙ্গ হইয়া কেন পড় অগ্নিকুণ্ডে । আপনি হানহ বাজ আপনার মুণ্ডে ।। কি করিলে মেয়ে মাথা খায়ে একি দায় । ত্বরায় ধরহ গিয়া সন্ন্যাসীর পায় ।। সন্ন্যাসী বলেন

মাগি আমি রুষ্ট নয়। পরম সন্তুষ্ট আছি কেন কর ভয়॥ কন্যারে বলিতে বল ঔষধি পরাই। হইবে উহার বশ তোমার জামাই॥ চন্দ্রার জননী তবে চন্দ্রারে লইয়া। সন্ন্যাসীর সন্নিকটে দিল বসাইয়া॥ তাহার বুকের বস্ত্র চন্দ্রা খুলে দিল। সময় পাইয়া ধনী প্রফুল্ল হইল॥ চন্দ্রার বুকের বস্ত্র খুলে দিল আসি। দাড়িম্ব যুগল কুচ দেখিল সন্ন্যাসী॥ হাসিয়া দিলেন তারে পরায়ে ঔষধি। সন্ন্যাসীর নাহি আর সুখের অবধি॥ আর আর সবে পরে হইয়ে তৎপর। সে সব কহিতে গেলে বাড়িবে বিস্তর॥ রসিক কহিছে যোগী যে ফন্দি তোমার। রমণী কি ছার মন ভুলেছে আমার॥

অথ জীবনের বারতা জিজ্ঞাসা।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল তেতালা।

কি রূপে সে রূপ কব অপরূপ অতি। স্বরূপ কহিতে লজ্জা পায় রতি পতি। তার মুখ-চন্দ্র দেখে, চন্দ্র গেল চন্দ্রলোকে, নলিনীর সেই দুঃখে সলিলে বসতি॥

ত্রিপদী। সুধায় জিনিয়া বাণী, যোগীরে সুধায় বাণী, কহ কহ সন্ন্যাসী গোসাঞি। তুমি প্রভু তীর্থবাসী, গোকুল মথুরা কাশী, ভ্রমণ করেছ কত ঠাঁঞি॥ যদি তীর্থ পর্য্যটনে দৈবে জামাতার সনে, দেখা হয়ে থাকে প্রভু তব। দাসীর বচন ধর, বারেক স্মরণ কর, জনমের মত কেনা রব॥ বলি তার সুনির্ণয়, বয়েস অধিক নয়, তোমার বয়েসী নেই জন। স্বর্ণ জিনিয়া বর্ণ, গৃহিনী জিনিয়া কর্ণ, সুধাকর সদৃশবদন॥ মুখমধ্যে কিবা নাসা, খগের গৌরব নাশা, তিলফুল তিল তুল্য নহে। কিবা শোভা নাসিকায়, রূপ হেরি নাগিকায়, বুঝি কাল লুকাইয়ে রহে॥ ধিক্ কাম ধনুকেরে, ভুরু ভাঙ্গা ভুরু

হেরে, দশন দশনে কুন্দকলি। লাজেতে অমনি ফুটে, সে পদ্ম অধরে ছুটে, শরণ লইল গুরু বলি ॥ রাণী কহিলেন রূপ, শুনিয়ে রসের কূপ, সন্ন্যাসী চতুর চূড়ামণি। অমনি চাতুরী করে, রূপ শুনে মনোহরে, মায়ী তোর জামাই এমনি ॥ যেমন রূপসী মেয়ে, তেমনি জামাই পায়ে, কি কি যাতনা বিধাতায় ধিক্। একি অল্প দুঃখ হৈতে, প্রাণাধিক্ পুত্র হৈতে, জামাতারে মমতা অধিক ॥ তাহে তোর পুত্র নাই, সবে ধন সে জামাই, এই কি উচিত কর্ম্ম তার। যার জন্যে এত দুঃখ, সে যদি না চাহে মুখ, যে অসুখ করিতে অপার ॥ শুন মায়ী সমাচার, যে রূপ কহিলে তার, নাহি প্রায় এমন সন্ন্যাসী। আছে মাত্র একজন, তার সঙ্গে দরশন, যদি আমি কাশী হৈতে আসি ॥ শুনেছি তাহার ঠাঞি, সত্য মিথ্যা জানি নাই, হয়েছে পথেতে পরিচয়। ছিল সিন্ধুপুরে ধাম, জীবন তাহার নাম, রঘুবীর রাজার তনয় ॥ শুনে সন্ন্যাসীর মুখে, মহিষী মোহিল সুখে, কি কুশল বলিলে গোসাঞি। গেল ব্যথা আন্তরিক, জীবন জীবনাধিক, সেই বটে আমার জামাই ॥ বিনে সে জীবন ধন, দহিছে জীবন মন, জীবনের জীবন জীবন। আছে মোর বহুধন, বংশে নাহি পুত্রধন, সে ধনের সকল এ ধন ॥ শুনিব কুশল তার, শারীরিক সমাচার, ভাল ত সে আছে প্রাণে প্রাণে। সেই গিয়াছে বিয়ে করে, দেখিয়াছি বাস ঘরে, পুনঃ নাহি আইল এখানে ॥ সন্ন্যাসী অমনি কয়, সেই কি জামাই হয়, ছি ছি তার জনম বিফল। আছে ভাল শারীরিক, মায়ী তোর প্রাণাধিক, জামাতার সমস্ত মঙ্গল ॥ পরিত্যাগ করে কাশী, একাকী, মথুরাবাসি, ভাসিতেছে আনন্দ সলিলে। তাররঙ্গ শুন যদি, উথলিবে লজ্জা নদী, পলাইবে পরিচয় দিলে ॥ পূর্ব্বে বরং ছিল ক্লেশ, এখন সুখের শেষ, বিশেষ কহিতে

কিছু নারি। রসিক কহিছে ধন্য, রসিকের অগ্রগণ্য, ধূর্ত্তরাজ তুমি জটাধারী ॥

অথ সন্ন্যাসীর সহিত তারার কথা।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল জৎ।

প্রাণবঁধু শ্যাম কেমন আছে গিয়া মথুরায়। পরে
কি সে মোহন ধড়া মোহন বাঁশীটি বাজায় ॥
বাঁকা হয়ে কদম তলে, দাঁড়ায় কি রাধাবলে.
গোধন লয়ে বংশীবট বিপীনে যায় ॥

পয়ার। আক্ষেপোক্তি।

বাক্য জিনিয়া সুধায়। বাক্য জিনিয়া সুধায়। চন্দ্রাননী চন্দ্রামুখী হাসিয়া সুধায় ॥ শুনি গোসাঞি কি বল। শুনি গোসাঞি কি বল। শুনিতে কুশল তার বাসনা কিবল ॥ ভস্ম মাখে কি সে গায়। ভস্ম মাখে কি সে গায়। রামজী কেষণজী বলে সদা গীত গায় ॥ সে কি খায় সিদ্ধি ঘুঁটে। সে কি খায় সিদ্ধি ঘুঁটে। তীর্থ ঘুঁটে বেড়ায় কুড়ায় কাষ্ঠ ঘুঁটে ॥ সে কি বাঘ ছাল পরে। সে কি বাঘ ছাল পরে। কত বড় জটা তার মস্তক উপরে ॥ বল এই ভিক্ষে মাগি। বল এই ভিক্ষে মাগি। মিলেছে কি তারে সন্ন্যাসী এক মাগী ॥ শুনে যোগী করে ছল। শুনে যোগী করে ছল। সে কথা কহিতে আঁখি করে ছল ছল ॥ দেখ আমার যে বেশ। দেখ আমার যে বেশ। এই মত সমুদয় বেস তার বেশ ॥ জটা পড়ে তার পায়। জটা পড়ে তার পায়। তার কাছে ধনী তোর বেণী লজ্জা পায় ॥ দুঃখ অন্তরে তুলনা। দুঃখ অন্তরে তুলনা। সে নিঠুর সন্ন্যাসী তার না দেখি তুলনা ॥ ত্যজে এ যুবতী নারী ত্যজে এ যুবতী নারী। যে কর্ম্ম করিল তীর্থে সে কহিতে নারী ॥ কান্দ তোমরা সে বিনে। কান্দ তোমরা সে বিনে

পায়েছে এত দিনে যোগিনী নবীনে ।। মত্ত প্রেমের ঘটায় । মত্ত প্রেমের ঘটায় । কে ঘটাতে পারে যদি বিধি না ঘটায় ।। একা সন্ন্যাসিনী নয় । একা সন্ন্যাসিনী নয় । হয়েছে শালীর সঙ্গে নূতন প্রণয় ।। সেই শালীর হাব ভাবে । সেই শালীর হাব ভাবে । ঢল্যে যেন গল্যে পড়ে প্রেমের প্রভাবে ।। তীর্থে ইহা জানে কেনা । তীর্থে ইহা জানে কেনা যত জন আছে তীর্থে ইহা জানে কেনা ।। শুনে হাসিল সে ধনী । শুনে হাসিল সে ধনী । আজি কি শুনালে প্রভু সুমধুর ধ্বনি ।। মার গোসাঞি গোসাঞি । মার গোসাঞি গোসাঞি । কথা শুনে হাসি পায় সন্ন্যাস গোসাঞি ।। সত্য মিথ্যা কেবা জানে । সত্য মিথ্যা কেবা জানে । তুমি জান ধর্ম্ম জানে আর জানে জানে ।। তার শালীর কি রূপ । তার শালীর কি রূপ । কেমন যোগিনী ভাল বাসাই কি রূপ ।। যোগী বলে মরি মরি । যোগী বলে মরি মরি । সে যে ভাল বাসাবাসী কি কব সুন্দরী ।। যথা নূতন পীরিতি । সেইখানে ঢলাঢল প্রেমের এ রীতি ।। দেখ বেদাদি পুরাণ । দেখ বেদাদি পুরাণ । সেই খানে ভগ্ন স্নেহ যেখানে পুরাণ ।। বল কমল বাসিতে । বল কমল বাসিতে । দেখেছ কি ভৃঙ্গ ভাল কোথায় বাসিতে ।। হাস্য কহিছে রসিক । হাস্য কহিছে রসিক । যেখানে নূতন রস সেখানে রসিক ।।

তারার খেদ ।

রাগিণী মোল্লার । তাল আড়া ।

নাথের বিচ্ছেদ বিষে বুঝি মোর গেল প্রাণ । রহে না রহে না বিনে মিলন অমিয় পান ।। কিম্বা প্রেম জল সার, করিলে বাঁচি এবার, নতুবা অন্ধারে সার, জীবনে জীবন দান ।।

পয়ার। এই রূপে কথা কয়ে সন্ন্যাসীর সনে। বিদায় হইয়া সবে গেল নিকেতনে॥ তারার মহলে তারা আর চন্দ্রাননী। পালঙ্কে বসিল যেন চাঁদ দুইখানি॥ মিলে সব সহচরী চামর ঢুলায়। উপভোগ নানা দ্রব্য সম্মুখে যোগায়॥ কস্তূরী আতর চুয়া সুগন্ধি চন্দন। মাখাইতে যায় তারা করিল বারণ॥ চন্দ্রা বলে বারণ করিলে কি কারণ। ফিরাইয়া দিলে কেন আতর চন্দন॥ তারা বলে চন্দ্রা লো চন্দনে কাজ নাই। অতি শীঘ্র দেহ মোরে মাখাইয়া ছাই॥ এই লহ মুক্তাহার নাহি প্রয়োজন। আনিয়া রুদ্রাক্ষমালা পরাহ এখন॥ নীলাম্বরে কাজ নাই আন বাঘ ছাল। পরাইয়া কটিদেশে ঘুচাও জঞ্জাল॥ কায নাই মেঘবর্ণ কুন্তলে আমার। বেণী খুলে বানাইয়া দেহ জটাভার॥ বিভূতির গোলা দেহ দণ্ডকমণ্ডল। বসন ভূষণ লহ পরিয়া কি ফল॥ সন্ন্যাসিনী সাজাইয়া দেহ লো ত্বরিতে। নাথের নিকটে যাব প্রাণ যুড়াইতে॥ চন্দ্রা বলে সন্ন্যাসিনী হইতে যদি সাধ। ধৈর্য্য হও দিন কত ঘুচিবে প্রমাদ॥ আসিবে সন্ন্যাসী এই ঔষধের ফলে। সন্ন্যাসিনী তখন সাজিবে কুতূহলে॥ রসময় রসময়ী বসিবে দুজন। হর গৌরী দরশনে যুড়াবে নয়ন॥ তোমারে জ্বালায় সেই মদনের শর। করিবেন কাম ভস্ম আসিয়া সে হর॥ কোন মিছা তীর্থে গিয়া করিবে ভ্রমণ। ঘরে বসি কত তীর্থ দেখাবে তখন॥ তীর্থ দেখাবার বার্ত্তা তোমার সে হর। আনন্দে দেখাবে তীর্থ দেখাবে বিস্তর॥ সিদ্ধি ঘুটিবারে বড় তোমার বাসনা। যখন ঘুটিবে সিদ্ধি পুরিবে কামনা॥ এক্ষণে কি সুখ বল দণ্ড কমণ্ডলে। দণ্ড কমণ্ডলে সুখ পাবে সেই কালে॥ হর হর শব্দ সেই বলাবে যখন। আনন্দে বলিবে সুখে বাড়িবে তখন॥ কোথা পাব পরাইতে রুদ্রাক্ষের মালা। সে আসি পরায়ে দিবে ঘুচে যাবে জ্বালা॥

বাসনা করেছে চিত্তে বাজাইবে গাল। সে আসি বাজায়ে দিবে ঘুচিবে জঞ্জাল।। শুনিয়ে চন্দ্রার কথা হাসিল সুন্দরী কি রঙ্গ করিস মেনে বাক্যে জ্বলে মরি।। সকলি জানিস চন্দ্রা নহে অপ্রকাশ। তবু বলি আমার যে দুঃখ বার মাস।। রসিক কহিছে আর কেন কর খেদ। আসিয়াছে জটাধারী ঘুচাও বিচ্ছেদ।।

অথ বার মাসের দুঃখ বর্ণন।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়া।

সে বিনে যাতনা যত সে বিনে জানাব কারে। অন্তরের দুঃখ আমি রাখি অন্তরে অন্তরে।। সে মোর আঁখি অঞ্জন, আঁখি মোর নিরঞ্জন করে গেছে সে অঞ্জন, অঞ্জন দিয়ে অন্যরে।।

ত্রিপদী। বৈশাখে প্রখর রবি, শুনিলে অসুখে রবি, যে দুঃখ মো সে কহিবে কারে। একেত বিরহ তাপ, ভাস্করের যে উত্তাপ, বিরহিণী বাঁচি কি প্রকারে।। জ্যৈষ্ঠ মাসে ঘরে বসি, পাকা আম্র করে রসি, করি আমি সর্ব্বদা রোদন। নাগর নাহিক ঘরে, সে রসি খাওয়াই কারে, রাসনে রসিয়া উঠে মন।। আষাঢ়ে না স্বরে বাক, শুনি নীরদের ডাক, নিয়ত ভেকের মেকামেকি। সঘনে বরিষে বারি, বারি করে প্রাণ বারি, কান্ত বিনে বড় ঠেকা ঠেকি।। শ্রাবণেতে আছে ধরা, বর্ষায় ভাসায় ধরা, চাতকী মেঘের জল পিয়ে। বিনে কান্ত নবঘন, আমি কান্দি ঘন ঘন, দে জল দে জল দে বলিয়ে।। শরৎকাল ভাদ্র মাস, শশী করে সর্ব্ব নাশ, কান্তি হেরে কান্ত পড়ে মনে। চন্দ্রের রমণী তারা, চন্দ্র হেরে আছে তারা, বল বাঁচে এ তারা কেমন।। আশ্বিনেতে দুর্গোৎসব, নিবাসেতে আইল সব, যে যেখানে থাকে কর্ম্ম স্থানে। ধনে মনে প্রেম রসে,

অগ্রেতে রমণী তোষে, মোরে ফুলবাণ বাণে হানে ॥ কার্ত্তিকের হিমানী বড়, ভয়ে লোক জড় সড়, জ্বরে পাছে করে প্রাণে হানি। আমি মরি কাম জ্বরে, অন্য জ্বরে কিবা করে, নাহি মানে কিসের হিমানী ॥ অগ্রহায়ণ মাসে প্রায়, সকলেতে নূতন খায়, হাটে মাঠে নূতন যে কত। আমার হয়েছে সার, পুরাণ রোদন আর, সুনা চিতো জনমের মত ॥ পৌষ মাসে ঘোর শীতে, যেমন দুঃখিনী সীতে, নিশিতে তেমনি ভাবি আমি। করেন নীলকণ্ঠ কি, যেন লো শয্যা-কন্টকি, জানেন শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামি॥ মাঘেতে মাঘের প্রায়, নূতন বসন্ত খায়, সঘনে ঝঙ্কারে মধুকর। কুসুম প্রফুল্ল হয়, মলয় বাতাস রয়, ত্রাসে কম্পিত কলেবর॥ ফাল্গুনে কুঞ্জের দোলে, যারা থাকে পতি কোলে, করে ফাগু মাখামাখি গায়। রঙ্গে পরে পরিপাটী, বসন্তী রঙ্গের সাটী, দেখে মোর প্রাণ জ্বলে যায়॥ চৈত্রেতে বারুণী যবে, গঙ্গা স্নান করে সবে, নিত্য মহা বারুণী আমার। দুঃখ তিথি যোগ করে, শনিদশা শনিবারে, আঁখি নীরে স্নান অনিবার॥

অথ চন্দ্রার সহ তারার কথা।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালি।

আর রবনা আমি কূলে। এ কূলে নাই কূল কিনারা পড়েছি অকূলে॥ কূলে নাই পাই কূল, ভেবে প্রাণ হয় আকুল, পতি নহে অনুকূল, বিধি প্রতিকূলে॥

পয়ার। তারা বলে চন্দ্রা লো শুনিলে বিবরণ। এই হেতু বলি গৃহে নাহি প্রয়োজন॥ ত্বরায় সাজায়ে মোরে দেহ সন্ন্যাসিনী। এখনি যাইব আমি থাকিতে যামিনী॥ পতি দরশনে মনে করেছ বাসনা। ঘর ছেড়ে কোন স্থানে

যেওনা যেওনা ।। দিওনা দিওনা বাধা দিওনা দিওনা। সহেনা সহেনা আর সহেনা যাতনা ।। ঈষৎ হাসি কহিছে চতুরা চন্দ্রাননী। একান্ত সেকান্ত পাশে যাবে কি আপনি ঘরে রবে আমি কেন রব একাকিনী। দুই জনে সাজিব যুগল সন্ন্যাসিনী ।। তারা বলে সেবেশে কি মিটিবে আবেশ ঘরে আছে বেস পতি রসিকের শেষ ।। বঁধুর পিরীতি মধুপুরে কর বাস। কি ছার সে মধুপুরে দেখিবারে আশ ।। চন্দন রাখিয়া ছাই মাখিবারে মন। সে ছাই তোমার ছাই আমার চন্দন ।। বাঘছাল আমার পক্ষেতে নীলাম্বর। এ রুদ্রাক্ষ মুক্তাহার ভাবি নিরন্তর ।। জটা ভার মোর পক্ষে চিকুর কুন্তল। দিব্য স্বর্ণপাত্র জ্ঞান হয় কমুণ্ডল ।। তোমার কি বালাই হইতে সন্ন্যাসিনী। সুখেতে চাঁদের সুধা খাবে বিনোদিনী ।। হৃদয়েতে পতি চাঁদ হইবে প্রকাশ। এ তীর্থেতে নাহি ছাই চন্দন লেপন। ইহা ফেলে ছাই তীর্থে যাবে কি কারণ ।। এ তীর্থেতে গেলে পরে মুক্তার হার। কেমনে করিতে চাহ রুদ্রাক্ষ ব্যাভার ।। এ তীর্থেতে কবরী বান্ধিতে মনোনীত। ইহা ত্যজে জটা ভার সে নহে উচিত ।। এ তীর্থেতে নীলাম্বর বড় সুব্যাভার। ব্যাঘ্র ছালে শোভা কি লো হইবে তোমার ।। এই রূপে দুই জনে কত কথা হয়। রজনী হইল সাঙ্গ অরুণ উদয় ।। দুর্গা বলে অমনি উঠিল তারামণি। প্রাতঃক্রিয়া আদি সাঙ্গ করিল তখনি ।। দাসীরা করিয়া দিল পূজার উদ্যোগ। কুসুম চন্দন আর নানা উপভোগ ।। ভক্তি ভাবে বিনোদিনী বসিল পূজায়। উদ্দেশে কুসুম দিল কালিকার পায়। পূজা সমর্পিয়ে অতি কাতরে অমনি। ককাতরে কালিকার স্তব করে ধনী ।। রসিক কহিছে কালী দিনের এ ভয়। অন্ত দিনে পাছে দিনমণি সুখে লয় ।।

অথ কালিকার স্তব।

রাগিণী আলিয়া। তাল কাওয়ালি।

কালি ভরসা মা তোর পদাশ্রিত কেবল। নাহি বল উপায় বল, হয়েছে দুর্ব্বল অতি, কামিনীর বল সম্বল পতি, সে বল হলো দেশান্তরী হরে বল নিতান্ত সঁপেছি মন পতিতে, দয়াময়ী কেন নিদয়া এ পতিতে, হলো বহু কাল অতিত, পতি সে তীর্থের অতিথ, অতিথ কর শঙ্করী দুঃখানল ॥

পয়ার। ক স্বরূপা করাল বদনী কাত্যায়নী। কিঙ্করী কৃপা কর কমল নয়নী ॥ কাতরে মা তোরে ডাকি করুণা করিয়ে কর কালী দুঃখ দূর কটাক্ষে চাহিয়ে ॥ একান্ত ব্যাকুল চিত্ত কান্ত প্রতিকুলে। কুল কুণ্ডলিনী কূল দেহিমা অকূলে ॥ কাশীশ্বরী করপুটে করি নিবেদন। কিঞ্চিৎ করুণা কণা কর বিতরণ ॥ কালী নামে কত গুণ কহে সাধু কয়। কি কহিব বেদ কারকের কর্ম্ম নয় ॥ কবি কঙ্কণের বাক্য শুনেছি চণ্ডীতে। কমলেকামিনী হৈলে শ্রীমন্তে ছলিতে ॥ কালকেতু প্রতি কৃপা করিয়ে কাননে। কত ধন দিলে কেবা কবে একাননে ॥ কি করি কিঙ্করী করি কষ্টে কাল ক্ষয়। কান্তের বিচ্ছেদ দুঃখ একান্ত না সয় ॥ কৃপাদানে কৃপণতা কিসের কারণ। কৃপাময়ী নামে কি মা কলঙ্ক ভূষণ ॥ কৌশিকা গো কালকান্তা কৃতান্ত দলনী। কান্ত দেহি কান্ত দেহি কালী কপালিনী। কাতরান্তক রূপা কালী আমি মা কাতরা। কঙ্কাল বিকট কণ্ঠি কৃতকাঞ্চি করা ॥ কামাক্ষ্যা কৌমারি কলাবতী কুন্ধযোনি কুলঙ্গ কুরঙ্গী নেত্রা কামারি কামিনী॥ কামেশ্বরী কামরূপা কুটিল কুন্তলা। কটি কৃশা কৃত বর্ণ কিশোর কুশলা ॥ কমলা কর্ণিকে কোণে কান্ত মধ্যে স্থিতি। কালে কাল সঙ্গে কর বিপরীত কৃতি ॥

জীবনের ছল প্রকাশ।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান ঠেকা।

আজি বুঝা গেল চতুরের চাতরী। ভারি ভুরি জারী জুরী ঘুচে গেল লুকাচুরি ।। যেমত আছিল রঙ্গ, তেমনি হইল ভঙ্গ, ছলনা হইল সাঙ্গ, ঘুচিল তরঙ্গ ভারি ।।

পয়ার। এ রূপে রূপসী শ্যামা বিষয় বিস্তর। গাইল করিয়া ধনী খেদে বহুতর ।। কৈলাসে কালিকা দেবী পারিলা জানিতে। তারারে কহেন তারা আকাশ বাণীতে ।। কেন বাছা তারা তুমি এত কর খেদ। আসিয়াছে পতি তোর ঘুচাতে বিচ্ছেদ ।। আমি বিশ্বময়ী কালী তোরা দাস দাসী। শাপেতে জনম নৈলি ভূতলেতে আসি ।। দাস দাসী মিলাইতে অভিলাষ মনে। দিয়াছি যে তীর্থ হৈতে পাঠায়ে জীবনে।। শুন তার বিবরণ তারা গুণবতি। ব্রজে নিধুবনে ছিল তোর প্রিয়পতি ।। তোর দুঃখ দেখে আমি লয়ে ত্রিপুরারি। ছলিলাম জীবনেরে হয়ে শুক শারী ছলেতে করিয়া তারে বিস্তর ভৎ'সনা। পাঠায়ে দিয়াছি তোর পুরাতে বাসনা ।। কালিকার রজনীতে নানা রঙ্গ ছলে। সে তোদের ঔষধি বান্ধিয়া দিল গলে ।। শুনিয়া আকাশ বাণী চমকিল ধনী। করেতে আকাশ যেন পাইল অমনি ।। লোমাঞ্চ শরীর মুখে হাস্য মৃদু মন্দ। অস্ত গেল নিরানন্দ উদয় আনন্দ। আজি মোর শুভ দিন শুনি সুমঙ্গল। মঙ্গলার কৃপায় প্রকাশ হৈল ছল ।। তাই ভাবি একি চতুরের চাতুরালি। করিতে কিবাকী আর রাখিয়াছে কালী ছলেতে ঔষধি বান্ধ্যা দিয়াছে গলায়। কোথা পাব এ বিদ্যা প্রণাম তার পায়।। যেমন করিল কর্ম্ম নাহি লজ্জা ভয়। অবশ্য ইহার শোধ দিতে ভবে হয় ।। চতুরের কর্ম্ম এই জগতে প্রচার। যে যেমন তার সঙ্গে তেমতি ব্যভার ।। যে-

মন সন্ন্যাসী হয়ে ছলিল আমারে। সন্ন্যাসিনী হয়ে আমি ছলিব তাঁহারে॥ মধুকুঞ্জ নামেতে পিতার পুষ্পোদ্যান। লোক মুখে শুনিয়াছি অতি রম্য স্থান॥ নানা ফুলে সুশোভিত চৌদিগে প্রাচীর। ফটকের সম্মুখেতে শিবের মন্দির পঞ্চানন পূজা ছলে যাইব সেখানে। পঞ্চদিন রব মধুকুঞ্জ পুষ্পোদ্যানে॥ সখী সঙ্গে যোগ করি নাথেরে ছলিব। নাগরালি কিঞ্চিৎ নাগরে শিখাইব॥ এত ভাবি গিয়া তবে জননীর পাশে। বিনাইয়া বিনোদিনী কহে মৃদুভাষে॥ শুনগো জননী যাব মধুকুঞ্জবনে। পঞ্চ দিন সেবন করিব পঞ্চাননে॥ একান্ত হয়েছে মন কর অনুমতি। আশু গিয়া পূজি আশুতোষ পশুপতি॥ কন্যার কথায় রাণী হাসেন তখন। নিশিতে রাজারে কন সব বিবরণ॥ কন্যার হয়েছে মন মধুকুঞ্জে রবে। পঞ্চদিন পঞ্চানন চরণ সেবিবে॥ ক্ষতি কিবা কন্যা ইথে যদি রহে মনে। সে বনে পাঠাও কন্যা শিবের সেবনে॥ শুনিয়ে রাণীর কথা রাজা দিল সায়। প্রভাতে কন্যারে মধুকুঞ্জেতে পাঠায়॥ হীরে ধীরে পদ্ম চাঁপা দাসী চারি জন। তারার সঙ্গেতে তারা প্রবেশিল বন॥ শুনহ যে রূপে তারা যোগিনী সাজিল। জীবন তারার খেলা রসিক রচিল॥

তারামণির সন্ন্যাসিনী বেশ।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল জৎ।

নিকুঞ্জে কি সাজে রাই পরে কুঞ্জফুলের হার।
হরিতে হরির মন সুখে করিতে বিহার॥ সখী
মেলি নানা যুথে, গাঁথিফুল মিনিসুতে, ভুলাইতে
নন্দসুতে, গলে দিল শ্রীরাধার॥

ত্রিপদী। প্রবেশ করিয়ে বনে, লয়ে নিজ দাসীগণে, কহে সতী পতির সংবাদ। হাসি হাসি বিনোদিনী, সাজে

দিব্য সন্ন্যাসিনী, রঙ্গে পাতে প'তি ছল ফাঁদ। বিনোদ কবরী খুলে, জটাভার করে চুলে, বিনাইয়া বিবিধ প্রকারে নীলাম্বর ত্যজ্য করি, বাঘছাল অঙ্গে পরি, ত্যজিলেন স্বর্ণ অলঙ্কারে। রুদ্রাক্ষের মালা গলে, পরিলেন কুতুহলে, রসবতী আনন্দে মাতিয়ে। ছাই মাখে সোণা গায়, পরম যোগিনী প্রায়, বসিলেন সূর্য্যেরে জিনিয়ে ॥ লয়ে দণ্ড কমণ্ডলে, যোগাসনে যোগ ছলে, রহিলেন পতি ছলিবারে। সম্মুখে জ্বালিয়ে ধূনী, করে ধনী শিব ধ্বনি, ধ্যান ধনী যাখান তাহারে ॥ আছিল সঙ্গিণী যারা, তারার আজ্ঞায় তারা, চারিজনে সাজে সন্ন্যাসিনী। করে বিভুতির গোলা, মুখে বলে বোম ভোলা, যেন তত্ত্বজ্ঞানে উন্মাদিনী ॥ চাঁদ যেন ঘেরে তারা, তারার চৌদিগে তারা, হাসি হাসি বসিল তখন। ভানু অস্তাচলে চলে, কমলিনী জলে জ্বলে, শশী আসি দিলেন কিরণ ॥ বসন্তে কুসুম ফুটে, চারিদিগে গন্ধ ছুটে, সৌরভে ব্যকুল হেল সবে। কোকিল ললিত গায়, ডাকিতেছে পাপিয়ায়, পিউ পিউ সুমধুর রবে ॥ ব্যাকুলা কামিনী কুল, করিল কামিনী ফুল, অধিকান্ত কবুল তাহাতে। ভ্রমর গুঞ্জরে ঘন দহিল তারার মন, মন্দ মন্দ মলয়ার বাতে ॥ হাসিয়ে দাসীরে বলে, কালী দরশন ছলে, শীঘ্র যাও কালীর ভবনে সন্ন্যাসী আছয়ে যথা, উপনীত হয়ে তথা, ছলে কথা কবে তার সনে ॥ পরিচয় দিবে তারে, যোগাসন হরিদ্বারে, আইলাম তীর্থ পরিভ্রমে। যে জন্যে এখানে আসা, শুনহ মনের আশা; যাব গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ॥ আছি মধুকুঞ্জবনে নিরাহারি যোগাসনে, আছেন যোগিনী ঠাকুরাণী ॥ আমরা তাহার দাসী, তাঁর প্রেম অভিলাষি, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি মানি ॥ এইকথা শুনে তবে, আসিতে বাসনা হবে, তাঁরে না আনিবে এই স্থলে। বুঝাইয়া কবে হেন, কটকে

দাঁড়ায়ে যেন, দেখা হবে শিব পূজা ছলে ।। জিজ্ঞাসিলে
যেন কন, শুন্য বলে পরিচয়, যেন মায়ি মা বলে আমারে ।
সদা রবে সাবধানে, করিবে আমার ধ্যানে, যোগ শিক্ষা
বিবিধ প্রকারে ।। শুনিলে তারার কথা, সুধীরা চলিল তথা
উপনীত যথায় সন্ন্যাসী । বালক হাসিয়ে কয়, এ মেয়ে ত
মেয়ে নয়, একি বুদ্ধি সাবাসি সাবাসি ।।

সহচরীগণের ছল ।

রাগিণী ভৈরবী । তাল ঠেকা ।

কি আশয়ে হেথা আশা বল সে মনের
আশা । প্রেম আকার আশ্রিত আমি ক-
রো না হে নৈরাশা ।। বুঝি কি পারেচ
আশা, তাই দৈবযোগে আসা, পুরাবে মম
আশা, ভ্রমে যদি হল আশা ।।

পয়ার । বরম কেদার বলে গাল বাজাইয়া । ধারে দাঁড়ি উপনীত আনন্দে মাতিয়া ।। ছিলেন জীবন বৃক্ষে বসে যোগাসনে । ভাবেন দেখিয়ে নব সন্ন্যাসিনীগণে ।। কোন তীর্থ হৈতে চারি অতিথি রমণী । কি কারণে আইলা হেথা কিছুই না জানি ।। প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় হইল উদয় । তেজস্বিনী যোগিনী দেখিয়া লাগে ভয় ।। কি হেতু হেথায় আসা কোথায় আসন । জিজ্ঞাসিয়া জানা যাক কোথায় গমন ।। এইরূপে জটাধারী ভাবিয়া বিস্তর । সন্ন্যাসিনী সবে করয়ে সমাদর ।। জটাধারী মৃগচর্ম্ম আসনে সকলে জিজ্ঞাসেন পরিচয় অতি কুতূহলে ।। দেহ সত্য পরিচয় বি-নয়ে সুধাই । কোথা হৈতে আইলেন আসন কোন ঠাঁই ।। যোগিনী সকলে ছিলে কোন তীর্থে চল । এখানে কি হেতু আসা মন [illegible] ।। [illegible] হয় তোমাদের দেখে যোগাচার । নারায়ণী [illegible] নারায়ণ নারায়ণ

যোগিনীরা পরে। ঠাকুর জামাই ফিছি নমস্কার করে॥
তখন সকলে মিলে সন্ন্যাসীরে কয়; নমঃ নমঃ নারায়ণ
প্রভু দয়াময়॥ জিজ্ঞাসিলে পরিচয় শুন সমাচার। নারা-
য়ণী দাসী মোরা থাকি হরিদ্বারে॥ সাগর সঙ্গমে যাব এই
হেতু আশা। নরকেতে মধুকুঞ্জে পুষ্পোদ্যানে বাসা॥
নারায়ণী ঠাকুরাণী আছেন তথায়। পরম যোগিনী
তিনি বিখ্যাত ধরায়॥ সেবি তাঁর পাদপদ্ম মোক্ষপদ
আশে। [illegible] সঙ্গে দাসী মোরা যাই তীর্থবাসে॥ কি
কহিব [illegible] কত জটাধারী। এক বার বন্দি তাঁর পদ
নাহি ছাড়ি॥ [illegible] আমাদের জ্ঞান চক্ষু দান। কে
আছে যোগিনী আর তাহার সমান॥ শুনে যোগী বলে
একি কহিলে বচন। পরিচয়ে জানিলাম মহৎ যেমন॥ এই
হেতু [illegible] মহৎ আশ্রয়। সৎসঙ্গে বাস্পীবান কথা
মিথ্যা নয়॥ দাসী হয়ে তোমরা এমন সৎজ্ঞানী। না
জানি কেমন নারায়ণী ঠাকুরাণী॥ যোগিনীরা বলে [illegible]
[illegible] গুণ। আপনি এখানে কেন আসিয়া আছেন॥
কোন তীর্থে আশ্রম থাকেন কোথাকারে। [illegible] বল আর
জিজ্ঞাসি তোমারে॥ সন্ন্যাসী বলেন [illegible]-
[illegible]। আসিয়াছি যাব আমি ত্রিপুরযোগেন্দ্রে [illegible]
[illegible] যোগেশ্বর কাকুড়ার গোসাঞি। যোগ শিক্ষা কিঞ্চিৎ
করেছি তাঁর ঠাঁই॥ নারায়ণী যোগিনীর শুনিয়ে সংবাদ।
অন্তরে আমার বড় বাড়িল আহ্লাদ॥ কেমন যোগিনী
তিনি দেখিব নয়নে। সঙ্গে যদি লয়ে যাও যাই দরশনে॥
সন্ন্যাসিনী-সকলে কহিছে হাসি২। কেমনে যাইবে তুমি
সামান্য সন্ন্যাসী॥ তোমারে দেখিয়ে যদি কোন দুষ্ট
চায়। তখন কি হবে বল তার সমাধান॥ তবে এক উপায়
আছয়ে জটাধারী। যখন হইবে দুই প্রহর সর্বরী॥ দাঁড়া-
ইয়ে রবে তার কটকের দ্বারে। আসিবেন নারায়ণী পূজিতে

শঙ্করে ॥ যোড়হস্তে অমনি সম্মুখে দাঁড়াইবে। জিজ্ঞাসিবে ভৃত্য বলে পরিচয় দিবে ॥ মায়ী না বলিবে তাঁরে হও সাবধান। একথায় ক্রোধ হয় অনল সমান ॥ সন্ন্যাসীরে এক বলে সন্ন্যাসিনী গণে। আনন্দে চলিয়ে গেল মধুকুঞ্জ বনে সন্ন্যাসীর কথা তারা তাহারে জানাল। পশ্চাতে সন্ন্যাসী আসি ফটকে দাঁড়াল ॥ নগরীর নিবাসী ইষ্টদেব পরাৎপর অভয়া চরণ এক সিদ্ধান্ত সন্দর ॥ তাঁর পাদপদ্ম করি হৃদয়ে ধারণ। করিল রসিকচন্দ্র গ্রন্থ বিরচন ॥

সন্ন্যাসিনীর শিবপূজা ছল।

রাগিণী মূলতান। তাল জৎ।

হবে কি রঙ্গ তারামণি। ভালাত' রঙ্গিণী, প্রেম
তরঙ্গিণী, শশীমুখী হাসিয়, গায়ে মাখে ভস্ম-
রাশি, গুণসাগর নাগরে ছলিতে। নাগর যেমন
রসিক মণি, ততোধিক সে রমণী, মুনির মনো-
হরা বিনোদিনী ॥

পয়ার। সখীমুখে সন্ন্যাসীর সংবাদ শুনিয়ে। সুন্দরীর সুখ-সিন্ধু পড়ে উথলিয়ে। দেখিয়ে গভীরা নিশী মনস্থির নাই। ভাবে ধনী কি আশ্চর্য্য নাথেরে দেখাই ॥ এক-জাতি পাথরের পুষ্প সঙ্গে ছিল। ভস্মের সহিত রঙ্গে অঙ্গেতে মাখিল ॥ অনলের শিখা যেন লাগল জ্বলিতে। শিবপূজা ছলে যায় নাথেরে ছলিতে ॥ আগেতে গিয়া সখী ফটক খুলিল। ধীরে শশীমুখী বাহির হইল।। নিরীক্ষণ করি যোগী থাকিয়া অন্তর। তেজস্বিনী যোগিনী দেখিয়া লাগে ডর ॥ কেমনে নিকটে যাব ভাবেন অন্তরে। কি জানি যদ্যপি ভস্ম করে ক্রোধ ভরে ॥ অনলের শিখা যেন জ্বলে কলেবরে। না দেখি সামান্যা হবে মান্যা চরাচরে ॥ ভয়ে আশা ভঙ্গ দিয়ে যাওয়া বিধি নয়। যোগে রণে আলাপনে না করিবে

তর ।। আশা রূপ তরুর ভরসা হয় মূল। আশাতে ভরসা হইলে কার্য্যের প্রতুল ।। প্রহ্লাদের কৃষ্ণ পাদপদ্মে আশা ছিল। ভরসা করিয়া ভবে বিপদে তরিল ।। অতএব ভরসা করিয়া যাই অগ্রে। বিধির লিখন ভাগ্যে যে থাকে সে হবে ।। এইরূপে সাত পাঁচ ভাবি অভিপ্রায়। যোড় হস্তে গল বস্ত্রে সম্মুখে দাঁড়ায় ।। তা দেখিয়া অন্তরে উল্লাস তারামণি। রঙ্গ করি জিজ্ঞাসেন কে বটে আপনি ।। সন্ন্যাসী বলেন নারায়ণী নমস্কার। আমি কাশীবাসী ভক্ত নিকটে তোমার ।। শুনিয়ে ঈষৎ হাসি লয়ে সঙ্গিনীরে। রঙ্গিণী চলিয়া গেল শিবের মন্দিরে ।। বিল্বদলে শিব পুজা তৎপরে করিয়ে। আস্তে ব্যস্তে যায় ধনী সঙ্গিনী লইয়ে ।। সন্ন্যাসী আসিয়া পুনঃ সম্মুখে দাঁড়ায়। কে তুমি বলিয়া তারা জিজ্ঞাসেন তায় ।। সন্ন্যাসী বলেন আমি ভক্ত যোগেশ্বরী শুনিয়া ঈষৎ হাসি চলিল সুন্দরী ।। সন্ন্যাসী না ছাড়ে সঙ্গ পিছে২ যায়। কটকের দ্বারে গিয়ে সম্মুখে দাঁড়ায় ।। কে তুমি বলিয়া পুনঃ যোগিনী জিজ্ঞাসে। মুখে বহির্বাস দিয়ে সঙ্গিনীরা হাসে ।। সন্ন্যাসী বলেন মোর কাশীতে আশ্রয়। দর্শনে যাইব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ।। এ দেশে আসিয়া শুনে মহিমা তোমার। আসিয়াছি কিঞ্চিৎ শিখিতে যোগাচার ।। শুনিয়া চতুরা তারা কহেন দাসীরে। আইস তবে সঙ্গে করে লয়ে সন্ন্যাসীরে ।। আজ্ঞা দিয়া ত্বরায় চলিল তারামণি। রসিক কহিছে ভাল রসিকা রমণী ।।

—০◎০—

সখী সঙ্গে যোগিনীর কথা।

রাগিণী ভৈরবী। তাল ছেবকা।

ভাল যোগ করে আজ যোগাসনে বসেছ সুন্দরী।
যেমন নাগর ধূর্ত্ত তেমনি নাগরী ।। কি রঙ্গ করে
রঙ্গিণী, কামিনী প্রেম তরঙ্গিণী, সুগভীর প্রেম

সাগরে নাগরে ভুলায় ! রসিকা রমণী ধনী কি রঙ্গ ঘটায় ।। সাবাসি সাবাসি হাসি পায় দেখে চাতুরী ।।

পয়ার। প্রবেশিয়া রসবতী মধুকুঞ্জ বনে। সম্মুখে জ্বালিয়ে অগ্নি বৈসে যোগাসনে ।। যোগিনীর চারিদিগে বৈসে চারি দাসী। নিকটে আসন পাতি বসিল সন্ন্যাসী ।। যোগিনী করিয়ে ছল মুদিয়ে নয়ন। যেন কত ধ্যানে মগ্ন রহিল তখন ।। প্রফুল্ল ফুলের গন্ধে সকলে অস্থির। মলয় সমীর যেন হানিতেছে তীর। কুহরে কোকিল আর গুঞ্জরে ভ্রমর। শিহরিল বাগিনী যোগীর কলেবর ।। গুরু গোবিন্দ স্মরে ত মদন হানে বাণ। কামে মত্ত কামিনী সন্ন্যাসী পানে চান ।। হাসিয়া কহিছে হীরামণি সহচরী। যোগের ঈশ্বরী কিছু নিবেদন করি ।। আশয়ে তোমার কাছে আসিয়াছে যোগী। যোগীর বিষয়ে কিছু হও মনোযোগী ।। উনি যোগী হয়েছে বড় শিখিবারে যোগ। শিখাও যাহাতে হয় জ্ঞানের সংযোগ ।। শুনিয়া দাসীর কথা হাসিল কামিনী। করে যদি পাই আমি আকাশের শশী ।। অনুকম্পা করে যদি বলেন শঙ্করী। তথাপি মূর্খের সঙ্গে আলাপ না করি ।। কারে যোগ শিখাইতে বলিলে সঙ্গিনী। শিখালে কি শিখে চোর ধর্ম্মের কাহিনী ।। এ সব কথায় সখী মোর অঙ্গ জ্বলে। পড়াইল ধুধু কোথা রাধাকৃষ্ণ বলে ।। শুনিয়ে লোকের মুখে নারী অবিশ্বাসী। বিবেচনা না করিয়ে যে হয় সন্ন্যাসী পাখির কথায় পুনঃ ত্যজে যোগ ধর্ম্ম। তারে যোগ শিখাইতে নহে মোর কর্ম্ম ।। হীরামণি সহচরী জিজ্ঞাসে তখন। বিশেষ আমারে বল সে আর কেমন ।। যোগিনী বলেন আমি জানিয়াছি ধ্যানে। সবিশেষ বলি সখী শুন সাবধানে ।। অপূর্ব্ব সহর পূর্ব্ব দেশে সিন্দুপুর। কর্ম্মশীল মহারাজা তাহার ঠাকুর ।। সুবোধ তনয় তাঁর এই জটাধারী।

বিবাহ করিল চন্দ্রসেনের কুমারী ॥ নাম … তারামণি ধরা ধন্য ধীরা। কি দোষে … পারে সুধাও … হীরা ॥ লোক মুখে শুনিয়াছে … নারী। কেন না পরীক্ষা সখী করিয়াছে তারি ॥ … বলি সঙ্কেতে তোমাকে। যেমন কথার কথা … এ কথা শুনিলে পরে হাসিবেক ধরা। উচিত কর্মের অগ্রে বিবেচনা করা ॥ কহিতে উত্তর … পায় মোর হাসি। নিশ্চয়ে … সন্ন্যাসী। বনপক্ষী শুকশারী … উহারে। না বুঝিয়া চলে যেই ব্যাঙ্গে লাগী মারে। সেজন্য কহিবে যোগী পাখির কথায়। তেয়াগিয়া যোগ ধর্ম আসে … ছে হেথায় ॥ অন্তরেতে নিরন্তর প্রেম সুখ আশা। রমণী পরীক্ষা হেতু কালীবাড়ি বাসা ॥ আর যে করিল কর্ম … … যোগে যোগী জানে যোগী … সুন্দর ॥ ঔষধ বান্ধিয়া দিল শাশুড়ীর গলে। কহিয়াছে গভ … ঔষধের ফলে ॥ বিশেষ পাইবে পতি শুনে গায় … আর কত গুণ কব উহারে সাবাসি ॥ অনুযোগ … যোগীর হবে জ্ঞান। অন্তরে রাখালে ধন্য যোগিনীর … না বুঝি সামান্য হবে মান্য এ সংসারে। অন্তর্যামিনীর … কে বুঝিতে পারে ॥ সিদ্ধি যোগে যোগারম্ভে … সিদ্ধি। সিদ্ধেশ্বরী মনোবাঞ্ছা করেছেন সিদ্ধি। রাসনা কহিছে যোগে এ যোগ কেমন। জানিবে হে প্রেমযোগে … যখন ॥

দাসীর কৃত অনুযোগ।

রাগিণী ইমন। তাল ঠেকা।

বলহে নিদয় কেন সদতে থাক অন্তরে।
ঝোরে তোমার তরে তারে ভাবনা অন্তরে।
তুমি নব জলধর, চাতকিনী সে তোমার, কেন
বিন্দু বরিষণ, বারেক না কর তারে।

ত্রিপদী। শারীর যন্ত্রণা ভাবি, নারিলেন জটাধারী, বিবেচনা করিতে তখন। [illegible] আশ্চর্য্য [illegible], অন্তরে কাতর [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ [illegible] [illegible]য়া [illegible], [illegible] [illegible] বলে, এহি শুনি [illegible] গোসাঁই। সারী [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] আমার কাছে ছিল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তোমার রমণী [illegible] এমন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছাড়িলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সারী শুক, এ কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যায়, মনে [illegible] কল্পযোগ, [illegible] সন্ন্যাসী [illegible] [illegible]। [illegible] পায়ে [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] আজি কি হইল মোর ॥ [illegible] [illegible] [illegible], সন্ন্যাসী [illegible] রয়, দেখে ভাবান্বিত কুতূহল। [illegible] [illegible] [illegible] বড় হৈনু সুখী, [illegible] [illegible] হইল সফল ॥ যেমন যন্ত্রণা যায়, তেমতি যন্ত্রণা [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ফল। আছে কৃষ্ণ দর্পহারী, ঘুচিল নারীর [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] বুদ্ধি বল ॥ যোগিনী এরূপ ভাবে, [illegible] [illegible] [illegible] ভাবে, লইলাম চরণে শরণ। শ্রীপদের [illegible] [illegible] আমার কি ভাগ্যোদয়, পাইলাম চরণ দর্শন ॥ ছিল [illegible] [illegible] [illegible], রস বৃন্দাবনে বনে, সারী শুক [illegible] [illegible]। সে কথা না জানে [illegible], আপনি জানিলে [illegible], যোগেশ্বরী প্রণাম তোমারে ॥ [illegible] কি সুন্দ [illegible], মোহিত হইল দাস, মহীতলে মোহিনী আপনি; আসিয়াছি [illegible] আশে, যদি কৃপা কর দাসে, ধন্যবাদ করিবে [illegible] ॥ [illegible] পদে [illegible], কভু না ছাড়িব [illegible], [illegible] সেবা [illegible] গোঁয়াবে। কুড়াইয়া কাঠ খুঁটে, বেড়াইব তীর্থ খুঁটে, সিদ্ধি খুঁটে আশা সিদ্ধি হবে ॥ সংসার মায়ার কূপে, না মজিব কোন রূপে, সদা রব তোমার নিকটে। [illegible] তুমি গুরু, জ্ঞানদানে কল্পতরু, সতীভাবে [illegible]

দাসে বটে।। হাসিয়া কহিছে ধনী, ভালো সখী হীরামণি, একি কথা কহিল সন্ন্যাসী। যার নাহি জ্ঞানযোগ, কেমনে শিখাব যোগ, কি উপায় হবে পায় হাসি।। তোমরা উদ্যোগি হও, যোগীরে বুঝায়ে কও, মিছে কেন বসিয়া এখানে। তবে মোর হয় মত, যদি লিখে দাস খত, দেয় যোগী আমা সন্নিধানে।। সন্ন্যাসী অমনি কয়, এই কি আশ্চর্য্য হয়, অবশ্য লিখিব আমি তায়। শুনে সব সখী মেলি, যোগায় কলম কালি, সুন্দরীর সঙ্গে ছিল যাহা।। বসি মধু কুঞ্জবনে, সন্ন্যাসী আনন্দ মনে, লিখিয়া দিতেছে দাস খত। রসিক হাসিয়ে কয়, যুক্তি বড় মন্দ নয়, এই খতে হবে নাকে খত।।

মহীপূর্ণ মহিমা তরঙ্গিণী।
শ্রীযুক্তা যোগেশ্বরী নারায়ণী।

বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীজীবনমুক্ত সন্ন্যাসী।

কস্য দাসখত পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আপনকার সকাশে বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়া আত্ম তত্ত্বে জন্ম ক্রমে মত্ত হইয়া সত্য সত্য সত্য আপন সরলে পদ সরোজে এ জীবনের ক্ষুদ্র জীবন ধারণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া দাসখত লিখিয়া দিতেছি যে, আপনকার অনুগ্রহ সুপ্রকাশ জানিয়া যোগশিক্ষার্থে অদ্যাবধি দাসত্ব স্বীকার করিয়া শ্রীপাদপদ্ম সেবনে নিযুক্ত হইলাম দাসানুদাসের প্রতি যখন হুকুম প্রদান করিবেন তাহার আজ্ঞাম তৎক্ষণাৎ দিব [illegible] অন্যমত করিয়া দণ্ডী হইলে শত শত বার নাকে খত দিব এই করারে আপন খুসিতে দাসখত লিখিয়া দিলাম ইতি।

ইসাদী।

শ্রীমতী হীরামণি দাসী — সাং পঞ্চহাটী
শ্রীমতী পদ্মমুখী দাসী — সাং পঞ্চহাটী

শ্রীরসিকচন্দ্র রায়।
সাং নড়া।

জীবনের সন্ন্যাসী বেশ ত্যাগ।

রাগিণী আলিয়া। তাল কাওয়ালী।

মনো মজনা শ্রীগুরু পদোপ্রান্তে। জানি গুরু ব্রহ্ম সারাৎসার, নাহি জীবের গতি তাঁর বিনে হৃদি পদ্মে গুরু চরণ চিন্তে॥ মিছে কর অহঙ্কার, দারা পুত্র কেবা কার, মায়া অন্ধকারে ভবে ভুলে আছ ভ্রান্তে॥ আছ অনিত্য দেহ ধারণে ভবে, মরণ হবে না রবে, সত্যাসত্য রে নাম রেখে ভবে, যাবি মনঃ বসি ভবে, কি রঙ্গে হয়েছ তুমি মত্তরে। ত্যজে অহঙ্কার কর অহং তত্ত্বরে, নিত্য রসে মজো মন, রসিক নাম কর ধারণ, অনিত্য রসিক নাম যাবে জীবনান্তে॥

পয়ার। দাসখত দেখিয়া যোগিনী সুখে ভাসে। মুখে নাহি বাক্য দিয়া সঙ্গিনীরা হাসে॥ সন্ন্যাসিনী বলে যোগী শুন সমাচার। গুরুবলে এত ভক্তি যদ্যপি তোমার॥ শুনেছ শাস্ত্রের কথা সর্ব্ব লোকে কয়। গুরুর নিকটে মাথা মুড়াইতে হয়॥ মুড়াইয়া জটাভার কর যোগ শিক্ষে শৈব হবে শিব মন্ত্রে করাইলে দীক্ষে॥ যে আজ্ঞা বলিয়া যোগী যোড় হস্তে কয়। ইচ্ছাময়ি আপনার ইচ্ছা যেবা হয়॥ আমারে জিজ্ঞাসা করা এ আর কেমন। শিষ্য কোথা গুরুবাক্য করেছে হেলন॥ আপনি সে শাস্ত্র বেদ আপনি পুরাণ। কৃপা করে যদি মোর বাসনা পুরাণ॥

হাসিয়া সুন্দরী করে দাসীরে ইঙ্গিত। দাসী বীর জটাভার
খুলাও ত্বরিত॥ সখী যেমি কণ্ঠে হার দিল খুলিয়া।
গায়হায় গায়হায় হাসিয়া হাসিয়া॥ সুন্দরীর পুরুষের
সাজ ছিল সঙ্গে। সেই সাজ সাজে সাজাইল রঙ্গে॥
পদ্মহস্তে পদ্মমুখী দিল পদ্ম আনি। হীরামণি হার গলে
দিল হীরামণি॥ গাথিয়া সোণার হার চাঁপা পরাইল।
রূপ দেখে ধীরা সখী অচৈতন্য হইল॥ তারার নয়ন তারা
তারা হয় স্থির। কন্দর্পে কেন্দ্র সম শিহরে শরীর॥ হাসিয়া
সুন্দরী বলে শুন যুবরাজ। যার সাজ তারে সাজে অন্যে
পায় লাজ॥ বিচার করিয়া সৃষ্টি করেছেন ধাতা। রাজা
তার রাজত্ব ভিকারির ঝুলি কাঁথা॥ করেছিলে স্বর্ণ অঙ্গ
ভস্মে আচ্ছাদন। যেমন চাঁদের গায় কলঙ্ক গোপন॥
এইবেশে একবার শ্বশুর আলয়। রমণী তুষিতে যাও হইয়ে
সদয়॥ দিন দুই চারি পরে আসিবে এখানে। করাইব
যোগশিক্ষা অতি সাবধানে॥ তোমার রমণী তারামণি
গুণবতী। আমি জানি সে রমণী পতিব্রতা সতী॥ দিয়না
দিয়না দুঃখ দিলে হইয়ে নিদয়। মনোদুঃখ দিলে মনো
দুঃখ পাইতে হয়॥ পরের কথায় কেন কর অবিচার।
স্বয়ং পাপিনী তার জগৎ ভাল তার॥ কি আর শিখিবে
যোগ কি শিখিবে ধ্যান। সেই যোগ ধর্ম্ম যদি থাকে
ধর্ম্ম জ্ঞান॥ ভক্তি যদি থাকে তবে কি কর ভাবনা। ঘরে
বসি হরি পাবে করেরে ভাবনা॥ ধর্ম্ম কথা মর্ম্ম কিছু শুন
অতঃপরে। ভাব সত্য বল সত্য তরিবে সত্বরে॥ সাব-
ধান পরহিংসা না কর কখন। অহিংসা পরম ধর্ম্ম শাস্ত্রের
লিখন॥ রায় বলে যে আজ্ঞা এ কথা মিথ্যা নয়। সতী
বলে যাও তবে শ্বশুর আলয়॥ পশ্চাতে আসিবে পুনঃ
শিখাইব যোগ। জীবন বলেন মোর হৈল জ্ঞানযোগ॥
যাই তবে গুরু বাক্য বেদ ভাবি সার। চরণ প্রসাদে যেন

ভবে হই পার ।। রসিক কহিছে যোগী এ গুরু কেমন। যখন তরিবে পার জানিবে তখন ।।

জীবনের শ্বশুরালয় গমন।

রাগিণী হাম্বির। তাল একতালা।

চলে রায় রঙ্গে। ভাসিতে সে প্রেমময়ী ধনীর প্রেম তরঙ্গে ।। নানা ফুলের গন্ধ ছুটে সৌরভে রস উথলে উঠে ঐ সময়ে রসময়ের অঙ্গ ঘেরে অনঙ্গে ।।

পয়ার। এইরূপে কথা হয় মধু কুঞ্জে বসি। পোহাইল বিভাবরী অস্ত গেল শশী ।। রায় বলে আসি তবে আশীর্ব্বাদ কর। হাসিয়া সুন্দরী বলে সুখে কাল হর ।। শ্রীদুর্গা বলিয়া ধীরে ধীরে ধীরে চলে। উত্তরিল কালিবাড়ী অতি কুতূহলে ।। হেথা সন্ন্যাসিনী বেশ ত্যজিয়ে সুন্দরী। পরিলেন পূর্ব্ব সাজ সহসহচরী।।বসিলেন সতী যেন রতিরে জিনিয়া। হাসিয়া সখীর অঙ্গে পড়েন ঢলিয়া ।। ধীরে ধীরে ধীরে সখী তখন সুধায়। জিনিয়াছ ঠাকুর-কী বচন সুধায় ।। মুখে শশী জিনেছ জায় কেশোরীরে। কত গুণ আছেগো তোমার এ শরীরে ।। নয়নে জিনেছ মৃগ নব ঘন কেশে। তোমারে যে জিনে আমি নাহি জানি কে সে গুণেতে জিনিলে নিজ কান্ত গুণমণি। না দেখি তোমার মত চতুরা রমণী ।। কিন্তু মোরে সত্য বল ঠাকুর নন্দিনী কেমনে শুনিলে শারী-শুকের কাহিনী।। হাসিয়া কহিছে তারা এ কথা কে পায়। এ তারা বিক্রীত আছে সে তারার পায় ।। রূপাবতী হয়ে মোরে ভগবতী চান। নামের চাতুরী হৈতে তেঁই পাইনু ত্রাণ ।। এই রূপে রসবতী করেন উত্তর। রজনী প্রভাত হৈল উদয় ভাস্কর ।। বাটী হৈতে আনাই মহাপা তখন। চড়িয়া আনন্দে ধনী করিল গমন ।। হেথায় জীবন রায় করি আরোহণ। উপনীত হৈল

আবি মুকুর ভবন।। সমাচার পায়্যে রাজা করে সমাদর চিনিতে না পারি চিন্তে হইল বিস্ময় ।। ইঙ্গিতে বৈদ্যেরে কয় লই পরিচয়। বৈদ্য বলে কোথা হৈতে আইলে মহাশয় ।। কিবা নাম আপনি ধরেন যুবরাজ। আমি বৈদ্য বাড়ি মোর পরিচিত সমাজ ।। মর্ম্ম বুঝে সুচতুর মৃদু হাসে বৈদ্য উপলক্ষ মাত্র ভূপতি জিজ্ঞাসে।। রায় বলে বৈদ্য রাজ শুন পরিচয়। সিন্ধুপুরে রঘুবীর রাজার তনয়। সংসারে জীবনকৃষ্ণ ধরিয়াছি নাম। ত্যজিয়া সংসার ধর্ম্ম কাশীতে ছিলাম।। তেয়াগিয়া বারানসী আইলাম পুনঃ। শুন মহাশয় কিছু গুপ্ত কথা শুন ।। কাশী হৈতে পত্র লিখি জানাও রাজনে। কাশীতে কুশলে আছি জীবনে জীবনে ।। সভাজন বলে হয়ে ছিলেন সন্ন্যাসী। মুড়াইলে জটাভার কোন তীর্থে আসি ।। করেছেন কোন কোন তীর্থে দরশন শুনি মোরা সভাজন সভাজন ।। রায় বলে হরিদ্বার বৃন্দাবন কাশী। মিশ্রর মুড়াই জটা প্রয়াগেতে আসি ।। এই রূপে কথা হয় সভার ভিতরে। আনন্দে ভূপতি উঠি গেলেন অন্দরে ।। শয়ন মন্দিরে যান সহাস্য বদনে। দেখেন মহিষী মুখ দেখিছে দর্পণে।। রাজা কন দর্পণে কি দেখিতেছ মুখ। দেখ আসি যে মুখ দেখিলে পাবে সুখ ।। আসিয়াছে জামাতা জীবন এ ভবনে। জীবন জুড়াবে চল দেখিলে জীবনে ।। রাণী বলে চল বেনে কিবা কর ঠাট। সে আশার দ্বারে আমি দিয়াছি কপাট ।। তুমি কি আনিবে নাথ জামাতা কি ধন। কন্যা দিয়া পাইয়াছ অন্যের নন্দন ।। মম তার প্রতি আছে মমতা বিস্তর। পাষাণে বান্ধিয়া প্রাণ থাকি নিরন্তর ।। তুমি হে নিষ্ঠুর বড় কি দিব তুলনা। ছিঁড়েছি বেঁধে, যাও যাও দুঃখ তুলনা ।। রাজা বলে তোমার সম্পত্তি পতিব্রতা। দেখ আসি আজি আছে বাহিরে জামাতা ।। শুনে রাণী ধায় রড়ে গবাক্ষের

জাতে।। উথলিল সুখ-সিন্ধু, [illegible] জামাতারে।। [illegible] পাক [illegible] নারে রাজার রমণী।। [illegible] কহিছে বুঝি [illegible] [illegible]।।

কুল কন্যাদের জামাতা দর্শন।

রাগিণী বসন্ত। তাল একতালা।

[illegible] চল চল যদি দেখিবে রূপ [illegible] রূপের, [illegible] নিন্দে [illegible] ছলে, ইন্দু নিন্দু [illegible], [illegible] অনঙ্গ।।

[illegible] নন্দিনী আনন্দ মনে, যত কুল [illegible], [illegible] দিতে। এমনি বেগেতে [illegible], সুন্দরী [illegible] লোটায় ধরণীতে।। কোথা গেলো চন্দ্র [illegible] শশী [illegible] সুবদনী, শীঘ্র আয় যত কুল নারী। [illegible] হইয়াছে তাহার মনোমত সেই [illegible] দেখিবি যদ্যপি আয়, আসিয়াছে [illegible] বাহিরে। মুড়াইছে জটাভার, [illegible] ভস্ম নাহি [illegible] দেখে [illegible] ফিরে।। মরি কি রূপের ছটা, [illegible] হয় দেখি সর্ব্বক্ষণ। [illegible] দেখিল তাহা, এমন [illegible]।। [illegible] চন্দ্র [illegible] ধায়, নাগী বলে আয় আয়, [illegible] কুল কন্যা [illegible]। [illegible] নুপুর চরণে।। গবাক্ষের দ্বারে [illegible] নিরখিয়া আশে পাশে দেখে দাসীগণ। সে রূপ দেখিয়া তার, ফিরে আশা হৈল তার, চারে [illegible] সাতকী [illegible]।। কেহ বলে হায় হরি, কেহ বলে মরি মরি, কেহ [illegible] নাই সেই লো। কেমন করিয়া হায়, [illegible] ছিল ভস্ম রাশি ঐ লো।। একি রূপ চারু, [illegible]

মিনী [illegible] পদ্ম, কি দিব লো উহার তুলনা। চাঁদেতে কলঙ্ক আছে, রাম অঙ্গ [illegible] গেছে, আর কেবা আছে লো [illegible] না।। এইরূপে রামাগণে, খেদ করে জনে জনে, মহিষীর আনন্দ অপার। বাস্ত হয়ে শীঘ্রগতি, লয়ে যত কুল-বতী, করিলেন মঙ্গল আচার। হাসি হাসি চন্দ্রাননী, বলে [illegible] শীরামণি, দুঃখের রজনী সুপ্রভাত। কান্ত আনিয়াছে [illegible], শান্তি না করিবে পরে, ঘুচে যাবে ভাবনা উৎপাত।। সন্ন্যাসিনী হবে এই, বাঞ্ছা করে ছিল যেই, আজি সন্ন্যাসিনী সাজাইব। আনন্দে ঘুচিবী সিদ্ধি, মনোবাঞ্ছা হবে [illegible], [illegible] তুষ [illegible] দিব।। শুনিয়ে পরম [illegible] হাসিলেন চন্দ্রমুখী, চন্দ্রা বলে কেন না হাসিবে। [illegible] মাঝে গুণমণি, হবে প্রেম ধনে ধনী, আজি সুখ সাগরে [illegible] [illegible] না, শুন ওলো চন্দ্রাননী, [illegible] [illegible] বটে। তুমি [illegible] দুঃখী অতি, [illegible] [illegible] নাম [illegible] সিন্ধু [illegible]।। এইরূপে করে রঙ্গ, [illegible] চন্দ্রা [illegible] হাসিয়া ধরায়। এ [illegible] [illegible] সাঁখি তারা, রচিল রসিকচন্দ্র রায়।।

জীবনকে [illegible] সনা।

রাগিণী [illegible]। তাল ঠেকা।

[illegible] তুমি মধুপ। কখনত [illegible]
[illegible]।। না জান ফুলে বসিতে, নহ
[illegible] গুঞ্জরিতে, ফুল ফুটিলে মধু খেতে, অক্ষম
[illegible]।। ধু।।

এইরূপে রাম[illegible] ঘন ঘন হাসে। অন্তঃপুরে সন্তোষ [illegible] না হাসে।। এখানে জীবন রায় স্নান দান করি। ভক্তি [illegible] পূজিলেন শঙ্কর শঙ্করী।। রাণীর আজ্ঞায় আসি [illegible] দ্বারে। জীবনে লইয়ে গেল তাদের মন্দিরে।।

শাশুড়ী দিগেরে রাম প্রণাম করিয়া । বসিল পালঙ্কোপরে হাসিয়া হাসিয়া ॥ সখী [illegible] । রাজরাণী করেন জিজ্ঞাসা । কোন তীর্থ হইতে এলে [illegible] ॥ আমার কপাল ছাই যদি মন ছুঁয়ে । [illegible] ছিলেন চাঁদ মুখে সুখাত লো হীরে, সখী সুখে জীবনে । কিদুঃখে সন্ন্যাসী হয়ে ছিলে, কেমনে ॥ হীরা সখী [illegible] থাকে দুটাইয়া [illegible] । এ কথার উত্তর কর মহাশয়া [illegible] অধিক বিকযোগে কিদিব উত্তর [illegible] উত্তর না [illegible] হাসিয়াছ সুচতুর [illegible] মধুর ॥ তখন রাজার পুত্রী কান্দা [illegible] বাক্য ঠোঁট [illegible] ॥ [illegible] জীবন [illegible] বুঝাই ॥ শুন ভাই সবিশেষ পরিচয় কই । আমি যে তোমার শ্বশুরের খুড়ী হই ॥ [illegible] তোমারে [illegible] । কেমনে মাখিয়া ছিলে স্বর্ণ অঙ্গে ছাই ॥ [illegible] তারামণি অপূর্ব্ব নাগিনী । সঁপেছিনু তোমারে রসিক [illegible] জানি । তুমি হে গুবুরে পোকা বুঝেছি [illegible] । [illegible] পেয়েছে এখন ॥ বান্দরের গলদেশে মুকুতার হার । পল্লীকে হীরের কণ্ঠী কি বুঝিবে তার ॥ নাহি জানি এ [illegible] বিধি বা কেমন । করেছে অন্ধের করে দর্পণ অর্পণ ॥ জীবন বলেন দিদি আর না ভর্ৎসিবে । গুবুরে পোকার গুণ পশ্চাৎ জানিবে ॥ কখন গুবুরে পোকা [illegible] বেড়াই । কখন ভ্রমর হয়ে পদ্মেরে ভুলাই ॥ কভু চন্দ্র সুধা খাই হইয়া চকোর ; চকোরিণী সঙ্গে রসে [illegible] রসে ভোর ॥ কভু হয়ে চাতক মেঘের জল খাই । কখন মৌমাছি হয়ে মৌচাকে বেড়াই ॥ তারামণি পদ্মফুল দিয়াছ আমায় । কহিলে তাহার মধু শুখায়েছে তায় ॥ আমি গুঞ্জরিলে শুষ্ক কাষ্ঠে রস হয় । তারার নবীন পদ্মমধুর [illegible] পাবড়ি ভাঙ্গা পুরাতন পদ্ম যদি পাই । গুণ গুণ মধুর স্বরে

মধুতে ভরাই ।। শুনে জীবনের কথা রমণী সকলে । আশে পাশে চারিদিগে হাসে খল খল ।। তখন কহিছে বুড়ী কি বলিলে ভাই । ফিরে বল কাণে কিছু শুনিতে না পাই ।। রাম বলে হায় বিধি একি বড় জ্বালা । শুনাইতে শক্ত বুড়ী শুনিবারে কালা ।। তখন কাণের কাছে কহেন জীবন । ঠাকুর দাদাটী মোর ছিলেন কেমন ।। তোমার রূপের নাহি দেখি সমতুল । এত যে হয়েছ বুড়া তবু পদ্মফুল । এখন সৌরভ ক্ষীণ পাকিয়াছে কেশ । মধু নাই তবু কিছু গুড়া আছে শেষ ।। বুড়ী বলে শুন ভাই গেল তিন কাল । শেষ কালে কেন আর বাড়াও জঞ্জাল ।। কি দেখে মধুর [illegible] সৌরভ মধু গেছে মধু গেছে ফুরায়েছে সব ।। এই [illegible] দেখ হে চতুর । হইতেছে এই নব যৌবন [illegible] ।। শ্রীমতী নাম যার রসেতে আবৃত । [illegible] চাঁদের অমৃত ।। [illegible]শেষের কন্যা হয় কাহ[illegible] [illegible] কিন্তু চাতুরী আছে চতুরার শেষ ।। ইহার সঙ্গে [illegible] আলাপন । কেমন চতুর তুমি বুঝিব এখন ।। [illegible] রাম কহেন তখন । সন্ন্যাসীর বেশে জানা আছে যে [illegible] ।। [illegible] থাক আর পাইয়ে সময় । প্রকাশ করিব সেই কথা সমুদয় ।। এক্ষণে চন্দ্রারে লয়ে করি রঙ্গ [illegible] [illegible] প্রবল হয়ে রসের তরঙ্গ ।। রসিক কহিছে এই যুক্তি বিলক্ষণ । শালি লয়ে কর রাম বাক্য আলাপন ।।

শালী লয়ে জীবনের রঙ্গ ।

রাগিণী দেশ । তাল মধ্যমান ঠেকা ।

লুকাইয়ে কেন ধনী একি অসম্ভব । লুকালে কি ছাপা
থাকে পদ্মের সৌরভ ।। তারা দিয়ে ঢাক চাঁদে নাহিক
বসন ফাঁদে, তড়িতে করতেছ ফাঁদা, আছে যে নিরব ।।

পয়ার।

কৌতুকে জীবন প্রাণ মনে মনে হাসে। মিশাইয়া দিল [illegible] সন্ন্যাসীদের সকাশে।। কিঙ্কর লো ঠাকুর কি রূপ গুণবান। কাছে আইল চন্দ্রমুখী করি লো মিনতি।। সখীর পশ্চাতে কেন লুকিয়ে রূপসী। মেঘের আড়ালে লুকায়েছে পূর্ণশশী।। বাক্য সুধা আশে দেখ মরিল চকোর। [illegible] রক্ষা কর এ মিনতি মোর।। হাসিয়া হাসিয়া চন্দ্র সুমুখী সুন্দরী। চক্ষু ঘুরাইয়ে কথা কহে রঙ্গ করি।। কি কহ কহিলে তাই তুমি সে নিদয়। [illegible] কেন দিলে পরিচয়।। তুমি হৈলে পর তাই নহেত আপন। পরে পরে পরস্পর কেন আলাপন।। পরের সঙ্গেতে প্রেম কি করি-তে পারে। আজি আছে কালি নাই না ভাবিলে পরে।। প্রাণ সনে আপন যে সে কি পর হয়। তুমি ভাব পর কিন্তু আমি ভাবি নয়।। পর বলো কেন কোথা পরাণে এখন। জান না লো করিয়াছি মনেতে বরণ।। হাসিয়া চঞ্চলা চন্দ্র কহিছে তখন। যাও যাও জানি তুমি যেমন সুজন।। নিষ্ঠুর হয়েছ প্রাণ পাষাণে বান্ধিয়া। তারা দিন [illegible] হয় কান্দিয়া কান্দিয়া।। তুমি ছেলে অরসিক নাহি রস বিন্দু। প্রেম-ধন কেমন না জান ওহে বন্ধু।। পাঠিয়ে তোমার হাতে দিদি জ্বালাতন। সে যেন হয়েছে তার অন্ধের দর্পণ।। সে যা হউ এক রঙ্গ শুনে পায় হাসি। প্রেম কথা কহ তুমি কেমন সন্ন্যাসী।। ছাই তাতে আইলে তাই কি ছাই দেখিতে। হর হর বলে কত আনন্দে থাকিতে।। কি মজায় ছিলে হে গাঁজায় ভোর হয়ে। আনন্দে ঘুঁটিতে সিদ্ধি সন্ন্যাসিনী হয়ে।। যে করে ধরিতে দণ্ড ওহে দণ্ডধর। সে করে কি আর শোভা করে পয়োধর।। হাসিয়া জীবন বলে ও বিধুবদনী। সন্ন্যাসী কি প্রেম কথা জানে না লো ধনী।। তুমি বল প্রেম আমি বলি আশ

নাই। আশা নাই করিয়াছি এক আশ নাই। কেহলে যে সব কথা নিদির উত্তর। উদয় হতেতে ধনী ভাবিবে বিস্তর॥ পীনোন্নত পয়োধর দণ্ডধরা করে। দিয়ে দেখ ধনী শোভা করে কি না করে॥ আইলাম ত্যজে ধনী জন্ম জটাভার। তোমার দিদির আশা পুরার এবার॥ লিপি দিল তার জন্যে জলে আঁখি ভাসে। বাঁধা আছি তোমার দিদির প্রেমপাশে॥ চন্দ্রা বলে দিদির যোবন হৈল ভারি। এখন না হবে কেন তার আজ্ঞাকারী॥ সে কমল মধু ভরা হইল এখনই। মধু লোভা মধু লোভে আসিয়াছ তেঁই। ফুলের গন্ধে গিয়াছিলে উড়িয়ে যখন। নারী বলে মনে নাহি ... ॥ যৌবনে মদন জ্বরে দিদি জর জর। ... কাঁপে থর থর॥ গন্ধ লয়ে ... মন্দ মলয় পবন। সঘনে দিদির মন হয় উচাটন॥ ... বকে নিদয় কি আছে হে ভরসা। ... বসন্ত দশা॥ কি কব অধিক দুঃখ ওহে রসময়। ... না অঙ্গে বসন্ত সময়॥ রায় বলে কি বলিব ... দহে মন। আর না ছাড়িব সঙ্গ নহিলে মরণ॥ এত বলি ভোজন করিয়ে যুবরায়। কনক পালঙ্কোপরে সুখে নিদ্রা যায়॥ নিদ্রায় দিবস গত রজনী আইল। জীবন তারার খেলা রসিক রচিল॥

শালাজ লয়ে রঙ্গ।

রাগিণী বারোঁয়া। তাল কাওয়ালি।

আজ কি রস রঙ্গে ঐ রসরাজ খেলে। বামে রাই ...

সৌদামিনী যেন মেঘের কোলে॥ চৌদিগে সব ...

গোপবালা, চাঁদে যেন তারার মালা। তারা দেয়

বকুল মালা, গোকুলচাঁদের গলে॥

ত্রিপদী। জীবন তারার ঘরে হাস্য পরিহাস করে, সুখে শালী শালাজে লইয়া। কথায় কথায় রঙ্গ, পুলকেতে অঙ্গ, মত্ত হয় আনন্দে মাতিয়া॥ এইমত নারী সঙ্গে কৌতুক করেন রঙ্গে, রায় এক ঠাকুর ঝি শুন। ঐ যে তোমার ভাজ, আড়ালে দাঁড়ায়ে আজি, বাক্যে সুধা বর্ষে পুনঃপুন॥ কি কথা কহিল ধনী, যেন কোকিলের ধ্বনি, প্রেম ধনে ধনী ও রূপসী। অনুগ্রহ সুপ্রকাশ, করিয়ে পুরাও আশ, আনিয়া দেখাও মুখশশী॥ শুনি চন্দ্রা বেগে যায়, অমনি ধরিল তায়, বলে আয় ঘরের ভিতরে। সুন্দরী না যায় তথা, আড়ালে দাঁড়ায়ে কথা, চন্দ্রারে কহিছে মধু স্বরে॥ দেখা দিব একি শুনি, উদাসী পথিক উনি, আমি হই কুলের কামিনী। কেমনে এমন বল, মুখ না লাজে চল চল, ছাঁই ছাড় ওলো ননদিনী॥ মিছে কর অনুরোধ যার নাহি রস বোধ, তারে দেখা দেওয়া অনুচিত। আপনার প্রিয়ে যেবা, তারে চায়ে দেখে কেবা, পরেরে দেখিতে এ কি নীত॥ চন্দ্রা বলে ওহে রায়, কি লাঞ্ছনা হায় হায়, শুনিলে কি পাও গুণাকর। বিনয়ে কহেন রায়, অপরাধী পায় পায় এ কথার কি দিব উত্তর॥ মিনতি শুনিয়ে তার, মধু সুধা সমাকার, বঁধু আইল ঘরের ভিতরে। চন্দ্রা দেখাইল তায়, রায় বলে হায় হায়, হেন রূপ নাহি চরাচরে॥ সে ধনী হাসিয়ে বলে, ঠাট দেখে অঙ্গ জ্বলে, ভাল বল কি দেখে আমার। তব নারী ননদিনী, সুন্দরী সে বিনোদিনী, তার কাছে মোরা কোন ছার॥ আনি গিয়া সে চাঁদেরে, চাঁদে রবে রূপ হেরে, কুতুহলে কোলেতে বসাবে। তার প্রাণ তুষ্ট হবে, তুমি হে আনন্দে রবে, সারা নিশি সুখে সুধা খাবে॥ রায় বলে শুন সার, নিত্য দেখা পাব তার, তোমাদের দেখা কোথা পাব। আজি তোমাদের লয়ে, সুরসের কথা কয়ে, এ রজনী সুখেতে পোহাব॥ হাস্য

কহে চন্দ্রমুখী, আছে কি এমে সুখী, যাতে সুখ শুন যুব রাজ। তারে বসাইলে বলে, যেমন শ্রীমতী পাশে, বৃন্দা বনে করেন বিরাজ॥ কেহ বিনোদ হয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়ে রব, কেহ ছিত্রে কেহ বা দলীতে॥ চারি পাশে দাঁড়াইব, মাল্য গাঁথি দেলে দিব, নিশি যাবে হাসিতেহ॥ এতেক রসিয়া রঙ্গে চন্দ্রাবে লইয়ে সঙ্গে, চন্দ্রমুখী চলিল তখন। স্বস্থানে তাবারে লয়ে, পুনঃ গেল দ্রুত হয়ে, জীবনের জুড়াতে জীবন॥ তারারে কোলেতে করি, কুলবধু শিরোমণি, নন্দাইয়ের কোলে দিল তায়। উঠিয়ে পলায় আর, বধু বলে একি ধারা, ননদীরে বশ কর রায়॥ চতুর চাতুরী করে, বশ কারে কি প্রকারে, সে দুরন্ত তোমার ননদী। বিনয় বচনে কই, তব কেনা হয়ে রই, এ দায় হতে পার যদি॥ সে নারী হাসিয়া কয় তুমি হে রসিক নয়, এতক্ষণে বুঝিলাম দড়। রমণী করিতে বশ, না জান এমন রস, অক্ষম পুরুষ তুমি বড়॥ হাসা রায় চলাচল অমনি করেন ছল, এ রসের কিছু নাহি জানি। গঞ্জনে যদি আছে যশ, শিখাইতে হবে রস, এ বিদ্যারে গুরু তোমা মানি॥ ধনী বলে একি রস, কথায় করিলে বশ, জানিলাম মহাশয়। রজনী পোহায়ে যায়, আজি দোয়া জানি রায় বিদায় করহ রসময়॥ কুশলে রাখিবে কালী, পুনঃ দেখা হবে কালী, রাখ এই মিনতি আমার। আজি তারে লয়ে, চিত্তে পুলকিত হয়ো, নবরসে কর হে বিহার এত বলি চলে যায়, কুসুম ফেলিয়া রায়, মারিলেন রমণীর গায়। তারামণি সঙ্গে মানে, উপরোধ নাহি মানে, কহিতে লজ্জা বেড়ে যায়॥ জীবন করেন রঙ্গ, পরে হৈল মানভঙ্গ, প্রেমের কোন্দল দুইজনে। এ সুখী জীবন তারা রসিকের নয়ন তারা, আনন্দে রসিক চন্দ্র ভণে॥

অভিমানের কোন্দল ।

রাগিণী আলিয়া । তাল কাওয়ালি ।

প্রাণতো [illegible] কে [illegible] প্রাণপতি হে। কোথা [illegible] প্রাণ, জলে সদা মলে প্রাণ, দিলে না বিরহানলে [illegible] যুবতী [illegible] কান্ত নাই সাথে, বাঁচি বল হে কেমনে, প্রাণ জ্বলে উঠে সদা প্রাণ, সা, রি, গা, ম, পা, ধা, পাপিয়া, বকুল কাকুলো [illegible] কুহু [illegible] ॥

আক্ষেপোক্তি পয়ার ।

[illegible] ভার্য্যায় । ছান্দা বাঁধিয়া ভার্য্যায় ।
এখন তুমিয়া যাও কেলেন শয্যায় ॥
কহে চতুরা কুমারী । কহে চতুরা কুমারী ।
কিবা কর ছাড় মেলে উচ্চ [illegible] নারি ॥
যাও তীর্থেতে চলিয়া । যাও তীর্থেতে চলিয়া ।
কি লাভ হইবে বল একেলা করিয়া ॥
তীর্থে মাথ গিয়া ভাই । তীর্থে মাথ গিয়া ভাই ।
সদানন্দ প্রাপ্তি কেন আনন্দে সদাই ॥
কেলে তীর্থ দরশন । কেলে তীর্থ দরশন ।
কি ছাই দেখিতে যেতো আইলে এখন ॥
সে কি কর কি কর । সে কি কর কি কর ।
তীর্থে গিয়া সুখে বল বল বল কর ॥
তীর্থে কৌতুকে থাকিবে । তীর্থে কৌতুকে থাকিবে ।
কামিনী লইয়ে বল কি সুখ পাইবে ॥
জ্বলি কতেক জ্বালায় । জ্বলি কতেক জ্বালায় ।
তুমি কি জানিবে তার কি কব তোমায় ॥
ফুটে বসন্তে কুসুম । ফুটে বসন্তে কুসুম ।
গুঞ্জরে ভ্রমর তার ভ্রমর বিষম ॥
পিয়ে মধু ফুলে ফুলে । পিয়ে মধু ফুলে ফুলে ।
দেখে জ্বলে উঠে প্রাণ কাঁদি ফুকারে ॥

কাঁদি বিদায় সময় । কান্ত বিদায় সময় ।
নয়ন জলেতে মোর মন রুদ্ধ হয় ।।
যুগ শত যায় বৎসরে । যুগ শত যায় বৎসরে ।
বারমাস আমার নয়নে জল ঝরে ।।
হেরে শারদ শশীরে । হেরে শারদ শশীরে ।
সদম শারদ জল বয়ে বয়ে ঝরে ।।
হিমে হিম নাহি করে । হিমে হিম নাহি করে ।
শিখর অগ্নি জ্বলে মোর কি করে শিশিরে ।।
জালা উঠিতে বসিতে । জালা উঠিতে বসিতে ।
শীতের দুঃখের ভুলা দুঃখ মোর শীতে ।।
আমি এমন করিয়া । আমি এমন করিয়া ।
পাইয়াছি কত দুঃখ যৌবনে লিয়া ।।
কহে সবিনয়ে রায় । কহে সবিনয়ে রায় ।
ক্ষম ক্ষম অপরাধী দাসী ধরে পায় ।।
ক্ষম এ দোষ আমার । ক্ষম এ দোষ আমার ।
তোমা বিনে রূপসী লো বল আমি কার ।।
ধনী তুমি পূর্ণ শশী । ধনী তুমি তুমি পূর্ণ শশী ।
আমি লো চকোর তোর প্রিয়সী রূপসি ।।
থাকি যথায় তথায় । থাকি যথায় তথায় ।
তোমা বই কারো নই কি কব কথায় ।।
হও পুণ্যভাগী মোর । হও পুণ্যভাগী মোর ।
শাস্ত্রমত আমি লো পাপের ভাগী তোর ।।
তুমি এ তনুর আধা । তুমি এ তনুর আধা ।
আমি লো তোমার প্রেমডোরে আছি বাঁধা ।।
প্রিয়ে ত্যজে অভিমান । প্রিয়ে ত্যজে অভিমান ।
রেখে মান কহ কথা সুধার সমান ।।
দেখা বহু দিন পরে । দেখা বহু দিন পরে ।
আজি মান করে দুঃখ দিওনা অন্তরে ।।

এত বলিয়ে নাগর। এত বলিয়ে নাগর।
মাতিল মদন-মদে গুণের সাগর॥
করে পয়োধরে ধরে। করে পয়োধরে ধরে।
কান্ত করে দন্তাঘাত আধরে অধরে॥
ক্রমে সহজে সহজে। ক্রমে সহজে সহজে,
রসিক ভ্রমর হুল বসায় কমলে॥
ঘন সুধামৃত পান। ঘন সুধামৃত পান,
নিতম্বে নিতম্বে যুদ্ধ গজের সমান॥
দুই জনে মাতামাতি। দুই জনে মাতামাতি।
তিন পরে লজ্জা সঙ্গে পোহাইল রাতি॥
রঙ্গে উঠিয়ে দুজনে। রঙ্গে উঠিয়ে দুজনে।
জলক্রিড়া করিল রসিকচন্দ্র ভণে॥

বিদায় প্রার্থনা।

রাগিণী দেশ। তাল আড়া।

যোগেতে করিয়ে দেখ হয়ো ছিলাম বিদেশ দাসী
গেছে সে দেখ কই আদেশ স্বদেশে যাইব আমি॥
ভুলিলে ভাল দেশ রাগিণী, উদ্দেশে অনেক জননী
শোক পান বিনোদিনী, এদেশে বিধ্য ভ শুকি॥

পয়ার। এরূপে কামিনী লয়ে কুমার জীবন। নিত্য নব রসে করে প্রেম আলাপন॥ শালী শালাজেরে লয়ে রজনী দিবস। কথায় কথায় রস প্রেমে রসে বশ॥ নূতন পীরিতি রসে সর্ব্বদা মগন। ক্রমে দশদিন গত হইল যখন॥ ভাবে রায় আর কি বিলম্বে ফল আছে। যোগ শিখিবারে যাব যোগিনীর কাছে॥ ভাবিয়া বলেন শুন ঠাকুর কুমারী স্বদেশে যাইব আর থাকিতে না পারি॥ হাসে চন্দ্রা বলে

বঁধু যাইবে স্বদেশে। তবে তোকে দেখাও সে সন্ন্যাসীর বেশে॥ কেমন সন্ন্যাসী [illegible] ছিলে মহাশয়। হাসি পায় [illegible] বড় হয়॥ জীবন ভাবেন তবে হৈল [illegible] রঙ্গ। [illegible] কালী [illegible] প্রসঙ্গ॥ হাসিয়া বলেন আমি [illegible] সুন্দরী। কি বলিলে ঠাকুরঝি আহা মরি মরি॥ এখন দেখিতে ইচ্ছা সন্ন্যাসীর বেশ। দেখিয়া কি মিটে নাই মনের আবেশ॥ সেই তুমি সেই আমি কথা মিথ্যা নয়। সেই কালী বাড়ী দেখ নিশিযোগে হয়॥ [illegible] বলে রাগিয়া অনল। সেই যে করিয়া [illegible] কোন্দল॥ করিয়াছ উপায় করিতে পতি বশ। [illegible] সে [illegible]॥ [illegible] পোড়ে [illegible] কপালে [illegible]॥ এক্ষণে নূতন [illegible] এসেছে [illegible] কেন [illegible]॥ শুনিয়া [illegible] লজ্জায়। উত্তর না করে আর ভাবে একি [illegible] দাঁড়ায়ে রাণী আছিলেন [illegible] যাব কি ঘৃণার কথা॥ কি হবে ননদী একি [illegible] নাই। এ লজ্জার সাগরে কেমনে পার পাই। কি [illegible] ধিক্ ধিক্। কি [illegible]॥

রাণীর লজ্জার খেদ।

[illegible] মোল্লার। তাল তিওট।

[illegible] মরি ওলো কি হবে কি হবে। [illegible] থাকিব নিরবে॥ গিয়াছে মান গৌরব, উঠে বলি এ কুরব, কেমনে [illegible] রব, ভৈরব [illegible] ভবে॥

ভঙ্গ-ত্রিপদী। লাজে রাণী কহিছে শিহরি, ননদী লো সব পরিহরি। চল লো ত্যজি জীবন,যে লজ্জা দিলে জীবন, কি লাঞ্ছনা হরি হরি হরি ॥ কেমন কেমন মন করে, কর দিয়াছি জামাতের করে, ভয়ে বাক্য নাহি সরে, কে শুনাবে রাজাশ্বরে, তনু কাঁপে থরে থরে থরে ॥ কেবা কবে শুনাবে রাজায়, অমনি যেমরি লজ্জায়। ভয়েতে রোমাঞ্চ দেহ, কি করিব যুক্তি দেহ, ভেবে প্রাণ যায় যায় যায় ॥ লাজে আঁখি করে ছলছল, জীবনের এ কেমন ছল। কি ভাবি উনিশ বিশ, এখনি খাইব বিষ, ননদী লো চল চল চল ॥ কি রঙ্গ করিল বংশীধর, ভয়ে শুকাইল ওষ্ঠাধর, এ কথা কহিব কায়, ভয়েতে কাঁপিছে কায়, ধনী মোরে ধর ধর ধর, কথা শুনে হয়েছি দুর্ব্বল,যেন কে হরিয়ে লৈল বল। জামাই কি ছলে আইল, ছিঃ কি ঘৃণা আই লো, কোথা যাব বল বল বল ॥ মরি মরি কি উপায়,কৃষ্ণ মোরে ঠেলেছেন পায়, রঙ্গ শুনে অঙ্গ জ্বলে, এখনি ডুবিব জলে, চল যাই পায়ং, কৃষ্ণ মোরে হও হে সহায়, আজি যেনে নিশি না পোহায়। নিশি পোহাইলে পরে, এ কথা শুনিলে পরে, কি বলিবে হায় হায় হায় ॥ ননদী প্রাণ ত্যজি নিম্ন খালো, চক্ষে আর নাহি দেখি আলো। হাসিয়ে কহে রসিক, জীবন কি সুরসিক, সুচতুর ভাল ভাল ভাল ॥

জীবনের দর্পচূর্ণ।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল পোস্তা।

বড় বাজিয়ে বাঁশী কালো শশী কর গোপীর মন চুরি। আজি দর্পচূর্ণ করিব তোমার শুন ওহে দর্পহারি ॥ আমরা সব ব্রজের রমণী, ওহে নাগর চিন্তামণি, জানিব এবার বংশীধারী ॥

... পয়ার। দেখিয়া পতির রঙ্গ তারামণি হাসে। তখন চন্দ্রারে ডাকি বিশেষ প্রকাশে॥ যেরূপে কালিকা তারে সদয় হইল। মধুকুঞ্জবনে নাথে যে রূপে ছলিল॥ যেরূপে লয়েছে দাসখত লেখাইয়া। মুড়ায়ে দিয়াছে জটা যেমন করিয়া॥ শুনে চন্দ্রা চন্দ্রামুখী হাসে পড়ে ঢলে। লাজে মরি দাসখত লিখেছে কি বলে॥ কি বলিলে তারা দিদি প্রাণ নিলে কাড়ি। এ যে দেখি চোরের উপরে বাটপাড়ি। সে যেন সিঁদেল চোর সিদ চুরি তার। দিবসে ডাকাতি দিদি দেখি যে তোমার॥ দেখি সেই দাসখত শুনে তার হাসি। সাবাসি তোমার দিদি সাবাসি সাবাসি॥ শুনে দাসখত তারা দিলেন যতনে। না ধরে [illegible] হাসি [illegible] চন্দ্রবদনে॥ খত লয়ে দ্রুত হয়ে গিয়া কহে ধনী। [illegible] কি কর হে চতুর চূড়ামণি॥ দেখ ওহে বঁধু এই বিশেষ লিখন॥ পড়িয়া শুনাও মোরে রসিক সুজন॥ এত বলি খত দিয়া দাঁড়াইয়া পাশে। বদনে অঞ্চল চাপি মৃদু মৃদু হাসে॥ নিজ খত দেখে রায় চমকে তখন। সাত পাঁচ ভাবে কিছু না বুঝে কারণ॥ রায় বলে সুন্দরী কি সুন্দর লিখন। কে দিলে পাইলে কোথা বল বিবরণ॥ হাসিয়া মধুর বাক্যে কহে বিনোদিনী॥ মধুকুঞ্জে এসে ছিল এক সন্ন্যাসিনী॥ সে আসি বিক্রয় করে দিদির নিকটে। জানিনাই শুনিয়াছি দাসখত বটে। ভাবি তাই এ খতের খাতক কোথায়। পাইলে নিযুক্ত করি দিদির সেবায়॥ রায় বলে খত দেখে হইনু উল্লাস। অবশ্য খাতকে পাবে করিলে তল্লাস। শুনে হাসে ঢলে পড়ে রসিক রমণী। আর কেন চাতুরী কর হে গুণমণি॥ পরাজয়ে ঔষধী করিলে বড় জারী। জাননা যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন দর্প-হারী॥ বুদ্ধি বল গেল জানা শুন হে সুজন, খতের খাতক তুমি দিদি মহাজন॥ প্রকাশ করিয়ে তবে বলি এতক্ষণে।

লিখিয়াছ দাসখত দিদির চরণে ॥ সেই সন্ন্যাসিনী বেশে দিদি করে ছল। কি বুঝিবে গুণমণি রমণীর কল ॥ শুনেছি প্রয়াগে মাথা মুড়ায় সকলে। তুমি জটা মুড়াইলে দিদির পদতলে। স্বামী হয় নারীর পরম গুরু জানি। তুমি কর প্রণাম দিদিরে গুরু মানি ॥ চন্দন ত্যজিয়ে যেবা গায়ে মাখে ছাই। তার বুদ্ধি কি হবে ঘৃণায় মরে যাই ॥ ভাল খায় পরে ভাল সৎসঙ্গেতে রয়। নীচ হৈলে তবু তার বুদ্ধি ভাল হয়। শুনিয়ে জীবন রায় চমকি উঠিল। মনেং ভাবে একি প্রমাদ ঘটিল ॥ হাসে বলে আমি কোনছার লো সুন্দরী। আপনি নারীর মান বাড়ান শ্রীহরি ॥ লিখেছেন দাসখত শ্রীরাধার পায়। রসিকের কর্ম্ম এই লজ্জা নাহি তায় ॥ চন্দ্রা বলে কথা শুনে হৈল সুখ লাভ। ঢলে পড়ে বলিলে শয়নে পদ্মলাভ ॥ রায় বলে ঠাকুরঝি মানিলাম হারি। এ বড় আশ্চর্য্য কিছু বুঝিতে না পারি ॥ সাজিল তোমার দিদি সন্ন্যাসিনী বেশ। করিল চতুরা বটে চাতুরীর শেষ ॥ ব্রজে শুক শারী নিন্দে করিল আমারে। কেমনে জানিল ধনী সুধাও তাহারে ॥ চন্দ্রা বলে কালী যারে সদয়া আপনি। এ কথা কি তাহারে সুধাও গুণমণি ॥ সে যে নহে শারী শুক ওহে বিনোদিয়া ॥ কালিকা করেন ছল দিদির লাগিয়া ॥ শুনে শিহরিয়া উঠে জীবন অমনি। কি শুনি সামান্যা নারী নহে তারামণি ॥ চন্দ্রা বলে নাহি হয় যদ্যপি প্রত্যয় ॥ সেই সন্ন্যাসীর বেশ ধর মহাশয় ॥ দিদিরে সাজাই তবে সন্ন্যাসিনী সাজ। ভাল বলে তাহে সায় দিল যুবরাজ ॥ দুজনে যোগিনী যোগী সাজিল ত্বরায়। সে সব কহিতে গেলে পুথি বেড়ে যায় ॥ পুনঃ নিজ বেশ তবে ধরিলেন তারা। রচিল রসিকচন্দ্র এ জীবন তারা ॥

জীবনের স্বদেশে গমন।

রাগিণী ললিত। তাল ঠেকা।

রজনী প্রভাতে উঠি অলসিত অলসেতে। রসিয়া নাগর চলে রসিয়া সে প্রেমরসেতে॥ চলিতে পদ অচল, চপল মত্ত চঞ্চল, স্মর ভরে ঢল ঢল, ঢলো পড়ে প্রেম ভাবেতে॥ ধ্রু॥

পয়ার। এইরূপে কত খেলা করিল জীবন। ভাবেন স্বদেশে তবে যাইব এখন॥ শ্বশুর শাশুড়ী পদে প্রণাম করিয়া। বিদায় লইল রায় হাসিয়া হাসিয়া॥ জামাতারসঙ্গে রাজা কন্যা পাঠাইল। দাস দাসী আর বহু রত্ন সঙ্গে দিলেন বিবিধ পক্ষ সুন্দর সুন্দর। হয় হয় বহু দাসী দিলেন বিস্তর॥ করী করি আরোহণ চলিল কুমার। দশ দিনে উত্তরিল দেশে আপনার॥ উপনীত হৈল রায় নিজ নিকেতনে। প্রণাম করিল পিতা মাতার চরণে॥ পুত্রশোকে রাজা রাণী সকাতর ছিল। পুত্র পুত্রবধূ হেরে আনন্দে ভাসিল॥ নানা রত্ন ধন রাজা বিতরণ করে। গর্ভবতী তারামণি কিছু দিন পরে॥ দশমাস দশদিনে পুত্র প্রসবিল ষষ্ঠিপুজা আদি কর্ম্ম সকল হইল॥ ছয়মাসে অন্ন দিলে রাজা অধিকারী। আপন পৌত্রের নাম রাখিলেন প্যারী॥ পুত্রে রাজ্য ভার দিয়া পৌত্রেরে দেখিয়া। কাশীবাসী হৈল রাজা রাণীরে লইয়া॥ কিছু দিন থাকি তথা রঘুবীর রায়। তবে কাশী মৃত্যু তার হইল ত্বরায়॥ রাজরাণী সহমৃতা গেলেন তখন। ত্রিশদিনে শ্রাদ্ধ আদি করিল জীবন॥ রাজত্ব করেন রায় সর্ব্বগুণযুত। ক্রমে ক্রমে হৈল তার আর দুই সুত॥ মধ্যমের নাম রাখিলেন মতিলাল। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম বিজয় গোপাল॥ তিন পুত্র লয়ে রাজা প্রফুল্ল অন্তরে। সিন্ধুপুরে পরম আনন্দে রাজ্য করে॥

অধম রসিক রায় বড়ায় নিরাশ। জীবন তারার খেলা করিল প্রকাশ॥

জীবনের রাজ্য হইতে পলায়ন।
কর্ন, বাহার। তাল, কাওয়ালি।

প্রাণ পাখি যদি শুনে মোর। কালী কালী মনঃ বল সর্বক্ষণ। শুনেছি এমঃ ও নাম সাধনে, হবের লিখন দুঃখ হরে হরে হরে॥ ওরে ভ্রান্ত মনো কর কিচিন্তে, জাননা কি হবে এ জীবনান্তে, না ভেবে ভৈরবী, তাব কোথায় রবি, রবিসুতে বেঁধে লবে করে করে॥ দেহ ছেড়ে যবে যাবে যাবেরে জীবন, কোথা রবি কোথা রবেরে তখন রসিক এ ভবে, নাম মাহি রবে, গেল গেল করে পরম্পরে পরে॥

পয়ার। ভারত কহিছে মহারাজ নিবেদন। কহিলাম সমস্ত দুঃখের বিবরণ॥ যে দুঃখ জীবন তারা কাননে পাইল সংক্ষেপেতে বলি শুন পরে যা হইল। তিন পুত্র উপযুক্ত ছিল ভূপতির। নিত্য নিত্য পুলকেতে পূর্ণিত শরীর॥ দৈবের ঘটনা বল কে পারে খণ্ডিতে। শ্রীমন্ত মশানে যায় লিখেছে চণ্ডীতে॥ রামায়ণে লিখেছে রামের বনবাস। নলের দুর্গতি যত নৈষধে প্রকাশ॥ মগধের রাজা হরেনিল রাজ্য ধন। আজ্ঞা দিল জীবনের বধিতে জীবন॥ ভয়ে ভার্য্যা পুত্র লয়ে পলায় ভূপাল। চলিতে না পারে শিশু বিজয়গোপাল॥ পুত্রের বদন চাহি কান্দেন মহিষী। বসিলেন বৃক্ষমূলে পোহাইল নিশি॥ রাজা বলে কান্দিলে কি করিব উপায়। বিপদ পড়িলে শত্রু ফিরে পায় পায়॥ চল চল কান্দে বল কি আর করিবে। কে শুনিবে কে দেখিবে কে আসি ধরিবে॥ বিপদে বিশ্বাস কারে কভু নাহি হয়। সময়ের বন্ধু হয় শত্রু অসময়॥ অতএব প্রিয়-

সী লো শীঘ্রগতি চল। রাণী বলে মহারাজ কোথা যাবে বল। রাজা বলে বিমুখী লবে পুত্রগণে। তুমি যাও পিত্রালয়ে আমি যাই বনে॥ রাণী বলে এই যদি ভাবিয়াছ সার। সে বনে যাইব আমি সেবনে তোমার॥ বল নাথ সতী কোথা ছাড়ে পতি সঙ্গ। রামায়ণে শুনি রাম সীতার প্রসঙ্গ॥ শ্রীরামের সহ বনে গেলেন জানকী। নল দময়ন্তী কথা আপনি জান কি॥ রাজা বলে একান্ত হয়েছে যদি মন। তবে চল প্রিয়সী লো প্রবেশি কানন॥ বিলম্ব উচিত নহে রজনী প্রভাতে। পূর্ব্ব দিগ আলোময় ভানুর প্রভাতে॥ পতির বচনে তবে উঠে তারামণি। অবনী নাথের সঙ্গে চলিল অমনি॥ দুই দিনে বনে গিয়া প্রবেশ করিল। বন দেখে কান্দে রাণী রসিক রচিল॥

রাণীর বনে রোদন।

রাগিণী বেহাগ। তাল ঠেকা।

এসো মনঃ হরি বলে আনন্দেতে কাল হর।
হরি নাম হৃদে থুয়ে রাখরে জ্ঞান প্রহরী॥
মিসাবি যদি হরিতে, ভাস ভক্তি লহরীতে,
শমনে নারে হরিতে, স্ব মনে বলিলে হরি॥

ত্রিপদী। রাণী বলে হায় হায়, কোলে করি আয় আয়, প্যারীলাল ওরে বাছাধন। রাজা লৈল হরি হরি, হায় মোর মরি মরি, তোদের কপালে কি লিখন॥ ভাবি তাই মনে মনে, এ বয়েসে বনে বনে, ভ্রমিতে বিধাতা পাঠাইল। খল হাসে খল খল, দুটি আঁখি ছল ছল, শত্রুর মানস পূর্ণ হৈল॥ দুঃখে তনু থর থর, কাঁপিতেছে থর থর, ধর ধর বাপধন প্যারী। কি হইল বল বল, কোথা যাব চল চল, আর দুঃখ সহিতে না পারি॥ উরু কাঁপে গুরু গুরু, হিয়া করে দুরু দুরু, ভয়ে ভীত কানন হেরিলে। ব্যাঘ্র ভল্ল স্থানে স্থানে, কি প্রকারে প্রাণে,

বাঁচাইব কেমন করিয়ে ॥ কি আনন্দ মনে মনে, যত শত্রুগণে গণে, বিধাতা সাধিল একি বাদ। ভেবে প্রাণ যায় যায়, কিরে শক্র পায় পায়, কি উপায় ঘটিল প্রমাদ প্যারী বলে শুন শুন, জননী গো। পুনঃ পুনঃ কেন মিছে করিছ রোদন। মুখে বল হরি হরি, দুঃখ লবে হরি হরি, হরি নাম বিপদ ভঞ্জন ॥ যে জনঅধরে ধরে, নাম জপ করে করে। তাহার বিপদ হরে হরি। অই নাম ধন্য ধন্য, আর যত অন্য অন্য, অনিত্য ভাবনা করে মরি ॥ মুখে বল হরে হরে, তাহে দুঃখ হরে হরে, শাস্ত্রে শুনি ব্যাসের বচন। যেবা প্রেম ভাবে ভাবে, তার ফল পাবে পাবে, উচ্চৈঃস্বরে করচ্চারণ ॥ যেবা ভক্তিবলে বলে, নিজ শত্রু দলে দলে, স্থানে স্থানে পুরাণেতে উক্ত। কেন কর ভয় ভয়, সদা বল জয় জয়, রাধাকৃষ্ণ কর মোরে মুক্ত ॥ কৃষ্ণ নাম ধর ধর, তিনি ধারাধর ধর, বংশীধর জলদ বরণ। শরীর অবশে বসে, সর্ব্বদা ঐ রসে রসে, দীন হীন রসি-কের মন ॥

জীবনের জীবন ত্যাগ ও রাণীর রোদন।

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল ঠেকা।

মরি জ্বালায় জ্বালার উপর জ্বালা দিয়ে কোথায় পলালে হে। ভাল প্রেম করে ভাল জালান জা-লায়ে হে ॥ এত যে ভাল বাসিতে, দেখিলে জ-মনি হাসিতে, এবে দাসী নাশিতে কি খেলা খেলালে হে ॥

পয়ার। রাণীবলে প্যারীরে বালাই লয়ে মরি। আ-মরে কণ্ঠের হার কণ্ঠে গাঁথে পরি ॥ মরি মরি আহা রে আহার বিনে ক্ষীণ। শুকাইয়ে চন্দ্রমুখ হয়েছে মলিন ॥

না রুচিত স্বামীর সহবমনী তখন। [illegible] কর্মের ফল হয়েছে এখন ।। নারীর রোদন রাজা করে অন্বেষণে। প্যারী-লাল সঙ্গে লয়ে ভ্রমে। কাননে ।। সকলের কারণ দেখ কোন কাল ঘটে। কপালেতে যত কিছু লিখন ললাটে ।। চলিতে চলিতে হৈল চরণ অচল। দেখে এক বৃক্ষেতে সুন্দর পাকি ফল ।। অমনি উঠিল বৃক্ষে অবনির নাথ। সুকোমল করে ধরে। হৈল বজ্রপাত ।। নির্বাণ না হয় জ্বালা জ্ঞান অগোচর। ধরাপাত পতিত সে ধরার উপর ।। অ-মনি প্রাণ ত্যাগ করিল জীবন। প্যারীলাল উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন ।। হায় আমি কোথা যাব একি পরমাদ। কি বলে মায়ের কাছে কহিব সংবাদ ।। বিধির বিবাদে হৈল জনম বিফল। ফলের লোভেতে ফলে কপালে কি ফল ।। কান্দিতে কান্দিতে যায় জননী যথায়। বলিতে না পারে কিছু সম্মুখে দাঁড়ায় ।। রাণী বলে আয় কোলে বাপধন প্যারী ।। চক্ষে জল কেন বল চন্দ্রমুখ ভারি ।। দুজনে গেল তোরা আনিতে যে ফল। একা ফিরে আইলি কেন তিনি কোথা বল ।। কান্দিয়া কহিছে প্যারী শুন শুন জননী। এত দিনে কাঙ্গালি করিল শূলপাণি ।। বৃক্ষ হইতে পড়ে প্রাণ ত্যজিলেন পিতে। বুঝিলাম ভাগ্য দোষে কালিকা কুপিতে ।। শুনিয়া অধরা রাণী পড়িলেন ধরা। কপালেতে হানে কর হইবে কাতরা ।। উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া কহিছে ওরে প্যারী। কি শুনালি এ যাতনা সহিতে না পারি ।। দুষ্ট কি ভাঙ্গিয়া দিল অদৃষ্ট আমার। তদবধি বিচ্ছেদের হৈল অধিকার ।। এত বলি প্যারী-লালে সঙ্গে লয়ে যায়। দেখে মৃত্তিকায় পড়ে আছে মৃত কায় ।। শব দেখে দুনয়নে বহে অশ্রুধারা। কান্দে বলে এ সময় কোথা গো মা তারা ।। তারায় নয়ন তারা তারা কি হারিলি। প্রাণের মেয়ে গো মা পাথারে ভাসালি ।।

আমরা [illegible] দাস [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
গো শ্রীগুরুদেব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অন্তের
[illegible] [illegible] ॥ [illegible] [illegible] ছিল
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] প্রাণত্যাগ

[illegible] তা, কাওয়ালি।

মনরে। [illegible] ভাব কৃষ্ণ সারাৎসার। এসং[illegible] সার, সব [illegible] সার [illegible] নাহি কিছু সকলি অপ্রশংসার। [illegible] কি উৎসরে, তুমি যারে জানে নরে, [illegible] সে [illegible], [illegible] অন্তিম তার॥

লঘু-ত্রিপদী। [illegible] নানা ছন্দে, [illegible] কান্দে, [illegible] জলে শোকাগুন। [illegible] বিপদে, ঘটে [illegible] [illegible] হইল শুন॥ বিজয় [illegible] বিনাইয়া, জননী [illegible] সুধায়। তা শুনিয়ে [illegible] [illegible] বারী, [illegible] [illegible] যায়॥ মহিষী অমনি, বলে [illegible] [illegible] [illegible] বল। সুধাইলে রাণী, প্যারী কহে রাণী [illegible] আনিতে কল॥ গত দুই দিন, [illegible] ক্ষীণ [illegible] বিহনে আহা। যে কষ্ট কাননে, সব [illegible] [illegible] কি [illegible] ইহা॥ রাণী বলে [illegible] [illegible] [illegible], আমি না [illegible] যাইতে। আনিতে সে [illegible], [illegible] যে কল বাকী কি [illegible] পারিতে॥ [illegible] বাছা খাও মোর মাথা [illegible] ও কথা না [illegible] করে। [illegible] বাপধন, [illegible] বচন, [illegible]

[illegible] পড়ে [illegible] [illegible] ঘটিবে [illegible] [illegible] এখনি [illegible] অমনি [illegible] [illegible] বলে [illegible] [illegible] শুনিয়া [illegible] [illegible] [illegible] এসময় [illegible] [illegible] অনুমতি. [illegible] প্যারী [illegible], তুই সহ- [illegible] কিছু দূর [illegible], দেখ কি [illegible], [illegible] কারণে [illegible] যাইতে অমনি [illegible] [illegible] প্যারীর [illegible] না দেখে [illegible] কিসে রক্ষা পায়, বিপে- [illegible] তনু কাঁপায় [illegible] কাঁপে [illegible], বলে ধর ধর, [illegible] কি [illegible] [illegible] মায়ের [illegible] তখন, এখন যাতনা অতি ॥ বলিতে বলিতে, চলিতে চলিতে, [illegible] পড়ে ভূতলে [illegible] ধরায় শয়ন, ধরায় তখন, কাল নিদ্রা কৃষ্ণ [illegible] প্যারী মরে, মতি উচ্চৈঃস্বরে, কাঁদিতে কা- [illegible] যায় [illegible] শোকে জ্বলে, আঁখি ভাসে জলে, সকল [illegible] এ কথা শুনিয়া, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল যেন মাথায় [illegible] মহিষী অমনি. লোটায় অবনি, কাঁদি [illegible] ক্ষিতি [illegible] ॥ বলে ওরে মতি, কেন রে এ মতি, [illegible] [illegible] দিলি মোরে। তখনি সন্দেহ, লোমাঞ্চিত দেহ, হই- [illegible] দেখে [illegible] ॥ ধিক্ মোরে ধিক্, ওরে প্রাণাধিক, কোথায় প্রাণের প্যারী। অভাগীর পাপে, তারে দংশে সাপে, এ দুঃখ সহিতে নারি ॥ এতেক বলিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া, দেখিতে চলিল ত্বরা। দেখে মৃতকায়, পড়ে মূর্ত্তি- কায়, আছাড়িয়া পড়ে ধরা। প্যারীর কারণে, প্রবেশি জীবনে, জীবন ত্যজিল মতি। রাণী অনিবার, করে হাহা- কার, কি কব যাতনা অতি। [illegible] একত্র করিয়ে, শোকেতে কান্দিল [illegible], [illegible] রচিল লিখিতে নারিল, রাণীর রোদন যত ॥

জামসুন্দর

হীরে ব্যাধের কামিনী দর্শন।

রাগিণী দেশ মোল্লার। তাল জৎ।

শুনহে নৃপমণি, রমণী কে ধনী, সে ধনী রূপে কানন আলো করেছে। কত শোভা পায়, শশী লাজে পায়, দেখে নিরুপায় তায়, অভিমানে জলে জলজ ডুবেছে।। কাননে রয়েছে বসি, নখে ধরে দশ শশী, তায় ষোড়শী, কার প্রিয়সী, হবে উর্ব্বশী, কি রাজ মহিষী, হয়ে তায় উদাসী, ত্যজে হাসি, নয়ন জলে ভাসিছে।।

পয়ার। এইরূপে রাজরাণী করেন রোদন। পরে যে হইল তাহা করহ শ্রবণ।। বনের উত্তরে আছে চন্দ্রানামে পুর। প্রেমাদিত্য মহারাজা তাহার ঠাকুর।। করে ছিল দারুণ প্রতিজ্ঞা শুন বলি। এক শত রাজপুত্র দিয়ে নরবলি।। সকল হয়েছে বাকী এক মাত্র শেষে। সন্ধান করিতে চর ফিরে দেশে দেশে।। সেই দেশে এক ব্যাধ হীরা তার নাম। পক্ষ মারিবারে বনে ভ্রমে অবিশ্রাম।। সেই বনে প্রবেশিয়ে করে নিরীক্ষণ। মহিষীর রূপ হেরে ভাবিছে তখন।। কে রমণী কি জন্যে আইলে এ কাননে। এরূপ বর্ণিতে কেবা পারে একাননে।। রূপে বন আলো করে বসেছে সুন্দরী। কি হরিল চন্দ্র দর্প ললিত মাধুরী।। না জানি ঘরণী কার এ তরুণী কন্যা। চম্পক বরণী রূপে ধরণীর ধন্যা।। অভিমানী রাজরাণী বুঝিনু আভাসে। কি রাগের ভরে কেবা দিল বনবাসে।। ধরি ধ্বনি ধ্বনিত ধনীর মনোলোভা। নিধনীর ঘরে কি এ ধনী পায় শোভা।। সুন্দরীর কোলে শিশু পরম সুন্দর। অন্তরে দেখিয়ে মোর প্রফুল্ল অন্তর।। নিকটে যাইতে ভয় কি জানি কি ঘটে। এ কথা উচিত বলা রাজার নিকটে।। এত ভাবি ধরায় ধরায় দ্রুতগতি। উপনীত হয়ে বলে যথায় ভূপতি।। অব-

শুন মহারাজ কহিব স্বরূপ। আজি বনে দেখিলাম কি আশ্চর্য্য রূপ ।। রোদন করিছে বনে কে এক রমণী। রমণীর শিরোমণি ওহে নৃপমণি ।। কোন রাজার রমণী হইবে সেই ধনী। হেরে সে মুনির মনঃ কলাকে অমনি ।। কে সে রূপ কেশে জিনিয়াছে নবঘনে। কাম ধনু ভুরু জিনে ভ্রু নয়নে ।। নাসার হয়েছে নাশ খগের গৌরব। শ্রবং গৃধিনী বলি শ্রবণ সম্ভব ।। দন্তপাতি মুক্তাহার কি মুখ তাহার। হেরে লাজে জলজ জীবন করে সার ।। ধিকচাঁদে অধিক অভেদ সৌদামিনী। এলায়ে পড়েছে বেণী যেন পাগলিনী ।। ভূপালক শিশু এক কোলেতে তাহার। শত দলপদ্ম যেন ফুটে চমৎকার ।। সেই শিশু ত্বরায়ে আনিয়ে আমি বলি। পণ পূর্ণ কর তারে দিয়ে নরবলি ।। রাজা বলে উপযুক্ত যুক্তি এই বটে। শীঘ্র ডাক কোতোয়ালে কে আছে নিকটে ।। রাজ আজ্ঞা পায়ে দূত ছুটে যেন তীর। কোটাল আনিয়া করে হুজুরে হাজির ।। মহীপাল বলে শুন শুনরে কোটাল। দেখিব কেমন তোরা সেমকুশলাল।। দক্ষিণ কাননে আজি গিয়ে ছিল হীরে। আশ্চর্য্য দেখিয়া দূত আসিয়াছে ফিরে ।। রমণীর শিরোমণি কে এক রমণী। রোদন করিছে বনে মদনমোহিনী ।। শুনিলাম ভাসে চক্ষু জলের হিল্লোলে। পদ্মফুল তুল্য এক শিশু তার কোলে ।। সেই শিশু আন গিয়ে বিলম্ব না সয়। তারে নরবলি দিলে পণ পূর্ণ হয় ।। রাজার হুকুম পায়ে প্রবেশিতে বনে। রসিক কহিছে যুক্তি করে সর্ব্বজনে ।।

কোটালদিগের বনে গমন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। রাজআজ্ঞা অনুযাই, কোটালের [illegible] ভাই, যুক্তি করে একঠাঁই বসে। কহিতেছি জয়কালি, মুখে বল জয়-কালি, করতাল মার তালরসে ।। বসনেকরিয়া কাঁন্দ, অঁ টিয়া

কোমর বান্ধ, ব্যঘ্র ভয় যদি হয় বল। বন্দুকে পুরিয়া গুলি, লহ তীর কত গুলি, ধনুকে টঙ্কার দিয়ে চল ।। খাপ খুলে হাতিয়ার, সঙ্গে লহ হাতি আর, অশ্ব উঠে যেবা মনে লয়। ভাই যার থাই পরি, চাহিলে স্বর্গের পরী, পারি যদি আনে দিতেহয় ।। যদি চায় পারিজাতে, করি তাই পারি যাতে, তবে থাকে চাকরির ধর্ম্ম। খাই যার গাই তার, শোধি নিম কের ধার, নিমক হালালী এই কর্ম্ম ।। মাসে মাসে মাহিয়ানা, বুঝে লই ষোল আনা, তজুবি মহরি করি ভাই বয়েস বৎসর আশী, এখন তুবেলা আসি, হাজিরাৎ সাজীয়ে লেখাই ।। পাইবি পরম বল, মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল, দুর্ব্বলের বল বলে যারে। যে জন করে সাধন, কৃষ্ণধন আরাধন, বাঘে কি নিধন করে তারে ।। প্রহ্লাদের কথা শুনে, আহ্লাদ উপজে মনে, অনল সলিলে নাহি মরে। ধ্রুব শিশু গিয়ে বনে, সদা ডাকে নারায়ণে, যে হইল খ্যাত চরাচরে ।। অতএব বলে হরি, চল আনি শিশু হরি, কামিনী যদ্যপি দ্বন্দ করে। শুষে রক্ত খাব তার, যেন নাশে পুতনায়, হরিষে হরি সে ব্রজপুরে ।। যুক্তি করে সর্ব্বজন, করে অস্ত্র আয়োজন, প্রবেশিলা কানন ভিতরে। যায় যায় চায় ফিরে, সঙ্গে চল ব্যাধ হীরে, বলে অই দেখরেং ।। রোদন করিছে ধনী, কারে করে সে নিধনী, হেন বন কাননবাসিনী আছে কি ভাবের ভাবে, কি ভাবে বসিয়ে ভাবে, ভাবি কার ভাবের ভাবিনী ।। প্রহরী শিহরি কয়, এ কভু কামিনী নয়, বুঝি ফিরা সৌদামিনী হীরে। কিম্বা সে গগণ শশী, ভূতলে পড়েছে খসি, কেন আইলি চল যাই ফিরে ।। হীরে বলে ধীরে চল, কাছে গিয়ে দেখে বল, রসিক দিলেন তাহে সায়। কামিনীর সে মাধুরী, কাছে গিয়ে দৃষ্টি করি, কোটাল পড়িল ভাবনায় ।।

কোটালদের অনুভব।

রাগিণী আলিয়া। তাল তেতাল।

কে রমণী করে কি চিন্তে। হের হের হের পার কি চিন্তে॥ এ কার ঘরণী, নবীন তরুণী, রূপে পারে ধনী ধরণী জিন্তে॥ জিনে সৌদামিনী কামিনী কাননে, নলিনী দলিনী ও ধনী বদনে, পদ নখে শশী, ধরেছে রূপসী, কাহার প্রিয়সী ত্যজিল কান্তে॥

পয়ার। দেখিয়া রাণীর রূপ মোহিত হইয়া। কোটাল কহিছে দেখ দেখরে চাহিয়া॥ এমত রূপসী কভু দেখি নাই আর! স্বর্গেতে নাহিক মিলে মর্ত্ত্যে কোন ছার॥ এক ঠাঁই শত চন্দ্র হইলে উদয়। তবু এ রূপের তুল্য হয় কিনা নয়॥ দেব কন্যা যক্ষকন্যা কিম্বা নাগ কন্যে। বুঝি অভিমানে আসি কান্দিছে অরণ্যে॥ আর জন বলে কথা শুনে হাসি পায়। নাগ কন্যা হবে যদি ল্যাজটা কোথায়॥ আমাদের পানে চেয়ে রহিয়াছে ধনী। নাগকন্যা হৈলে ফণা ধরিত তখনি॥ কহে আর জন এটা কি মুর্খরে ভাই। পুরাণে পুরাণ কথা কভু শুনে নাই॥ পাতালেতে নাগ কন্যা আছে এই ধারা। হেলে কাল নাগিনী গোখুরা নয় তারা॥ তাদের নাহিক ল্যাজ ফণা নাহি ধরে। দেবকন্যা তুল্য তারা ব্যক্ত চরাচরে॥ দেবকন্যা নাগকন্যা এক কভু নয়। শুন সবে বলি যাহা মোর মনে লয়॥ রাম বুঝি পুনঃ বনে দিল জানকীরে। বরং যে উহারে জিজ্ঞাসিয়া জানকীরে॥ আর জন বলে ভাল পড়িনু জ্বালায়। এ যে ধান ভাণিতে শিবের গীত গায়॥ কোথা ত্রেতাযুগে রাম বিষ্ণু অবতার। সেই যুগে লীলা খেলা ফুরায়েছে তাঁর॥ দ্বাপরেতে কৃষ্ণ হয়ে রস বৃন্দাবনে। করিলেন কত খেলা

লয়ে গোপীগণে ॥ এক্ষণেতে কলিকাল জানত সকল। কোথা রাম সীতে কোথা রাম লীলে বল ॥ বলি তাই শুন ভাই মোর মনে লয়। এনারী মানব কন্যা একথা নিশ্চয় ॥ কেবা কোন রাম ভয়ে ত্যেজে গেল বনে। মনের দুঃখেতে জল বহিছে নয়নে ॥ জয়কালী বলে ভাই এত কথা ঠিক। দোঁহ আছে ছায়া আর নয়নে নিমিক ॥ বুঝিনু মানব কন্যা আর ভয় নাই। কি হেতু কান্দিছে চল উহারে সুধাই ॥ জয়হরি ছোটভাই কহিছে তখন। যে হকু শুনহ দাদা আমার বচন ॥ বড় বধূ করে ঘরে রাখিব উহারে। রূপে হবে ঘর আল না দেখাব কারে ॥ ছোট বধূ হয় যদি তাহে ক্ষতি নাই। যে হকু সে হকু হবে চল লয়ে যাই ॥ জয়কালী বলে ভাই লয়ে যাব ঘরে। কোথায় বসাব বল কুঁড়ের ভিতরে ॥ আমা সমানের ঘরে এমন সুন্দরী। যেন কালাকেতুর কুঁড়েতে মহেশ্বরী ॥ মেজ ভাই বলে দাদা কেন ভাব দায়। মেজ বধূ হয়ে গিয়ে বসিবে সেথায় মেজ বলে মেজ বধু বড় কন্দলিয়া। এই হবে মেজ বধূ তারে খেদ দিয়া ॥ ন ভাই কহিছে বলি তোমাদের কাছে। বহু দিন সে ন বধূ মরিয়া গিয়াছে ॥ একা ঘরে শুয়ে কাটি বসন্তে বরষা। হইবে ন বধূ এই হইল ভরসা ॥ কহিছে নূতন ভাই দুঃখ যাবে দূরে। আমি দিব ন দাদারে নূতন বধূরে ॥ পুরাণ নূতন বধূ নবধূ হইবে। নূতনের বধূ উহারে বলিবে ॥ আর ভাই বলে ভাই শুন সর্ব্বজনে। কুড়ায়ে পেয়েছি ফল লব পাঁচ জনে ॥ বাঁটয়ারা কর মোর কথা শুন যদি। পঞ্চভাই পাণ্ডবের যেমন দ্রৌপদী ॥ জয়কালি হাসিয়া কহিছে ওরে ভাই। যে হকু হইবে পরে চল কাছে যাই ॥ জয়কালী বলে তবে জয়কালি কার। আর সকলেতে তার পিছে পিছে ধায় ॥ কাছে গিয়ে দেখিতে পাইল বহু শব। রাণীর নিকটে দেখে পড়ে আছে শব ॥ শব দেখে

ভয়েতে পলায়ে যায় সব। শ্মশানেতে পেত্নী ঐ করি অস্তু-ভব ॥ জয়কালী বলে রাম রাম একি রঙ্গ। রাম রাম বল মুখে যাবেরে আতঙ্গ ॥ পেত্নী বলে এত ভয় যদি হয় মনে। অবিরাম রাম২ বলরে বদনে ॥ ক্রমে সবে যায় করে রাম রাম ধ্বনি। রসিক কহিছে গেল যথায় সে ধনী ॥

রাণীর সঙ্গে কোটালের কথা।

রা, সুরট মোল্লার। তা. মধ্যমান ঠেকা।

তোর বিধুবদনের তুল্য নাহি এ ত্রিলোকে।
পদ্মশশী তুলনা কি ও কথা তুলনা মুখে ॥
পদ নখরে রূপসী, পড়ে আছে কত শশী।
ও পাদপদ্ম হেরে পদ্ম, জলে ভাসে মনো-
দুঃখে ॥

পয়ার। কোটালের দন্ড দেখে ভয়ে কাঁপি রাণী। বলে বাপু কে তোরারে কিছুই না জানি ॥ কেনরে কোটাল করে রাম২ ধ্বনি। সত্যবল ভয়ে মরি আমি যে রমণী ॥ কোটাল কহিছে আগে দেহ পরিচয়। কাহার কামিনী তুমি কোথায় আলয় ॥ কার কন্যা কি জন্যে অরণ্যে একা-কিনী। শ্মশানে বসিয়ে কেন বল স্বরূপিনী ॥ শিশুকোলে করে আছ শ্মশানেতে বসি। কেন আঁখিজলে বন ভাসাও রূপসী ॥ কেন কেন তোমার এ পাগলিনী বেশ। এলায়ে ধরণী তলে পড়িয়াছে কেশ ॥ এমন সোণার অঙ্গে মাখি-য়াছ ধুলা। তথাপি জগতে নাই এরূপের তুলা ॥ পাছে লোক মুখের তুলনা দেয় শশী। পদ নখে দশচন্দ্র ধরেছে রূপসী ॥ পদ্ম মুখে বলে পাছে ঘৃণাকরি মনে। ধরিয়াছ পাদপদ্ম জলপদ্ম জিনে ॥ চম্পক বরণী তোরা কি প্রকারে বলি। চরণে চম্পক কলী পদাঙ্গুলী গুলি ॥ যে বিধি মাণিক দিল সর্পের মাথায়। সেই বিধি বনে বুঝি পাঠালে তোমায় ॥ দেখিয়া তোমার রূপ ভুলিয়াছে মন।

কেবা তুমি সত্য বল শুনি বিবরণ ॥ রাণী বলে শুন বাপু আমি অভাগিনী । করিয়াছে বিধাতা মোরে কাঙ্গালিনী ॥ অরণ্যবিনে একা দেহ আছি অর্দ্ধ প্রাণ । [illegible] হলো কেন নাহি আপনার ॥ মনোদুঃখে স্বামী সহ লয়ে পুত্রধনে । নগরে না পারে পশু পাইনু কাননে ॥ এক সঙ্গে আমার বলিতে কান্দে প্রাণ । কহিয়াছে অভাগীর কপাল শ্মশান ॥ অরণ্যবিনে এই দেখ স্বামী মরিয়াছে । এই দেখ দুই পুত্র পুত্র পড়ে আছে ॥ এখন সে কেন দাঁড়ায়ে আছে এই খন । কে রেখেছে বাসয়া মোর আনন্দ নন্দন ॥ কহিলাম তারে বাপু মোর পরিচয় । কেবা কারা সত্য বল থাকু মোর ভয় ॥ দুঃখ শুনে কোটাল যে [illegible] নাহি সরে । মনোদুঃখে দুনয়নে ছলছ করে ॥ বালকে না পারে কিছু বলিবার সহিত রহিল সে অধোমুখে পাপে হাত দিয়া ॥ কোটালের সেজভাই কহিয়া নিকটে । দেখিয়া দশার ধারা সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিছে ॥ পরিচয় কহিতে সন্দেহ কথা নয় । শুন গো কামিনী আমি বলি পরিচয় ॥ বনের দক্ষিণে আছে চন্দ্র নামে পুর । প্রেমাদিত্য মহারাজ তাহার ঠাকুর ॥ তাহার কোটাল মোরা আইলাম বনে । রাজা পাঠাইল নিতে তোমার নন্দনে ॥ কান্দিয়া কহেন রাণী ও বাপু কোটাল । মোর পুত্র লয়ে কি করিবে মহীপাল ॥ কোটাল কহিছে শুন সার কথা বলি । ঈশ্বর কালীর কাছে দিব নরবলি ॥ শুনিয়ে অমনি রাণী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে । অধরা হইয়ে পড়ে ধরার উপরে ॥ কবি প্যারী মোহনের যুক্তি কবি সার । কহিছে রসিক চন্দ্র খেদ অনিবার ॥

রাণীর বিনয় ।

রা, খাম্বাজ । তাল মধ্যমান ঠেকা ।

কোটাল রে । আর কেন দেহ এ দণ্ড । দণ্ডে

দণ্ডে দণ্ডে বিধি এই দেখ সব [illegible]

দোর্দ্দণ্ড, স্থির নহে এক দণ্ড, করেছে লয়ে কোদণ্ড, মারিতে উদ্দণ্ড।

ভঙ্গ ত্রিপদী। কান্দে রাণী অধরা হইয়ে। নানাছন্দে বিনিয়ে॥ কোতয়াল ওরে বাপু, পরাণ গণিছে হাপু, মোর কটু বচন শুনিলে॥ কেমনে বলিলে ভাই বলি। বিজয় গোপালে দিব বলী, এই করিলেন বিধি, হারালেম প্রাণ নিধি, বাছা মোর নয়ন পুত্তলি॥ ঘরে নাই লইয়ে বালাই। মা বলিতে আর মোর নাই। ভূতলে অঞ্চল পাতি, বিনয় পূর্ব্বকে অতি, বিজয় গোপাল ভিক্ষা চাই। সবে ধন বিজয় গোপাল। যশোদার যেমন গোপাল। কেমনে এ ধন চাহ, মুখপানে নাহি চাহ, মমতা কি নাহিরে কোটাল॥ বিজয় আছেরে সবে ধন। আর নাই মা বলে এমন। বিধাতার ধিক২, এই দেখ প্রাণাধিক, দুটি পুত্র হয়েছে নিধন॥ এই দশা করেছে কেশব। বল তোরা আনিতে কি সব। একে সব শব লয়ে, আছি শব প্রায় হয়ে, সেই সব লয়ে এ শৈশব। আর মোর নাহিরে উপায়। বিধি মোরে ঠেলিয়াছে পায়। যাতে বাছা রক্ষা পায়, বাঁচি তবে তোদের কৃপায়॥ আমি অভাগিনী অতিশয়। এ যাতনা আর নাহি সয়। গিয়াছে সব বিষয়, হয়েছে প্রাণ সংশয়, বিধাতা করেছে নিরাশয়॥ যদি রক্ষাকর কৃপাকরে। দিবা করে যেন দিবাকরে। পিতৃ গণ পুণ্য হেতু, বান্ধ এই ধর্ম্ম সেতু, যাক শোক ধন্য২ করে। শোকে দুঃখে চক্ষে বহে বারি। অঙ্গ দাহ অনিবারি, ভাবিয়ে কিসে নিবারি, আর দুঃখ সহিতে নাপারি॥ কেন করি এমন মনন। প্রবেশিলি পরিণাম কানন। কি পাপে চতুরানন, অন্যায়ের অন্তুষ্ট নন, মনে তাই করিয়ে গণন॥ করি আমি এই নিবেদন। মনে আর দিওনা বেদন। হেরে

মন।। লয়ে আইলি করেতে কোদণ্ড। একি দক্ষ প্রতাপ দোর্দ্দণ্ড। স্থির নহে এক দণ্ড, মারিতে যেন উদ্দণ্ড, কি দোষেতে দিবি মোরে দণ্ড।। রাণী যত করিল বিনয়। কোটাল তাহাতে তুষ্ট নয়। বলে রাণী এ প্রণয়, জুরাইব দেহ তনয়, যদ্যপি থাকে লো জাতি ভয়।। রাণী বলে কর সে বাসনা। আর না কর উপাসনা। তুমি সে শরাসনা, কালী মাতা একমনা, তোল যার লম্বিত রসনা।। নরমুণ্ডমালী অঙ্গেতে। তিনি আর আছেন অসিতে। পাছে মম রূপ গ্রাসিতে, রূপ আছে এ দাসীতে, রসিক লোকের প্রকাশিতে।।

কোটালের রূঢ় বাক্য।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালি

মরি মরি কেন এত অনুতাপে। আর কাঁদিস না, চল তোমায় ভাসিব প্রেমধারে।। কর মে মনে আশি পুরে, সুন্দরী যুবতী তোরে, মনের ভুলে বলে কেন কর রোদনে। রসিক সাপের রসে, যাতে তোমার মনঃ রসে, নাগর সঙ্গে ভেসে, যাবি সম্ভোগ গনে।।

পয়ার। কোটাল কহিছে এ যে বড় দেখি জোর। কেনলো কামিনী হৈল এ কুবুদ্ধি তোর।। সম্মানের দেহ যদি জাতি ভয় থাকে। নতুবা সুন্দরী আজ পাড়িবি বিপাকে।। কহিব উচিত কথা শুনলো রূপসী। মোরা হইনু রাহু তুমি আকাশের শশী।। এখনি করিব গ্রাস দেখিবি কেমন। মিথ্যা নয় মম দণ্ড লাগাব গ্রহণ।। অমনি কাঁদিয়া রাণী উচ্চৈঃস্বরে কয়। কোথা ওহে প্রাণনাথ রাখ এ সময়।। দংশে মোরে কোটালের কুবাক্য ভুজঙ্গ। শমন

আমার। কতই ঘুমাও ওরে উঠ একবার।। বিধাতা আমার ভাগ্যে এই লিখেছিল। এ সব নরক ভোগ করিতে হইল।। শুনে কোটালের সেজ ভাই জয়রুদ্র। রুষিয়া রাণীর প্রতি কহিছে বিরুদ্ধ।। হেদে বেটা আমাদের বলিলি নরক। মারিয়া এখনি করে ফেলিব গরক।। প্রাণনাথ বলে কারে ডাকিস সদাই। এক্ষণেতে প্রাণনাথ মোরা কয় ভাই।। চল আমাদের বাড়ী অতি সুখে রবি। তুই হবি পদ্মফুল মোরা হব রবি।। রজনীতে মুদে রবি রবি না দেখিয়া। প্রত্যহ প্রভাতে তোরে দিব ফুটাইয়া।। সারানিশি রাজার বাড়ীতে চৌকী দিব। দিবসেতে তোরে লয়ে কৌতুক করিব।। আর জন বলে এই কেন কর বাদ। কোথায় রাখিব লয়ে পূর্ণিমার চাঁদ।। এ নারী কি আমাদের ঘরে শোভা পায়। আমি বলি ভেট দেওয়া উচিত রাজায়।। বেলাবেলি চল সবে লয়ে কামিনীরে। এই ভেট দিব সে দিবসে ভূপতিরে।। দোঁহে দোঁহা পায়ে হবে মদন বেপারী। সে যেমন শুকপাখী এ তেমনি শারী।। তার কথা শুনে আর জন কহে রাগে। তোর কথা মোর কাণে তীর হেন লাগে। রাজারে ভেটিলে বল কিবা সুখ হবে। দেখিতে না পাবে আর অন্দরেতে রবে।। আমি বলি কাটিয়া করহ খান খান। ষোল ভাই ষোল অংশ করবে সমান।। সাধারণ রাখ যদি ঘটিবে প্রমাদ। সুধা লয়ে সুবাসুরে যেমন বিবাদ।। এইরূপে কোটালেরা করে কত যুক্তি। অধোমুখে থাকে রাণী নাহি করে উক্তি।। কোটালের কটুবাক্যে দুঃখিত বিজয়। রসিক কহিছে কালী কোথা এ সময়।।

বিজয়ের কৃত কালীকার স্তব ॥

রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালি।

ত্রাণ কর কালী এ কাতরে। এ দুঃখ মা সয়, জীবন সংশয়, কোথা গো তারিণী, দুর্গতি বারিণী, হের শত্রু কেশে ধরে ধরে ধরে ॥ শরণ লয়েছি চরণোপ্রান্তে, কভু না ভুলিব আর মনঃভ্রান্তে, সাপক্ষ হও দাসে, বিপক্ষ বিনাশে, মোর বন্ধন করে করে ॥ শুনগো শঙ্করী, নিবেদন করি, করি শত্রু ক্ষয়, ঘুচাও দাসের ভয়, রসিক কাঁপিছে থরে থরে থরে ॥

পয়ার। বিজয় কাতরে ডাকে কোথা গো তারিণী। বিপদে বিমুক্ত কর বিপদ নাশিনী ॥ বিশ্বরূপা বারীদ বরণে হে বিমলে। বনে আনি বধ মোরে বল কোন ছলে ॥ বাঞ্ছা রূপা করিলে গো বঞ্চিত বিষয়ে। বনে বাঁধে তাহে কেন বিরূপা অভয়ে ॥ বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদে দলে মা বিনয়ে। বিদীর্ণ হইল বপু হের এ তনয়ে ॥ কোটালের কটু বাক্যে কাতর কিঙ্কর। কালাকায়া কালী কালি হেল কলেবর ॥ কর্ম্মরূপা কর্ম্মভোগ কি মোর কপালে। করুণা করিবে আর বল কোন কালে ॥ এইরূপে বিজয় করিল কত স্তব ॥ কৈলাসে থাকিয়া কালী জানিলেন সব ॥ ঘুচাতে ভক্তের দুঃখ হয়ে অভিলাষী। বিমানে করেন নৃত্য অট্ট অট্ট হাসি ॥ শিবাসনা বিবসনা বিকট দশনা। লিহ লিহলোল তাহে লম্বিত রসনা। অসিধরা ভয়ঙ্কর অসিত বরণী। বিমানে বিহরে বামা হরের ঘরণী ॥ নগনা নগনা রক্তে গলে মুণ্ডমালা। এলোকেশে বিরাজেন গিরিরাজ বালা ॥ কটীতে কিঙ্কিণী কর শ্রেণী শোভা করে। তাহে অর্দ্ধ শশীকাটা নরমুণ্ড করে ॥ নাচে ভূত প্রেতদানা কালী কালী বলি। শিবা থেকে চারিদিগে শিবার মণ্ডলী ॥

মাতৈঃ মাতৈঃ রব করেন ভৈরবী। ভয় কিরে বিজয় বিজয় আজি হবি॥ যারে ডাক সেই আমি করবে বিশ্বাস। কে মারে কে মারে তোরে তোর নাহি নাশ॥ তোর পিতে জীবন রুধিতে আমি নয়। জীবন জীবন পাবে শুনরে বিজয়॥ অতি শীঘ্রগতি মাত পদ্মা পাবে প্রাণ। দুরাত্ম পাইবি বাছা শক্র হৈতে ত্রাণ॥ চন্দ্রসেন নরপতি সহিত সবংশে। মোর কোপ লক্ষে তোর হাতে হবে ধ্বংস॥ বরঞ্চ কোটালের সঙ্গে যাও তার পুরে। তারে বধি সেই রাজ্য দিব বাছা তোরে॥ কালকেশা বাণীতে হাতে আকাশ পাইয়া আকাশ পানেতে চায় আকাশ গামিনী। কালিকার পদপদ্ম দেখিবারে পায়। জ্ঞানের উদয় হয়ে মনোদুঃখ যায়॥ তখন বিজয় পুনঃ পুনঃ স্তব করে। অন্তর্দ্ধান হয়ে কালী থাকেন অন্তরে॥ ভক্তিভাবে প্রণমিয়ে কালীর চরণে। চলিল বিজয় রায় কোটালের সনে॥ শ্রীকবি কুঞ্জর পদে পদে মুক্তি দিল। জীবনের বনবাস রসিক রচিল॥

শিশু লয়ে কোটালদের গমন।

রাগিণী দেশ মোল্লার। তাল ঝাঁপতাল।

রূপের রঙ্গিণী কার, দেখে এলেম চমৎকার, এ ভাকিনী ভ্রমে ধনী অরণ্যে। হবে ধনী ধরি ধনী সে ধনি ধরা ধন্যে॥ শুন ওহে নৃপমণি, তুমি গুণে গুণমণি, সে রমণীর শিরোমণি, হৃদে ভাবি চিন্তামণি, পুরে আনি তায় কমলিনী হীরে মণি, দিয়ে সাজাও যতনে॥

ত্রিপদী। যার দিয়ে মহীপাল, যেন কালান্তের কাল, বাহিরে বাহির দেওয়ানে। হেনকালে যায় সনে, কোটাল আনন্দ মনে, শিশু লয়ে দিল সন্নিধানে॥ যোড়হস্তে নিবেদন, বাহি দিল পরিচয়, মহারাজ ইহার জননী।

আশয়েতে অনুমানি, বুঝি হবে রাজরাণী, ধনির রমণী বটে ধনী ।। কি তার মধুর ধ্বনি, বলিল আনিসে ধনী, কটাক্ষেতে করেসে নিদ্ধনি, আপনি কি ধনে ধনি, যার সেধন সেই ধনী, বুঝি পায় পুজে সুরধুনী । কেজানে কামিনী কার, রূপ অতি চমৎকার, হেন আর নাহি ভূমণ্ডলে । করিলাম দরশন, মদনের শরাসন, হরিয়া লয়েছে ভুরুছলে ।। দিয়াছেন ভগবান [illegible] দেখিলাম পঞ্চবাণ, পঞ্চস্থানে আছে হে রাজন চক্ষে দুটী শোভা করে, দুটি পয়োধরে ধরে, নাহি এক আশয় বচন ।। হাসিয়া কহেন ভূপ, শুনিতে তাহার রূপ, আনন্দে পুলকিত হৈল দেহ । এখন আনিলে তায়, পণ পূর্ণ হওয়া দায়, ইহারে জন্মিবে মোর স্নেহ ।। এত বলি শিশু প্রতি, কহিছেন নরপতি, কহ কহ হেদেরে বালক । কোথা বাটী কার বেটা, কাননে পাঠালে কেটা, বুঝি তোর মরেছে জনক ।। কি নাম ধরিস বল, শিশু বলে অকুশল, পরিচয়ে [illegible] দিবা যদি বলিদান, দিবা হয় অবসান আয়োজন কর শীঘ্রগতি ।। রাগিয়া ভূপতি কয়, নাহি দিলে পরিচয়, কেমনে বাঁচিবি আজি প্রাণে । শিশু বলে ধৈর্য্যধর, হেন রাগ কেন কর, মরণে মরিব যতিবনে ।। রাজা বলে হবে ব্যাঙ্গ, কারীরে করিস ব্যাঙ্গ, পতঙ্গ আতঙ্ক নাহি মোরে দেখি বেটা মারে খারে, ওরে রে কোটাল রে, পা টা ধরে পাঠা যম ঘরে ।। হাসিয়ে বিজয় কয়, কি দেখাও যম ভয় যে অভয় দিয়াছে অভয়া । স্বমনে ডেকেছি মায়, আর কি শমনে পায়, মা আমার নগেন্দ্র তনয়া ।। আগমন হৈল মোর, মরণ নিকট তোর, অবিলম্বে যমালয় যাবি । বলি তোরে সবিশেষ, পরমায়ু হৈল শেষ, বাকি মাত্র খাবি কটা খাবি ।। রাজা বলে তাই বলি, কার বলে হৈলি বলী, বলি দিব রাখে কোন জনে । ঘুচাব মনের কালি, কালীর নিকটে কালি, কেবা তোরে বাঁচাবে কেমনে ।। বড় জোর

দেখি বেটা, এ-যন্ত্রণা দিল যেটা, প্রতিফল দিব আজি রহ। কোথা ওরে কোতোয়াল, বন্ধন করিয়ে তারে, নাজিরের হাওয়ালে রাখহ॥ নৃপতি হুকুম করে, কোতোয়াল [illegible] করে, [illegible] বন্ধন করে তায়। যথায় রাজন ছিল, তাহা [illegible] করিয়া দিল, রচিল রসিকচন্দ্র রায়॥

রাজা [illegible]াদিত্য সবংশে নিধন।

রা[illegible]। তাল [illegible]।

সেইরূপে দেখা দে মা ভক্তাধীনি জনে। [illegible] পদাঘোরা শব বাহনে। খর্ব্বা লম্বোদরী মূর্ত্তি, কটী [illegible] ব্যাঘ্র কৃত্তি, লোল লোল জিহ্বা চল চল [illegible] পানে। চতুর্দ্দিকে শব মুণ্ড, কণ্ঠাঙ্গার অস্থি খণ্ড, [illegible] করিছে খণ্ড, সুমধুর কৃপাণে। নবীন নীরদ বর্ণী, এক জটা শিরে ফণী, রমণীর [illegible] মণি, কুণ্ডল কাণে॥

পয়ার। রজনী প্রভাতে উঠি আনন্দে রাজন। [illegible] দিল পূজার করিতে আয়োজন॥ [illegible] খাঁড়া লয়ে অমনি কামার উপস্থিত। [illegible] সলিল স্বরায়। ভাবে শিশু কালী [illegible] ভয়ে ভীত আঁখি জলে ভাসিতে ভাসিতে। [illegible] কালী দেখা দেহ হাসিতে হাসিতে॥ আইস [illegible] শত্রু কুল নাশিতে নাশিতে। রণসাজে মম শত্রু [illegible] কোতোয়াল ধাক্কা মারে আসিতে আসিতে। [illegible] ধ্বংস কর অসীতে আসিতে॥ বিক্রমের বিপদ জানিলেন ঈশ্বর। শূন্যপথে আসি নৃত্য করেন শঙ্করী॥ অভয়া অভয় দিয়ে [illegible] তনয়ে। দৈত্য কুল নাশা খড়্গ দিলেন বিজয়ে॥ মাভৈ মাভৈ বেটা কেন কর [illegible]। এই খড়্গে শত্রুকুল [illegible] কর বাপু॥ শক্তির কৃপায় শিশু হৈল শক্তিমান।

পদভরে কাঁপে ধরা করে হান হান ॥ কোটালেরা ষোল
ভাই দাঁড়াইয়ে ছিল। রাগভরে লম্ফ দিয়ে অমনি কাটিল॥
আর যেবা ছিল কাজীর বাটীতে। প্রাণভয়ে পালাইয়া গেল
চারি ভিতে ॥ সম্মুখেতে যেবা পড়ে প্রাণ যায় তার।
ক্ষণমাত্রে নগরে হইল হাহাকার। মার মার করে শিশু
চলিল সত্বরে। টল মল ক্ষিতি তল পদের ভরে॥ এমনি
দক্ষেতে চলে বিজয় গোপাল। উপস্থিত হৈল যেন প্রলয়ের
কাল॥ রক্তে নদী বহে ধূলায় রবি ঢাকে। দিবসে রজনী
জ্ঞান কেবা কোথা থাকে॥ মার মার শব্দ যেন পড়ে বজ্রা-
ঘাত। দশমাসে গর্ভিনীর গর্ভ হয় পাত॥ অবাল যুবক
বৃদ্ধ যায় পলাইয়া। কোন নারী যায় রক্তে সন্তানে ফেলিয়া॥
কেবা কার পানে চায় কেবা কারে ধরে। হুচটিয়া পড়ে
কেহ যায় যমঘরে॥ মার মার শব্দ শুনে সবে কহে গোয়া
এ আইল২ সবাকার যোগ॥ কেহ কহে বল ভাই আইল কে
কেউ [illegible] অকস্মাৎ কাটা সেটা॥ কেহ বলে
মাথা কাটা এ কিরে অদ্ভুত। তবে বুঝি হবে ভাই স্কন্ধ
কাটা ভূত॥ কেহ বলে বর্গী আইল বুঝি দেশে। কেহ বলে
ভাই ভাই খাইল রাক্ষসে॥ নগরেতে স্ত্রী পুরুষ যে যেখানে
ছিল। কেহ পলাইল কেহ হুতাশে মরিল॥ ওখানেতে
শূন্য পথে কালিকা আসিছে। ধেই ধেই ভূত প্রেত ডাকিনী
নাচিছে॥ এখানেতে বিজয় মত্ত মাতঙ্গের প্রায়। আসী
করে রাজারে নাশিতে শীঘ্র যায়॥ সভামাঝে বসিয়ে
আছেন মহীপাল। হেন কালে উপনীত বিজয় গোপাল॥
শিশু দেখে শিহরিয়ে উঠে সভাজন॥ রাজা বলে পাত্র
মিত্র এ আর কেমন॥ বিজয় বলেন আজি যাও যমালয়।
জাননা অভয়া মোরে দিয়েছে অভয়॥ এত বলি প্রেমাংশ
নিত্যে সহিত সবংশ। রসিক কহিছে শিশু করিলেন ধ্বংস।

জীবনের প্রাণ দান।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালি।

অই ব্রহ্মময়ী কালী নাচিছে। হাসি যেন কালো মেঘে বিজুলী খেলিছে॥ নাচিতেছে শিব রাণী, চরণে নূপুর ধ্বনি, আমরি কিঙ্কিণী সঘনে বাজিছে॥

পয়ার। সবংশে মরিল প্রেমাদিত্য মহীপাল। রাজ তক্তে বসিলেন বিজয় গোপাল॥ হেনকালে আকাশ হইতে কালী কন। চল বাছা জীবনেরে বাঁচাব এখন॥ এ রাজ্য হইল সব তোর অধিকার। রাজত্ব করিবি বাছা আসি পুনর্ব্বার॥ শুনিয়ে হরিষ হয়ে বিজয় তখন। হাসিয়া বলেন তবে শুন সভাজন॥ একাকী জননী মোর আছেন কাননে। আমি চলিলাম আজি এখনি সে বনে॥ তোমরা সকলে মিলে লহ রাজ্য ভার। ত্বরায় আসিব হয়ে বিপদে উদ্ধার॥ সভাজন বলে কহ ধর্ম্ম অবতার। কোথা ধাম কে আপনি তনয় বা কার॥ বিজয় বলেন তবে শুন শুন অতঃপর। শুনিয়াছ সিন্ধু নামে আছয়ে নগর॥ ভূপতি জীবন কৃষ্ণ তথায় আলয়। বিজয় আমার নাম তাঁহার তনয়॥ শুনে শিহরিয়া উঠে সভাজন কয়। রাজাধি রাজার পুত্র হন মহাশয়॥ কি জন্য অইলে বনে কহ রাজ্যেশ্বর। রায় বলে সে সকল কহিতে বিস্তর॥ বিশেষ কহিব আমি আসি পুনর্ব্বার। শীঘ্র যাই বিলম্ব নাহিক সহে আর। তবে রায় চলে করী আরোহণ করি। নাচিতে নাচিতে শূন্যে চলেন শঙ্করী॥ কাননে বিজয় গেল জননীর কাছে। দেখে রাণী মুর্চ্ছাগত ভূমে পড়ে আছে॥ মা বলিয়ে বিজয় ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে। চেতন পাইয়া রাণী উঠিল সত্বরে॥ বিজয়েরে দেখি রাণী উঠিল কাঁদিয়া। নন্দনেরে লইলেন কোলেতে করিয়া॥ সর্ব্বাঙ্গে

দেখিয়া রক্ত করে হাহাকার। কাটিয়াছে কেন অঙ্গ বাছারে আমার ॥ বিজয় বলেন কারে নাহি করি শঙ্কা। জয়কালী নামে বাজাইছি জোর ডঙ্কা। কেশাদিত্য ভূপতিরে করেছি সংহার। এই রাজ্য হয়েছে আমার অধিকার ॥ রাণী বলে ওরে বাছা তুমিত ঈশান। কেমনে বধিলি তারে শক্তি অগমন ॥ [illegible] আমি বধি বলি কিছু। বধিবার কর্ত্রী [illegible] শূন্যেতে আছেন। চাহে তোর উর্দ্ধ-পানে রাণী দেখিল। করযোড়ে স্তুতিবাক্যে কহিতে লাগিল ॥ মা হলে না বল কেন দাঁড়াবে বিপক্ষে। বিপদ ভঞ্জিনী হলে বিপদে ফেলিলে ॥ কালিকা কহেন তারে না কর ভাবনা। এখনি ঘুচাব তোর এসব যাতনা ॥ অতি প্যারী জীবন জীবন দান পাবে। গাত্রে হাত দেহ তবে উঠিয়া বসিবে ॥ শুনে রাণী দিল হাত সকলের গায়। কালীর পরশে তারা প্রাণদান পায় ॥ তখনি সে দিন [illegible] উঠিয়া বসিল। শূন্যেতে আছিল কালী দেখিতে পাইল ॥ তারা হেরে চক্ষে বহে আনন্দের ধারা। জীবনে সকল দুঃখ জানাইল তারা ॥ কবি প্যারী মোহনের যুক্তি করি সার ॥ কহিছে রসিকচন্দ্র খেলা অন্ধ দার ॥

জীবনের পুনঃ রাজ্য প্রাপ্ত এবং কৈলাসে যাত্রা।

রাগিণী-বেহাগ। তাল ঠেকা।

আসিয়ে জননীরণে ত্রাণ কর মুক্তকেশি। মহাকাল মহাকালী তুমি দিবা মহানিশি ॥ করাল বদনা ঘোরা, বামে অসী মুণ্ডধরা, অভয় বরদ করা, সদত শ্মশান বাসী। দিগম্বরী উমাবালা, গলোপরে মুণ্ডমালা, ভালে শোভে শশীকলা, বদন পার্ব্বণ শশী ॥ লো লো নিতম্বিনী, কুতকাঞ্চি

রূপ শ্রেণী, তাহে বাজে কিঙ্কিণী, লইয়ে যোগি,
নী দাসী ॥

পয়ার। প্রেমাদিত্য ভূপতি বধের বিবরণ। জনকে ।চেয় রায় কহেন তখন ॥ শুনে ভূপ আনন্দ তরঙ্গ মাঝে ভাসে। মনোছুঃখ গেল দূরে তারামণি হাসে ॥ কথায় কথায় পোহাইল বিভাবরী। জীবন বলেন শুন শুন প্রাণে শ্বরী ॥ চল আজি চন্দ্রপুরে যাই মোরা সবে। বিজয়ের রাজ্য দেখে বাড়ী যাব তবে ॥ প্রাণের বিজয়ে রাজতক্তে বসাইব। নয়নে দেখিয়ে দোঁহে প্রাণ যুড়াইব ॥ ভাল ভাল বসনে রাণী তাহে দিল গায়। গজ পৃষ্ঠে আরোহিয়া চন্দ্র পুরে যায় ॥ প্রেমাদিত্য রাজার বাটীতে প্রবেশিল। রাজা বিজয়েরে রাজ তক্তে বসাইল ॥ অন্তঃপুরে রাজ রাণী গেলেন তখন। তিন দিন সেই রাজ্যে রহিল জীবন ॥ রাজা হয়ে বিজয় করেন সুবিচার। প্রজাদের সুখের অবধি নাহি আর ॥ ধন্য ধন্য করে সবে হয়ে পুলকিত। আশীর্বাদ করে যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ॥ কুতূহলে জীবন কালীর পূজা দিল। গজ পৃষ্ঠে চড়ি সবে স্বদেশে চলিল ॥ সঙ্গেতে চলিল লোক হাজার হাজার। করী অশ্ব উঠ কত সংখ্যা নাহি তার ॥ পাঁচদিনে সিন্ধুপুরে প্রবেশ করিল। বাড়ীর সম্মুখে গিয়া সবে উত্তরিল। বিজয় সে দৈত্য নাশা খড়্গ করে লয়ে। বিনাশ করিল শত্রু রণে মত্ত হয়ে ॥ মহারাজা দেশে আসি বিপক্ষ মারিল। শুনিয়ে আনন্দে লোক দেখিতে আইল ॥ পুনঃরায় জীবন বসিল সিংহাসনে। দেখিয়া হইল সুখী যত প্রজাগণে ॥ কুতুহলে লয়ে রাজা পুত্র আর তাকে কিছু দিন রাজত্ব করিল নিজ রাজ্যে ॥ পরে রাজা আর রাণী কালিকা পূজিল। ত্রিলোক জননী আসি দরশন দিল ॥ দণ্ডবৎ প্রণতি করে কালীর চরণে। আর

কত দিন মাগো রব এ ভবনে ॥ কালিকা কহেন আমি আইলাম তাই। চল তোরা কৈলাসেতে সঙ্গে লয়ে যাই। শুন ওরে জীবন তোদের মত আর। হেন প্রিয় দাস দাসী নাহিক আমার ॥ সুখে দুঃখে যত খেলা করিলি ধরায়। এসব আমার খেলা শুন ওরে রায় ॥ এই খেলা যাহা ধরাতে হইবে প্রচার। বলি আমি এক্ষণেতে সেই সমাচার। হরিপালে শিবদাস রায়ে আনে সঙ্গে তার। অংশ ভুবনেশ্বর রায় হবে ॥ তার পৌত্র হবে নাম শ্রীহরি কমল। বৈষ্ণবের চূড়ামণি পাবে মোক্ষফল ॥ ন্যায়বান্ দত্ত ধন পাইবে বড়ায়। এই হেতু বংশলোপ হইবে তথায় ॥ তার পুত্র হইবে রসিকচন্দ্র রায়। সে রচিবে এই গান আমার কৃপায় ॥ কহিলাম সবিশেষ যাহা হবে পরে। মোর সঙ্গে আয় তোরা কৈলাস ভূধরে ॥ কথা শুনে দম্পতির অঙ্গ শিহরিল। জ্যেষ্ঠপুত্র প্যারীলালে রাজ্যভার দিল ॥ রাণীকে লইয়া রাজা পরম উল্লাসে, কালিকার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন কৈলাসে ॥ শ্রীকবি কুঞ্জর প্যারীদাস পুঁথি দিল। কালিকার এই খেলা রসিক রচিল ॥

সমাপ্ত।